উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৩৩০.০১ (-১,০৪৮.৯০)
নিফটি : ২৩,০৮৫.৯৫ (-৩৪৫.৫৫)

৮০ শতাংশ জঙ্গিই পাকিস্তানি
জম্মু ও কাশ্মীরে আত্মগোপন করে থাকা জঙ্গিদের ৮০ শতাংশই পাকিস্তানি নাগরিক। গত বছরে কাশ্মীর উপত্যকায় নিহত জঙ্গিদের মধ্যেও প্রায় ৬০ শতাংশ পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত। » ৯

মহাকুম্ভে মহামেলা
১২ বছরের বিরতিতে সোমবার থেকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে শুরু হল মহাকুম্ভ। অনেকের কাছে যা পূর্ণকুম্ভ নামেও পরিচিত। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৬°	২৭°	২৬°	২৬°
সর্বনিম্ন	১২°	১১°	১১°	১৩°

জুকেরবার্গের মন্তব্যে বিতর্ক » ৯

শিলিগুড়ি ২৯ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 14 January 2025 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 236

সোনমার্গ সফর

সোনমার্গে বহু প্রতীক্ষিত জেড মোড় টানেল উদ্বোধনের পর গাড়িতে চেপে ঘুরে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার। -পিটিআই

চোপড়ায় তৈরি স্যালাইন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কর্ণাটক। এই স্যালাইন ব্যবহারে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে বাংলাতেও। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাথমিক রিপোর্টে ওই নির্দিষ্ট স্যালাইনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলেও হিউম্যান এরর তত্ত্ব তুলছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

স্যালাইন তদন্তে সিআইডি

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : বিতর্কিত স্যালাইনে এক প্রসূতির মৃত্যু ও আরও তিনজনের অসুস্থতায় শুধু স্বাস্থ্য দপ্তরের তদন্তে ভরসা নেই রাজ্য সরকারের। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের ওই ঘটনায় সোমবার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল নবান্ন। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় তৈরি স্যালাইনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলেও প্রশাসনিক কর্তাদের মন্তব্যে উঠে আসছে 'হিউম্যান এরর।'

হিউম্যান এরর বলতে কী বোঝাচ্ছে প্রশাসন। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের ভাষায়, 'প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে সিরিয়াস নেগলিজেন্স হয়েছে। অপারেশনের সময় সিনিয়ার ডাক্তাররা ছিলেন না। ট্রেনি ডাক্তাররা অপারেশন করেছেন। এটা গাফিলতি তো বটেই।' যদিও তাঁর কাছে পেশ করা স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে প্রসূতিমৃত্যু ও অসুস্থতার জন্য বিশেষ ব্যাচের রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইনই কারণ বলে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ১৩ সদস্যের কমিটি ওই তদন্ত করেছে।

নবান্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, ঘটনাটিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের পর স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে তিনি আগলে রেখেছিলেন। স্যালাইন বিতর্কে সেই স্বাস্থ্যসচিবই মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। তাঁর নির্দেশে সোমবার নবান্নে নিগম সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। বৈঠকে স্বাস্থ্যসচিবের ভূমিকায় তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন। পরে নিগমকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মনোজ বলেন, 'এই ঘটনায় কার গাফিলতি, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি হবে।' তাঁর কথায়, 'আমরা

চরম ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

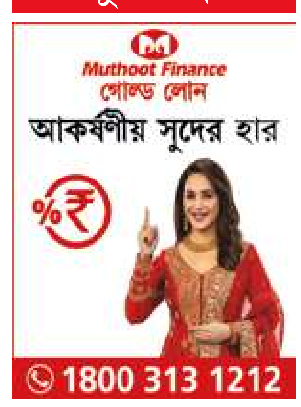

আগেই নির্দেশ দিয়েছিলাম, প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকদের সিনিয়ার চিকিৎসকদের অধীনে কাজ করতে হবে। তাঁদের যথোপযুক্ত ডিউটি রোস্টার মেনে চলতে হবে। তদন্ত হলেই বোঝা যাবে, কারা ডিউটিতে ছিলেন, কতটা তাঁদের গাফিলতি রয়েছে।'

রাজ্য সরকারের সিআইডি তদন্তের দিনই ঘটনাটি নিয়ে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

চোপড়ার সেই কারখানায় প্রবেশ করছে শিলিগুড়ি নম্বরের গাড়ি।

ফ্যাক্টরি, অফিসে স্তব্ধতা

> কেন এত প্রশ্ন? আমাদের উপর চাপ এলে বাঁচাতে পারবেন? চাকরি চলে গেলে পরিবার কীভাবে চলবে?
>
> -কারখানার নিরাপত্তারক্ষী

রণজিৎ ঘোষ ও অরুণ ঝা

শিলিগুড়ি ও তিনমাইল, ১৩ জানুয়ারি : এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না হলেও সংশ্লিষ্ট সংস্থায় এখন শুধুই স্তব্ধতা।

স্যালাইন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের শিলিগুড়ির প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে সোমবার সেখানে কোনও আধিকারিককে পাওয়া যায়নি। অফিস এদিন ভিতর থেকে তালাবন্ধ ছিল। কর্মীদের কেউ 'স্যর'দের নিয়ে কিছু বলতে চাননি। তবে সেই স্যররা যে গত কয়েকদিন অফিসে আসেননি তা এক কর্মীর কথায় স্পষ্ট। মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় সংস্থার অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৈলাসকুমার মিত্রুকার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

চোপড়া থানার সোনাপুর সংলগ্ন তিনমাইল এলাকায় সংস্থার ফ্যাক্টরির সামনেও সেই স্তব্ধতাই। এক নিরাপত্তারক্ষীকে প্রশ্ন করতেই জবাব এল, 'কেন এত প্রশ্ন? আমাদের উপর চাপ এলে বাঁচাতে পারবেন? চাকরি চলে গেলে পরিবার কীভাবে চলবে?' যে রিংগার ল্যাকটেট (আরএল) স্যালাইন নিয়ে এত বিতর্ক সেগুলি কি ফ্যাক্টরির ভিতরেই স্টক করা আছে? নাকি সেই স্টক নষ্ট করা হয়েছে? রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনও টিম তদন্তে এসেছিল কি না এমন প্রচুর প্রশ্নই বর্তমানে উঠে আসছে। কিন্তু উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। নজরে পড়ার বিষয় বলতে ওই চত্বরে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যেও কর্তৃপক্ষ ফের রদবদল শুরু করেছে। এদিনও শিলিগুড়ি থেকে একটি গাড়িতে করে এক মহিলা সহ ছয়জন নতুন নিরাপত্তাকর্মী ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছেন।

স্যালাইন নিয়েই এখন রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেলাইন। তবুও স্বাস্থ্যকর্তারা ওই স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে 'স্পিকটি নট'। বরং ওই সংস্থার অন্য স্যালাইনগুলি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

কথায় কথায়

নির্ভীক সাংবাদিকতা এক অলীক কল্পনা

আশিস ঘোষ

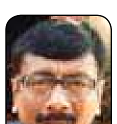

সবেমাত্র ভিতটুকু হয়েছে। চারদিকের পিলারগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে। একটা পিলারে ঝোলানো একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট। তাতে রয়েছে মুকেশ চন্দ্রাকরের ছাই। তাঁর স্বপ্নেরও। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের টাকা জমিয়ে তিন লাখ টাকা বাড়ি তৈরিতে লাগাবেন ঠিক করে রেখেছিলেন মুকেশ।

৩২ বছরের মুকেশ ছত্তিশগড়ের বিজাপুরের বাসিন্দা। পেশায় সাংবাদিক। গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নাম। প্রশাসন আর রাজনীতির লোকজনের একের পর এক কুকীর্তি ফাঁস করেছেন তিনি। তাতে নড়েচড়ে বসতে হয়েছে সবাইকে। ফলে তিনি ছিলেন অনেকেরই টার্গেট। বিজাপুরের নেলাসনার আর গাঙ্গালুর গ্রামের মধ্যে তৈরি হওয়া রাস্তার হাল নিয়ে খবর করেছিলেন তিনি। প্রশ্ন তুলেছিলেন সেই রাস্তার ঠিকাদার সুরেশ চন্দ্রাকরের কাজ নিয়ে। সরকারি ঠিকাদার সুরেশ দেড়শো কোটি টাকার কাজ পেয়েছিল। এই খবর ফাঁসের দু'দিন পরে ইংরেজি নববর্ষের দিন সুরেশের বাড়িতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান মুকেশ। দু'দিন পর সুরেশের বাড়িতে সেপটিক ট্যাংকের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় মুকেশের ক্ষতবিক্ষত দেহ।

মুকেশ ছিলেন অনলাইন খবরের চ্যানেল 'বাস্তার জংশন'-এর সবকিছু। তার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার এক লাখ সাতাত্তর হাজার। ইউটিউব থেকে মাসে কুড়ি-বাইশ হাজার রোজগার করতেন তিনি। বাস্তার জংশনের দৌলতে নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরে ঘরে। দিল্লির বড় বড় চ্যানেলের মতো একদিন তাঁরও নিজের চ্যানেল হবে, স্বপ্ন ছিল তাঁর। চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে বড় করেছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তাঁর মা। আর সাংবাদিকতায় আসা ভাই যুকেশকে দেখে। যুকেশও সাংবাদিক। শুরুতে জাতীয় চ্যানেলে বাস্তারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন মুকেশ। বাইরের কেউ কোনওদিন যার কথা জানত না জঙ্গলের গহীনে লুকিয়ে থাকা নাম্বি ঝরনাকে সবার সামনে তুলে আনেন মুকেশ। সেই ঝরনা এখন পরিচিত ট্যুরিস্ট স্পট। তখন থেকেই নাম ছড়িয়ে পড়ে তাঁর। একইভাবে তুলে এনেছিলেন প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষাকর্মীদের তিন মাস বেতন না পাওয়ার কথা।

আর একবার মাওবাদীদের হাতে আটক সিআরপিএফ জওয়ানের মুক্তির জন্য মধ্যস্থতা করতে হয়েছিল মুকেশকে। গুলির লড়াই চলার সময় ওই জওয়ানকে অপহরণ করেছিল মাওবাদীরা। এই মধ্যস্থতার প্রস্তাব এসেছিল মাওবাদীদের কমান্ডারের কাছ থেকেই। *এরপর দশের পাতায়*

পুনর্বাসনে তোলাবাজি

স্বজনপোষণেও বিদ্ধ ব্যবসায়ী সমিতি

ভাস্কর বাগচী ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : চেকপোস্টে পুরনিগমের দেওয়া জমিতে পুনর্বাসনকে ঘিরে দেদার চলছে টাকার খেলা। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির একাংশ নেতাদের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে। পুনর্বাসনের তালিকায় শুধু উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরাই নয়, বাইরের লোকদের নাম ঢোকানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। ওই এলাকায় দোকান তৈরির জন্য কারও কাছ থেকে ৮৫ হাজার টাকা, কারও থেকে আবার দেড় লক্ষ টাকাও তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি প্রতিটি দোকান থেকেই ৫০ হাজার টাকা বুকিং হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

যদিও ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চেকপোস্ট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির নেতা নরেশ গিরি। তাঁর বক্তব্য, 'কোনও টাকা এখনও নেওয়া হয়নি। দোকান তৈরির জন্য কিছু খরচ হচ্ছে। সেই টাকা পরবর্তীতে পুরনিগম যেটা ধার্য করবে, সেটা দিতে হবে।'

ফোর লেন তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই চেকপোস্ট থেকে শহিদনগর পর্যন্ত এলাকায় উচ্ছেদ করা হয়েছে বেশ কিছু দোকান। শিলিগুড়ি পুরনিগম উচ্ছেদ হওয়া দোকানদারদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ঘোষণা করতেই সেখানকার উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরাই শুধু নয়, উচ্ছেদের তালিকায় ঢোকানো হচ্ছে বাইরের লোককে। মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির কিছু নেতা ওই কাজ করে চলেছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, অনেক ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যদেরও উচ্ছেদের তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। যার ফলে চেকপোস্ট ব্যবসায়ী সমিতির করা দোকানদারদের তালিকা একপ্রকার বাতিল করে দিয়ে বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ প্রকৃত উচ্ছেদ হওয়া দোকানদারদের নিয়ে নতুন করে তালিকা তৈরি করছে। সোমবার পুরনিগমে এই বিষয় নিয়ে খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করেছেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়র বলেন, 'যাদের দোকান ভাঙা পড়েছে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। বাকি কাউকে দেওয়া হবে না। আমাদের কাছে তালিকা রয়েছে, আমরা এই তালিকা ফের পরীক্ষা করব।'

ইতিমধ্যেই চেকপোস্টের রাস্তার দুই পাশে থাকা ব্যবসায়ীদের পুরনিগমের তরফে ভক্তিনগর থানার পিছনে, বাংলা বাজারের পাশে ১২৬টি দোকানের জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দোকান তৈরি করতে পুরনিগম কোনও টাকা দেবে না। ভবিষ্যতে কোনওদিন সেখানে মার্কেট কমপ্লেক্স হলে তখন ওই ব্যবসায়ীদের সেখানে জায়গা দেওয়া হতে পারে।

এদিকে, দোকান তৈরির জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে একপ্রকার স্বীকার করেছেন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায়মুহুরি। তিনি বলেন, 'পুরনিগম শুধু জায়গা দিচ্ছে। তাই ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য দোকান আমরা বানিয়ে দিচ্ছি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার বিষয়টা শুনেছি। সেটা আমরা আটকে দিয়েছি।' *এরপর দশের পাতায়*

ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এই এলাকাতেই পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

যা অভিযোগ

- ব্যবসায়ী সমিতির একাংশ নেতার বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ
- পুনর্বাসনের তালিকায় শুধু উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরাই নয়, বাইরের লোকদের নাম ঢোকানো হচ্ছে
- কারও কাছ থেকে ৮৫ হাজার টাকা, কারও থেকে আবার দেড় লক্ষ টাকাও তোলা হচ্ছে
- অগ্রিম টাকা দেওয়া হলেও তার জন্য কোনও রসিদ দেওয়া হচ্ছে না

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদলু নেতা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

পেতাম যদি সিংহাসন

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন সেগমেন্ট

গৃহশিক্ষিকার বিরুদ্ধে থানায় মা

নামতা বলতে না পারায় বেদম মার শিশুকে

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : চারের ঘরের নামতা বলতে না পারায় পাঁচ বছরের এক শিশুকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল গৃহশিক্ষিকার বিরুদ্ধে। ঘটনায় পায়ে কালশিটে পড়ে গিয়েছে শিশুটির। পরিবারের তরফে সোমবার গৃহশিক্ষিকার বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বছর দুয়েক আগে অভিযুক্ত খুশবু প্রসাদের দিদি প্রীতির কাছে শিশুটিকে পড়তে দিয়েছিল পরিবার। যদিও দুই বোন মিলেই নাকি তাকে পড়াতে শুরু করেন। সম্প্রতি ঘটে বিপত্তি। চারের ঘরের নামতা বলতে না পারায় শুক্রবার লাঠি দিয়ে পায়ের একই জায়গায় দশবার মারা হয় বলে অভিযোগ শিশুর মা রিমি বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বোনের কীর্তির কথা অবশ্য অকপটে স্বীকার করেছেন দিদি প্রীতি। তাঁর কথায়, 'ঠিক করে পড়া বলতে না পারায় বোন লাঠি দিয়ে মেরেছে। সেকারণে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে শুনেছি।'

ঘটনার পর থেকেই অসুস্থ রয়েছে শিশুটি। রিমি বলছেন, 'মারার পর ওই জায়গাটা পুরো নীল হয়ে গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই মেয়ে আতঙ্কে রয়েছে। বারবার জ্বর আসছে। আজকেও সন্ধ্যা থেকে জ্বর আছে। আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছি।'

রিমির বাড়ি শিবরামপল্লিতে। তাঁর মেয়ে এলকেজি'র পড়ুয়া। রিমির বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই একটি ভাড়াবাড়িতে থাকেন প্রীতি ও খুশবু। রিমি বলছেন, 'প্রীতি ভাড়াবাড়িতে গৃহশিক্ষকতা শুরু করলে, সেখানেই মেয়েকে পাঠাতে শুরু করি। পরে প্রীতি চাকরি পাওয়ায় সন্ধ্যায় ফিরতে দেরি হত ওর। তখন খুশবুই মেয়েকে পড়াতে শুরু করে।'

শুক্রবার রিমি কাজ করে বাড়িতে ফিরে দেখতে পান, মেয়ে টিউশন থেকে এসে চুপচাপ বসে

রয়েছে। এরপর জামা বদলানোর সময় রিমির নজরে আসে, মেয়ের পায়ে বড় বড় দাগ। পুরো বিষয়টি সন্তানের মুখে শোনার পর আঁতকে ওঠেন তিনি। তাঁর কথায়, 'রবিবার রাতে দিদি-বোন ওদের অভিভাবককে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিল। মামলা তুলে নেওয়ার জন্য আমাদের বলেছিল। যদিও মেয়েকে ব্যথায় কাতরাতে দেখার পর আমার পক্ষে আর অভিযোগ তোলা সম্ভব নয়।'

অসন্তোষ বোঝাল নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৩ জানুয়ারি : কূটনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধ যেন। ভারতের হাইকমিশনারকে ঢাকার তলবের প্রতিক্রিয়া মিলল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারকে সোমবার ডেকে পাঠিয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রক। দু'দেশের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে একের পর এক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বাধা দেওয়ার ঘটনায় ভারতের তরফে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর কাছে।

সোমবার দুপুরে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার নুরুল ইসলামকে নয়াদিল্লিতে সাউথ ব্লকে বিদেশমন্ত্রক থেকে বেরোতে দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি

ঢাকার ডেপুটি হাইকমিশনার সাউথ ব্লকে

(পলিটিকাল) আলমগির হোসেন। তাঁরা সাউথ ব্লকে বিদেশমন্ত্রকের যুগ্মসচিব বি শ্যামের সঙ্গে কথা বলেন। রবিবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে অন্তর্বর্তী সরকারের তলবের পালটা এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে মালদার কালিয়াচক, দক্ষিণ দিনাজপুর ও কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তে সম্প্রতি কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে তীব্র আপত্তি তোলে বিজিবি। বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিংয়েও সমস্যার নিষ্পত্তি হয়নি। বাংলাদেশের অভিযোগ, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ভেঙে কাঁটাতার বসাচ্ছে বিএসএফ। সীমান্তে এখনও প্রায় ৫৩৮ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। *এরপর দশের পাতায়*

এসএফ রোড নিয়ে জট বাড়ছেই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : যুক্তিতর্কের জট আরও বাড়ছে। স্টেশন ফিডার রোডে (এসএফ রোড) গাছ সরিয়ে পেভার্স ব্লক বসানো সার্ভিস রোড তৈরিই আপাতত সমস্ত সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু।

যে রাস্তায় যানজটের সমস্যা নেই সেখানে গাছ উপড়ে কেন সার্ভিস রোড তৈরি হবে বলে প্রশ্ন তুলে বিরোধীরা বারে বারে শিলিগুড়ির মেয়রকে বিঁধে চলেছেন। মেয়র গৌতম দেব অবশ্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলে সার্ভিস রোড তৈরি কতটা জরুরি সেই যুক্তিই বারে বারে দিয়ে চলেছেন। মেয়রের ডাকে সোমবার বিকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমে পরিবেশ কমিটির বৈঠক হয়। যেখানে বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি বিরোধী শিবিরের অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সার্ভিস রোড তৈরির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এদিনের বৈঠকে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। রাস্তা চওড়া করতে গাছগুলিকে উপড়ে ফেলে সেগুলিকে কীভাবে পুনঃস্থাপন করা হবে তা দেখানো হয়। যতই বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হোক না কেন, বিরোধীরা তা মানতে রাজি নয়। এসএফ রোড চওড়া করার টাকা অন্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হোক বলে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন দাবি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এসএফ রোডে তেমন যানবাহন না চলায় সেভাবে কোনওদিন যানজট হয় না। তাই গাছ সরিয়ে রাস্তা চওড়া করার প্রয়োজনীয়তাই নেই।'

মেয়র অবশ্য বিরোধীদের দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁর কথায়, ''কী কারণে রাস্তাটি চওড়া করা প্রয়োজন তা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এদিন সবাইকে বোঝানো হয়েছে। এলাকায় থানা, দমকলকেন্দ্র থাকায় রাস্তাটি চওড়া করা প্রয়োজন। নয়তো যে কোনও সময় সেগুলি 'চোকড' হয়ে যেতে পারে। ২৬টি গাছ চিহ্নিত হয়েছে। সেগুলির একটিকে পুনঃস্থাপিত করা হয়েছে। বাকি গাছগুলিকে পুনঃস্থাপন করা হবে।'' গৌতমের সংযোজন, 'সবকিছু বোঝানোর পরও যদি কেউ বিরোধিতা করেন সেক্ষেত্রে কিছুই করার নেই।' *এরপর দশের পাতায়*

রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য মাটি কাটা হয়েছে এসএফ রোডে।

বাঁদরের বাঁদরামি এবং ওষুধ হাপিসের গপ্পো

শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্সের পথে যাচ্ছিলেন এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক। পথে খানিক বিশ্রামের জন্য তিনি দাঁড়ান বাঘপুল পেরিয়ে একটি ফাঁকা জায়গায়। গাড়ি থেকে নামতেই প্রথমে অ্যাম্বুল্যান্সের খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে ঢোকে একটি বাঁদর। প্যাকেট প্যাকেট ওষুধ পাঁজাকোলা করে সে বেরিয়ে যায়। মুহূর্তে মধ্যেই চম্পট দেয় এলাকা থেকে। সঙ্গী আরেক বাঁদর পুরো অপারেশনে নজর রাখছিল কড়াভাবে। অ্যাম্বুল্যান্স চালক যখন বিষয়টি টের পান, ততক্ষণে যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গিয়েছে। পরে তিনি জানান, সেখানে প্রায় তিন হাজার টাকার ওষুধ ছিল। সোমবার ছবিগুলি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সূত্রধর।

গঙ্গাসাগরে ফাইভজি

নিউজ ব্যুরো, ১৩ জানুয়ারি : গঙ্গাসাগরের মেলায় রিলায়েন্স জিও'র নেটওয়ার্ক নিয়ে যাতে গ্রাহকদের কোনও ভোগান্তি পোহাতে না হয়, সেজন্য বেশ কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে সংস্থা। যেমন অস্থায়ী সেল অন হুইলস (সিওডব্লিউ)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সেল বেশি ভিড়ের ফলে উচ্চ ট্রাফিক লোড নিয়ে কাজ করতে পারবে। এছাড়া রিলায়েন্স জিও তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য গঙ্গাসাগরমেলার মূল মাঠ ও তার আশপাশে অতিরিক্ত ফাইভজি চালু করেছে। অতিরিক্ত ছোট সেল স্থাপন করা হয়েছে। তার ফলে মেলার মাঠের আশপাশে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত হবে। ব্যাকহাউল ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। আর এ সবকিছুর পাশাপাশি মাঠে নেটওয়ার্ক সাপোর্টের টিম থাকবে কোনও সমস্যা হলে দ্রুত সমাধান করার জন্য।

সাইক্লিং ভেলোড্রোম

নিউজ ব্যুরো, ১৩ জানুয়ারি : সাইক্লিংকে উৎসাহ দিতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ওড়িশার কেআইআইটি (কিট) ও কেআইএসএস (কিস) ক্যাম্পাসে একটি ভেলোড্রোমের উদ্বোধন করলেন। সাইক্লিংয়ে ওড়িশার প্রথম অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মিনতি মহাপাত্রকে সম্মান জানিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে মিনতি মহাপাত্র সাইক্লিং ভেলোড্রোম। অনুষ্ঠানে ছিলেন কিট, কিস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ সামন্ত।

আজ টিভিতে

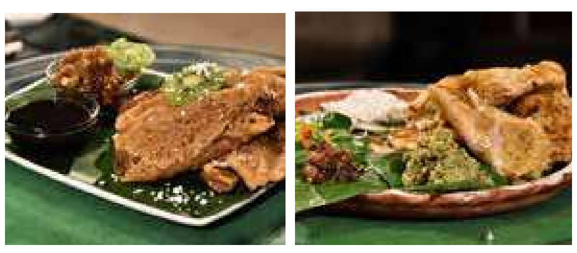

রাঁধুনি - পিঠেপুলি উৎসবে দোলা রায় চৌধুরী শেখাবেন মিঠা পান পাটিসাপটা এবং নলেন গুড়ের কিউয়ি পাটিসাপটা দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.৩০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.৩০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.২০ শ্রীমান ভূতনাথ

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ২.০০ স্বার্থপর, বিকেল ৫.০০ শত্রুমিত্র, রাত ৯.৩০ শতরূপা, ১২.০০ জালবন্দি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ কালীশংকর, দুপুর ১.০০ খোকাবাবু, বিকেল ৪.০০ শুভ দৃষ্টি, রাত ১০.৩০ চ্যাম্পিয়ন, ১.০০ ভালোবাসি শুধু তোমাকে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ থানা থেকে আসছি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পরশমণি

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৬ সূর্য-দ্য সোলজার, বিকেল ৩.১৬ জয়সিমহা, সন্ধে ৬.০২ তুম্বাড়, রাত ১০.৪০ ভাই-মেরা বিগ ব্রাদার

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.১৫ টিইথ্রিএন, বিকেল ৩.০০ দ্য রিয়াল লিডার ব্রহ্মা, ৫.৪৫ ইয়ে হ্যায় অদা, রাত ৮.০০ অব তক ছপ্পন-টু, ১০.১৫ আজব গজব লভ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৩৬ ডার্লিংস, বিকেল ৩.৫৩ হাফ গার্লফ্রেন্ড, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ চুপ, ১১.২০ আর্টিকল-১৫

সোনি পিকচার্স : বেলা ১১.১৫ জাস্টিস লিগ, বিকেল ৩.৫১ আ ফিউ গুড মেন, সন্ধে ৬.০৮ দ্য ডার্ক নাইট রাইজেস, রাত ৯.০০ দ্য ডার্ক টাওয়ার, ১১.০১ দ্য ক্যারাটে কিড

ডার্লিংস দুপুর ১.৩৬ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

খোকাবাবু দুপুর ১.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

শতরূপা রাত ৯.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

মুভিজ নাও : দুপুর ১২.৩৮ স্পাইডারম্যান-থ্রি, ২.৫৬ অ্যানাকোন্ডাস-দ্য হান্ট ফর দ্য ব্লাড অর্কিড, সন্ধে ৭.০৭ সল্ট, রাত ৮.৪৫ দ্য ট্রান্সপোর্টার, ১০.১৯ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, ১১.৫০ সিনিস্টার-টু

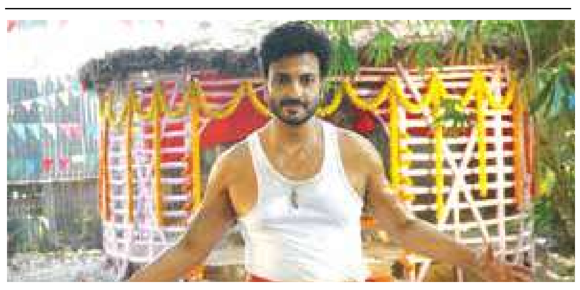

আকাশ কুসুম সন্ধে ৭.৩০ **সান বাংলা**

জামিন পেয়ে ফের হুঁশিয়ারি বংশীবদনের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) রেল অবরোধ মামলায় বংশীবদন বর্মন সহ অভিযুক্ত ১৪ জনের জামিন হল সোমবার। মোট ২০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল আরপিএফ। ছয়জনের জামিন আগেই হয়ে গিয়েছিল। এদিকে, জামিন পেয়েই আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বংশীবদন।

গত ১১ ডিসেম্বর অসম-বাংলা সীমানার জোড়াই এলাকায় রেল অবরোধ করেছিল জিসিপিএ। এরপর আরপিএফের অভিযোগের ভিত্তিতে ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এমনকি রেলমন্ত্রক আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে ৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। আলিপুরদুয়ার আদালত থেকে সংগঠনকে সমন পাঠানো হয়। ৮ জানুয়ারি সংগঠনের ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। সেই ছয়জনের জামিন হয়ে যায়। নোটিশ পেয়ে সোমবার আদালতে হাজির হন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি বংশীবদন সহ অন্যরা। জামিনের জন্য আবেদন করেন তাঁরা। আবেদন মঞ্জুর হয়।

কোচবিহারের সাংবিধানিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ও রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে রেল অবরোধ করেছিল জিসিপিএ। তবে এদিন জামিন পেয়ে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বংশীবদন। তিনি বলেন, 'রেল অবরোধের বিষয়টি প্রায় এক মাস আগেই সকলকে অবগত করানো হয়। তা সত্ত্বেও আরপিএফ মামলা করে। রেল অবরোধ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার দাবি জনিয়েছিলাম। আশ্বাস মিলেছিল। দাবি পূরণ না হলে বড় আন্দোলন হবে।' আরপিএফের এক আধিকারিকের কথায়, 'তাদের দাবির সঙ্গে রেল অবরোধের কী সম্পর্ক? যাত্রীদের হয়রান ও রেলের আর্থিক ক্ষতি করার কোনও মানে হয় না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে দাবি জানাতেই পারেন।'

প্রতারণার শিকার তৃণমূল নেতা

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৩ জানুয়ারি : টাকা দিয়ে ছেলের চাকরি কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হলেন খোদ এক তৃণমূল নেতা। ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ওই তৃণমূল নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার এক প্রাথমিক শিক্ষিকাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পরেই বিষয়টি সামনে আসে। প্রতারণার অভিযোগে ধৃত শিক্ষিকার নাম আকতারি খাতুন। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর থানার জুগিবাড়ি গ্রামে। সোমবার তাঁকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলে ইটাহার থানার পুলিশ।

অভিযোগ, ওই শিক্ষিকা ও তাঁর স্বামী মিশবাহুল জাহান চাকরি দেওয়ার নামে হরিরামপুর ও ইটাহার সহ আরও বহু চাকরি প্রার্থীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছেন। সংগৃহীত অর্থ কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে। গত ৩ ডিসেম্বর ইটাহার থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন ইটাহারের মারনাই অঞ্চলের বাঙারদিঘর বাসিন্দা মহিদুর রহমান। মহিদুর ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য ও মারনাই অঞ্চলের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা। অভিযোগে মহিদুর জানান, 'তাঁর ছোট ছেলের প্রাথমিকে চাকরি

গ্রেপ্তার শিক্ষিকা

পাইয়ে দেবে বলে তাঁর আত্মীয় আকতারি খাতুন ও তাঁর স্বামী ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে। আত্মীয়তার কারণে বিশ্বাস ও ভরসা রেখে কয়েক ধাপে তাঁদেরকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়েও দিই। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এই টাকা লেনদেন হয়। কিন্তু তারপর কথামতো চাকরি না মেলায় টাকা ফেরত চাই। গ্রাম্য সালিশিতে ৫০ হাজার টাকা ফেরত দিলেও বাকি সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা ফেরত দেননি।'

প্রতারণার ঘটনায় অভিযুক্ত আকতারি খাতুন হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই তিনি বাড়িছাড়া হয়ে যান। অভিযুক্ত তাঁর স্বামীও ফেরার হয়ে যায়। গোকর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মঞ্জুর আলম জানান, 'আকতারি খাতুন মাসখানেকের বেশি সময় ধরে স্কুলেও যেতেন না। সিএল ও মেডিককেল লিভ নিয়ে স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি।'

এদিকে এতদিন আকতারি ও তাঁর স্বামীকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল ইটাহার থানার পুলিশ। অভিযোগের প্রায় দেড় মাস পর গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে, বংশীহারী থানার পাঞ্জারিপাড়া গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন আকতারি। খবর পাওয়া মাত্র রবিবার বিকেলে বংশীহারীর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে অভিযান চালায় ইটাহার থানার পুলিশ। দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও তাঁর স্বামী এখনও অধরা।

৯ বাংলাদেশিকে কারাদণ্ড

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করা ন'জনের বাংলাদেশি এক দালালচক্রকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল কোচবিহার আদালত। গত ১৩ সেপ্টেম্বর নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন থেকে রেল পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের কাছ থেকে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার ঠিকানার জাল আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড পাওয়া যায়। তদন্তে দেখা যায়, তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের বাসিন্দা। মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। সোমবার তাদের কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেকের ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। মামলার সরকারি তরফের আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'অভিযুক্ত বাংলাদেশিরা এর আগেও অবৈধভাবে ভারতে এসেছিল। ওই

দালালচক্রটি বাকিদের কেরলে নিয়ে যাওয়ার কাজ করত। ওরা আদালতে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে।'

রেল পুলিশ ও আদালত সূত্রে খবর, গত জুনে আব্দুল করিম, সঞ্জীব মণ্ডল, জুয়েল মণ্ডল, সাহিন আলম, মহম্মদ আলি, কামরুল ইসলাম, আব্বাস শেখ, সুমন হোসেন ও রুকান মণ্ডল নামে ন'জন ওই বাংলাদেশি ভারতে ঢোকে। মেঘালয় দিয়ে ভারতে ঢোকার পর প্রায় তিন মাস তারা অসমের মানকাচরে ঘাঁটি গেড়ে ছিল। ধৃতরা জানিয়েছে, তারা কেরলে শ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছিল। এর আগেও ওই দালালচক্র বাংলাদেশের বাসিন্দাদের এখানে নিয়ে আসে। ১৩ সেপ্টেম্বর ভোরে অসম থেকে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে আসার পর জিআরপিএফ প্রথমে তাদের আটক করে। ওই ব্যক্তিরা তাদের কাছে থাকা ভারতীয় ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড দেখায়। তদন্তে রেল পুলিশ দেখতে পায় সেগুলি জাল।

এক ফোনেই হারানো ছেলের খোঁজ

মন ভালো করা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ধূপগুড়ির তরুণের ফোনে আড়াই বছর পর ছেলেকে খুঁজে পেল কানপুরের পরিবার। ছেলের খোঁজ পেয়ে ফোনেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা ও দাদা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে। ধূপগুড়ি ভেমটিয়া এলাকার তরুণ লাবু এরশাদ তাঁর এক প্রতিবেশীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখতে পান এক তরুণ (মানসিক ভারসাম্যহীন) হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িতে বসে রয়েছেন। নিজের মতো করে নানা ধরনের বুলি আউড়ে চলেছেন। এতেই উৎসাহবশত লাবু এগিয়ে গিয়ে পুলিশের পাশে থাকা

পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন ধূপগুড়ির তরুণ লাবু এরশাদ। সোমবার।

ভিনরাজ্যের ওই তরুণকে হিন্দিতে বেশ কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করেন। ওই তরুণ নানা বুলি আওড়ানোর মাঝেই দশ সংখ্যার একটি মোবাইল নম্বরও বলে দেন। আর এতেই সব রহস্যের জট কেটে যায়। লাবু সাহস করে তরুণের দেওয়া মোবাইল নম্বরে ফোন করে বসেন। আর তাতেই ফোনের ওপার থেকে এক মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তাঁকে উদ্ধার হওয়া তরুণের নাম ও বিবরণ দেওয়া হয়। আর তাতেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যায়। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তরুণের কথা বলিয়ে দেন লাবু। তখনই ধূপগুড়ির তরুণের সঙ্গে কথা বলার মুহূর্তে কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই পরিবার। লাবু বলেন, 'পরিবারের কথামতো প্রায় আড়াই বছর পর ছেলের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। তাঁদের মূল বাড়ি কানপুরে। ছেলের খোঁজ পেয়ে সেখান থেকে ইতিমধ্যে তাঁরা ধূপগুড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।'

এদিকে, ছেলে উদ্ধার হওয়ায় ধূপগুড়ির তরুণের ভূমিকাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন কানপুরের বাসিন্দারা। সোমবার সকালেও ওই পরিবার লাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। উদ্ধার হওয়া তরুণের পরিবার ভেবে উঠতে পারেননি এভাবে তাদের ছেলেকে ফিরে পাবেন। পরবর্তীতে ওই পরিবার লাবুকে ফোন করে ছেলেকে তাঁদের কাছে রেখে দিতে বলেন। কিন্তু লাবু ছেলেটির নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাননি। রাতেই হাসপাতাল ফাঁড়ির ইনচার্জ মিন্টুকুমার দাস ধূপগুড়ি থানায় বিষয়টি জানান। হাসপাতালে আসে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। লাবুর ফোন থেকে পুলিশ অফিসার এসআই ধরণী সরকার তরুণের পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। ছেলেটিকে নিরাপদে রাখতে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, তরুণের পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা এখানে এলেই তাদের হাতে ওই তরুণকে তুলে দেওয়া হবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে লাবুর বন্ধু প্রিয়কান্ত ঘোষ হাসপাতালে ছিলেন। প্রিয়কান্তের কথায়, 'লাবু অত্যন্ত ভালো কাজ করেছেন। একটা পরিবার হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পাচ্ছে।'

ট্রেকিংয়ের নতুন রুট

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ইয়েলবংয়ে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্টিভাল রবিবারই শেষ হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিস্ট অর্ণব মণ্ডল বলেছেন, 'ইয়েলবংয়ে ট্রেকিংয়ের নতুন রুট খুঁজে পেয়েছি। এই রুট ডোভানে গিয়ে যুক্ত হবে।'

স্মরণে
জ্যোতীকা রাণী বনিক

আজ পৌষ সংক্রান্তি, এই দিনে (ইং ২০২৩) তুমি আমাদের মায়া ছেড়ে অমৃতধামে চলে গিয়েছ, তুমি তো আমাদেরই হৃদয়জুড়ে, তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম রইল। বনিক পরিবার, রবীন্দ্রনগর, শিলি। (C/113381)

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby Invited vide Tender Reference e-NIT- No. DHUPGURI/EO/NIT-005/2024-25 & DHUPGURI/EO/NIT-006/2024-25 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

visit www.wbetendres.gov.in & www.wbprd.nic.in and Office Notice Board for further details.

Executive Officer
Dhupguri Panchayat Samiti

Office of the Principal
Maharaja Jitendra Narayan
Medical College & Hospital

'EOI for Mess Services for Girls Hostel of MJNMCH'

Expression of Interest (EOI) is invited for Mess Services for Girls Hostel of MJNMCH (College side) vide Memo No. : MJNMC/Prin/78/2025, Dated : 13/01/2025. Details may be available from the following sites : www.wbhealth.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.mjnmch.ac.in

Sd/-
MJNMCH
Coochbehar

GUEST LECTURER & DRW STAFF REQUIRED

Applications are invited from eligible candidates for a) Guest Lecturer as per NCTE norms on purely constructional basis @ Rs. 400/- per class for the subjects: English-01, Mathematics-01, Social Science-01, Education-01 and b) one Graduate DRW staff as Hostel Warden (Female) knowledge of basic hostel management skill is preferable and one DRW Sweeper, honorarium as per DRW staff of Govt of WB. Application with all credentials should be reached at DIET, Jalpaiguri, PO- Prasannanagar, Belakoba- 733135 before 31.01.2025 4.00 A.M.

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে রেস্টুরেন্টের কাজের জন্য অভিজ্ঞ ওয়েটার এবং হেল্পার চাই, মিনিমাম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। 8670615744. (C/114460)

•

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে, বেতন ১২,০০০+(PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M:- 8293719888. (C/114343)

আচার্য আবশ্যক

বিজ্ঞান (ভৌতবিজ্ঞান - গণিত) ও কলা বিভাগের (ইতিহাস - ভূগোল) জন্য আচার্য আবশ্যক। যোগ্যতা : BSc, B.A, B.Ed/D.El.Ed; সংগীত - অঙ্কন - নৃত্য - বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র সহ আগামী ৭ দিনের মধ্যে বিদ্যালয়ে জমা করতে হবে। প্রতি, সম্পাদক মহাশয়, সারদা শিশুতীর্থ-সেবক রোড (মাধ্যমিক)। দুই মাইল, শিলিগুড়ি, যোগাযোগ : ৯৮৩২০-২৪০০৯। (C/114342)

Tender Notice

টেন্ডার নোটিশের জন্য www.ubkv.ac.in দেখুন।

Sd/-
In-Charge RRS
(OAZ), UBKV

Notice inviting e-tender

Online applications for e-tender (eNIT-06/24-25) is invited by U/S from the bidders through www.wbtenders.gov.in. Last date of document download and bid submission is 22/01/2025 at 11.00hrs. Date of Technical Bid openning is 24/01/2025 at 12.00hrs at the office of the U/S. Other details may be seen in the office dring office hours of all working days & in website of www.ddinjpur.nic.in.

Sd/-
Prodhan
No.2 Panjul Gram Panchayat
Hili, Dakshin Dinajpur

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001
Notice Inviting BID No. 21 of 2024-25 of
Siliguri Mahakuma Parishad

Sealed bids for lease/rent of '02 Stalls situated at ground floor of Naxalbari Market Complex, Panighata More, Naxalbari' are hereby invited by the Siliguri Mahakuma Parishad from the intending bonafide bidders.

Start date of submission of bid : **13.01.2025**
Last date of submission of bid : **21.01.2025**

All other details will be available in SMP Notice Board & in the website, namely - **www.smp.org.in** for further details.

Sd/-
DE
SMP

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজের চেষ্টায় নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করতে পারেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **বৃষ :** ব্যক্তিগত কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। **মিথুন :** একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। নতুন বন্ধুকে পেয়ে খুশি হবেন। **কর্কট :** পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **সিংহ :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমস্যায়। **কন্যা :** আপনার সরল ও উদাসীন চরিত্রের কারণে আজ কেউ ঠকাতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। **তুলা :** অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। দূরের কোনও প্রিয় মানুষের জন্যে দুশ্চিন্তা। **বৃশ্চিক :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। সাংসারিক ঝামেলার অবসান। **ধনু :** বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা। অফিসের কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বাইরে যেতে হতে পারে। **মকর :** পথে চলতে সতর্ক থাকুন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। **কুম্ভ :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে শান্তি লাভ। চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। **মীন :** সামান্য কারণে সংসারে অশান্তি। আজ নতুন কোনও কাজের বরাত পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ পৌষ, ১৪৩১, ভাঃ ২৪ পৌষ, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৯ পুহ, সংবৎ ১ মাঘ বদি, ১৩ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৮। মঙ্গলবার, প্রতিপদ রাত্রি ৩।৪২। পুনর্বসুনক্ষত্র দিবা ১০।৫৫ বিষ্কুম্ভযোগ শেষরাত্রি ৪।৭। বালবকরণ দিবা ৩।৫২ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৩।৪২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১০।৫৫ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১০।৫৫ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ৩।৪২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৩।৪২ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৭।৪৬ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ১।৭ গতে ২।২৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৮ গতে ৮।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। মকর সংক্রান্তি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।২৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সীমান্তে পাচারচক্রেও এবার সিভিক-যোগ

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : অসম-বাংলা সীমানার কুমারগ্রামের বারবিশা ও সংলগ্ন এলাকায় পাচারের কাজে এজেন্টের কাজ করছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের একাংশ। এমনই অভিযোগ উঠছে। ইতিমধ্যেই লালস্কুল এলাকার অনুপ রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে। সূত্রের খবর, পাচারের কাজে শুধুমাত্র সিভিক ভলান্টিয়াররাই নয়, এই কাজে লাগানো হচ্ছে ভিলেজ পুলিশকেও।

পাচারের কাজে জড়িয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই একাংশ ভিলেজ পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। বারবিশার দমকলকেন্দ্র এলাকার এক সিভিক ভলান্টিয়ার যেমন প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি করছেন, অন্যদিকে বারবিশা সংলগ্ন জোড়াইয়ের এক ভিলেজ পুলিশ অষ্টমীঘাট এলাকায় বিরাট ফার্মহাউস তৈরি করছেন। বারবিশা এলাকার সাধারণ মানুষের এখন একটাই চর্চার বিষয় কেবলমাত্র সিভিক ভলান্টিয়ার কিংবা ভিলেজ পুলিশের কাজ করে এত দ্রুত কীভাবে এত সম্পত্তির মালিক হচ্ছেন ওঁরা।

রক্ষকই ভক্ষক

- অসম-বাংলা সীমানা এলাকায় গোরু, মোষ, আলু অবাধে পাচার
- পাচারে পুলিশের এজেন্ট সিভিক ভলান্টিয়ারদের একাংশ
- কাজে লাগানো হচ্ছে ভিলেজ পুলিশকেও
- একাংশ ভিলেজ পুলিশ ও সিভিকের আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে

বারবিশা ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ সুব্রত সরকার বলেন, 'অনুপ রায় আমি আসার আগেই সাসপেন্ড হয়েছে। তাই ওঁর সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

সিভিক ভলান্টিয়ার কিংবা ভিলেজ পুলিশের একাংশ বারবিশার অসম-বাংলা সীমানা এলাকায় গোরু, মোষ, আলু সহ অন্যান্য পাচারের কাজে যুক্ত বলে অভিযোগ। নীচুতলার একশ্রেণির পুলিশের মদতেই ওই সিভিক ভলান্টিয়াররা এজেন্টের কাজ করছে বলে অভিযোগ। বারবিশা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কার্তিক সাহা বলেন, 'পুলিশের উচিত ওই সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশের ওপর নজর রাখা। একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে সাসপেন্ডও করেছে। আমাদের প্রশ্ন কিছু সিভিক ভলান্টিয়াররা এই কাজ করে আচমকাই কীভাবে এত সম্পত্তির মালিক হয়? পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উচিত সিভিক ভলান্টিয়ার ও ভিলেজ পুলিশের গলায় লাগাম পরানো।'

সূত্রের খবর অসম-বাংলা সীমানায় পাচার ও চোরাচালান রুখতে কয়েকজন পুলিশের সঙ্গে সিভিক ভলান্টিয়াররাও পাহারায় থাকেন। সেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের একাংশের মদতে সীমানায় দালালচক্রের হাত ধরে অবাধে পাচারের কাজ চলছে। পাশাপাশি ভিনরাজ্যের গাড়িগুলো থেকেও গাড়ির কাগজপত্র দেখার নামে চাপ দিয়ে গাড়িচালকদের থেকে মোটা টাকা তোলার অভিযোগও রয়েছে। কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন ঠিক না হলে এদের দৌরাত্ম্য রোখা কঠিন।'

উত্তরের শিকড়

পেটকাটিতে অনেক প্রাচীন কথা

সাড়ে চার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি কষ্টিপাথরের মূর্তি। অদ্ভুত দর্শন এই দেবীর পেটকাটা। কাটা পেটে একটি কেন্নো বিছে। দেবীর চার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম। সকলের কাছে এর পরিচিতি পেটকাটি নামে। এর মাহাত্ম্য এমনই যে বহুদূর থেকেও মানুষ নিয়মিত এখানে আসেন এই প্রতিমা দর্শনে। দেবী এখানে কালীরূপে পূজিতা হন। এমনকি এই দেবীর নামেই সরকারিভাবে এলাকার নামকরণ হয়েছে পেটকাটি। ভোটার তালিকাতেও প্রাধান্য পেয়েছে এই নাম।

বহু বছর আগে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গিয়েছিল এই কষ্টিপাথরের মূর্তিটি। তারপর থেকেই শুরু হয় পুজোপাঠ, মানুষের আনাগোনা। বর্তমানে ময়নাগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এই পেটকাটি মন্দির। নিত্যদেবীর পুজো হয়। মন্দির পরিচালনার জন্য আলাদা একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কষ্টিপাথরের এই মূর্তি নিয়ে আগ্রহ রয়েছে বাইরের পর্যটকদের মধ্যেও।

যে জমিতে এই মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল সেখানকার মালিকরা পরবর্তীতে মন্দির কমিটিকে জমি দান করেছেন। প্রতি বছর ধুমধাম করে সেখানে কালীপুজো হয়, দু'দিনের মেলা বসে। হরেকরকম দোকানপাট বসে মেলাতে। এই মন্দির নিয়ে এখানকার মানুষের মধ্যে একটা আলাদা আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের নিজেদের উদ্যোগেই এখানে টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর নির্মাণ হয়েছে। সেখানেই স্থাপন করা হয়েছে দেবীমূর্তি। এক একরের সামান্য কিছু বেশি জমি নিয়ে মন্দির এলাকা। স্থানীয়রা দাবি তুলেছেন, আর্থিক সহায়তা প্রদানের। মন্দিরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সহ উন্নয়নমূলক কাজের দাবিও জোরালো হচ্ছে। এছাড়া আলাদা একটি ভোগ রান্না করার ঘর নির্মাণ খুব জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মত স্থানীয়দের।

বাড়ি ফেরার পথে। সোমবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

অশান্ত সীমান্ত

বেড়া ভাঙার চেষ্টা পাচারকারীদের

হিলিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বালুরঘাটের বিধায়ক।

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক ও বিধান ঘোষ

কুমারগঞ্জ ও হিলি, ১৩ জানুয়ারি : রবিবার ভোরে দক্ষিণ দিনাজপুরের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বেড়া ভাঙার প্রচেষ্টা চালায় চোরাচালানকারীরা। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, চকবংশী, কয়তারা এবং দেবোক গ্রামের অপরিচিত কিছু অপরাধী এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তের অপরাধীরাও জড়িত ছিল।

সোমবার ভোর ৩:৪৫ মিনিট নাগাদ সীমান্ত নজরদারির সময় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা কাঁটাতারের বেড়ার একটি অংশ প্রায় দুই ফিট কাটা অবস্থায় দেখতে পান। এনডিএফ ও ফেজ-টু সীমান্তের মধ্যবর্তী অংশে এই ঘটনাটি ঘটে। সন্দেহ করা হচ্ছে, চক্রটির উদ্দেশ্য ছিল গবাদিপশু বা অন্য অবৈধ পণ্য বাংলাদেশে পাচার করা।

ঘটনাটি দেখামাত্রই বিএসএফ সদস্য এসিপি কমান্ডারকে বিষয়টি জানান। দ্রুত সেখানে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে চোরাচালানকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও, এলাকাটি সম্পূর্ণরূপে তল্লাশি করা হয়। বিএসএফ পরে কুমারগঞ্জ থানায় সন্দেহভাজন চারজনের নামে অভিযোগ দায়ের করে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা চকবংশী, কয়তারা ও দেবোক গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত চলছে। বিএসএফ জানিয়েছে, সীমান্তে চোরাচালান রুখতে ভবিষ্যতে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।

যা ঘটেছে

- নজরদারির সময় বিএসএফ জওয়ানরা কাঁটাতারের বেড়ার একটি অংশ প্রায় দুই ফিট কাটা অবস্থায় দেখতে পান
- এনডিএফ ও ফেজ-টু সীমান্তের মধ্যবর্তী অংশে এই ঘটনাটি ঘটে
- চক্রটির উদ্দেশ্য ছিল গবাদিপশু বা অন্য অবৈধ পণ্য বাংলাদেশে পাচার করা

এদিকে, হিলির ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। সোমবার দুপুরে হিলি থানার ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তের আগ্রা, বৈগ্রাম সীমান্ত পরিদর্শন করেন। নর্থ আগ্রা বিওপিতে বিএসএফের আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নেন বিধায়ক। রবিবার দুপুরে হিলি থানার পাঞ্জুল সীমান্ত এলাকায় পৌঁছান বিধায়ক। সেখান থেকে বৈগ্রাম এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তারপরেই নর্থ আগ্রা সীমান্তে মানুষের সঙ্গে কথা বলে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানার চেষ্টা করেন। অশোক বলেন, 'সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করছে। পরিদর্শন করে মানুষের সঙ্গে কথা বললাম। বিএসএফ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বললাম। কাঁটাতারের ওপারের জমিতে কৃষিকাজের জন্য কৃষকদের সুবিধার্থে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছি। এই এলাকায় মানুষের সুবিধা জন্য রাস্তা নির্মাণের জন্য আবেদন করেছি।'

গুলি ছুড়ে দুষ্কৃতীদের রুখল বিএসএফ

গোপালপুর, ১৩ জানুয়ারি : সীমান্তে বেড়া কেটে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। বাধা দিলে বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলার চেষ্টা চালায় তারা। জবাবে বিএসএফ গুলি চালালে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। একদিকে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায়। তার মাঝেই সীমান্তে ফের সক্রিয় হয়েছে অনুপ্রবেশকারীরা। শনিবার আনুমানিক রাত ১১টা নাগাদ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বুড়াবুড়ি গ্রামে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান বাধা দিলে দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্তব্যরত জওয়ানের উপর। আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হন ওই জওয়ানরা। গুলির আওয়াজেই সেখান থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। তবে কেউ গুলিবিদ্ধ হয়েছে কি না সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেনি বিএসএফ। সীমান্তে অনুপ্রবেশের জন্যই দুষ্কৃতীরা এসেছিল বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

মাথাভাঙ্গা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিএসএফ জওয়ানের উপর আক্রমণের চেষ্টা করে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। সেই সময় সীমান্তে কর্তব্যে থাকা বিএসএফ জওয়ানরা ৬ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। গুলি চালানোতেই দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। দুষ্কৃতীদের ফেলে যাওয়া দুটো টুপি, দুটো দা, কাঁটাতার কাটার একটি কাটার ও একটা জুতো উদ্ধার করে বিএসএফ থানায় জমা দিয়েছে। এই ঘটনায় মাথাভাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিমেষ রায় বলেন, 'বিএসএফের অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।'

বুড়াবুড়ি গ্রামবাসীদের বক্তব্য, শীত পড়তেই ঘন কুয়াশার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দুষ্কৃতীরা সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে। গ্রামবাসী মানিক রায় ডাকুয়া বলেন, 'দুষ্কৃতীদের সতর্ক করলেও তারা পালটা জওয়ানদের উপর আক্রমণের চেষ্টা করে। তখন বিএসএফ গুলি চালায়।'

রবি-পার্থকে তোপ উদয়নের

দিনহাটা, ১৩ জানুয়ারি : বছর পেরোলেই বিধানসভা ভোট। তার আগে ঘর গোছাতে জেলাজুড়ে বিধানসভাভিত্তিক কর্মীসভার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। সোমবার দিনহাটায় সেই কর্মীসভার শুরুতেই ঘটে ছন্দপতন। দলকে মজবুত করার লক্ষ্য তো দূর, বিধানসভাভিত্তিক দলীয় সভায় মুখ্য আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে দলের গোষ্ঠীকোন্দল। জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে নাম না করে দলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় সহ খোকন মিয়াঁ, পরিমল বর্মনকে কার্যত তুলোধোনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

মা হল হস্টেলের নাবালিকা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৩ জানুয়ারি : অ্যাপেনডিক্সের তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে সোমবার ফালাকাটা হাসপাতালে এসেছিল এক নাবালিকা। কিন্তু পরীক্ষা করার পর চিকিৎসকদের সবার চক্ষু চড়কগাছ! জানা গেল, ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা। এমনকি এদিনই তার প্রসব করাতে হবে। তখন তড়িঘড়ি সব আয়োজন করা হল। অবশেষে এদিনই ওই নাবালিকা এক সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ওই নাবালিকা ফালাকাটা ব্লকের একটি সরকারি হস্টেলের আবাসিক। স্বভাবতই সেই সরকারি হস্টেলের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে

ফালাকাটা শহর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে আদিবাসীদের জন্য একটি হস্টেল আছে। ওই হস্টেলেরই আবাসিক ১৬ বছর বয়সি, নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী সোমবার সকালে পেটের ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে আসে। চিকিৎসকরা অবশ্য নাবালিকার প্রাথমিক চিকিৎসা করেই বুঝে যান যে সে অন্তঃসত্ত্বা। ফালাকাটা

হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'এদিন এক নাবালিকা সন্তানের মা হয়েছে। বাচ্চা ও মা দুজনেই সুস্থ আছে। তবে যেহেতু এটি নাবালিকার গর্ভধারণের বিষয়, তাই আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি। এমনকি পকসো ধারায় মামলা করার কথাও বলা হয়েছে।'

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি। যাবতীয় রিপোর্ট জেলা শাসককে জানানো হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' ওই নাবালিকা সেই হস্টেলে ক্লাস সেভেন থেকেই থাকছে। তার বাড়ি জেলার কুমারগ্রাম ব্লকে। এবার সে নবম শ্রেণিতে উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে হস্টেল কর্তৃপক্ষ কী বলছে? সেই হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন, 'মেয়েটি নিয়মিত হস্টেলে থাকত না। মাঝেমধ্যে এসে চলে যেত। গত ৮ তারিখ সে ফের হস্টেলে এসেছে। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেই সে স্কুলে আসে। কিন্তু রবিবার হঠাৎ তার পেটে মোচড় দিয়ে ব্যথা শুরু হয়। এর পরেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।'

শিয়ালদহ ডিভিসনে রোড আন্ডারব্রিজ নির্মাণের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

ব্রিজ নং. ১৫ সিসিআর (কিমি ৭/৫৮-৮/২)-এর স্টীল গার্ডার প্রতিস্থাপন করে আর সি সি বক্সের মাধ্যমে বালিঘাট-বালিহল্ট রোড আন্ডারব্রিজ নির্মাণ সম্পর্কিত কাজে, ১০০ ঘণ্টা (২৩.০১.২০২৫ তারিখ ০০:০০ ঘ: থেকে ২৭.০১.২০২৫ তারিখ ০৪:০০ ঘ: পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নলিখিতমতো নিয়ন্ত্রিত হবে:- ● **ইএমইউ বাতিল: ২৩.০১.২০২৫ (বৃহস্পতিবার), ২৪.০১.২০২৫ (শুক্রবার), ২৫.০১.২০২৫ (শনিবার) এবং ২৬.০১.২০২৫ (রবিবার): শিয়ালদহ-ডানকুনি: আপ** ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯, ৩২২২১, ৩২২২৩, ৩২২২৫, ৩২২২৭, ৩২২২৯, ৩২২৩১, ৩২২৩৩, ৩২২৩৫, ৩২২৩৭, ৩২২৩৯, ৩২২৪১, ৩২২৪৩, ৩২২৪৫, ৩২২৪৭, ৩২২৪৯, **ডাউন** ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২২১৮, ৩২২২০, ৩২২২২, ৩২২২৪, ৩২২২৬, ৩২২২৮, ৩২২৩০, ৩২২৩২, ৩২২৩৪, ৩২২৩৬, ৩২২৩৮, ৩২২৪০, ৩২২৪২, ৩২২৪৬, ৩২২৪৮, ৩২২৫০, ৩২২৫২। **শিয়ালদহ-বারুইপাড়া: আপ** ৩২৪১১, ৩২৪১৩, **ডাউন** ৩২৪১২, ৩২৪১৪। **শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত:** [illegible]

... হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করবে, **১৩১৪৮** বামনহাটি-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৫) শিয়ালদহের পরিবর্তে **হাওড়ায়** যাত্রা শেষ করবে। **২৬.০১.২০২৫ (রবিবার): ১৩১৪৭** শিয়ালদহ-বামনহাটি উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০১.২০২৫) শিয়ালদহের পরিবর্তে **হাওড়া** থেকে যাত্রা শুরু করবে, **২২২০২** পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৫) এবং **১৩১৪৮** বামনহাটি-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৫) শিয়ালদহের পরিবর্তে **হাওড়ায়** যাত্রা শেষ করবে। **২৭.০১.২০২৫ (সোমবার): ২২২০১** শিয়ালদহ-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০১.২০২৫) শিয়ালদহের পরিবর্তে **হাওড়া** থেকে যাত্রা শুরু করবে। **দ্রষ্টব্য: (১)** নিম্নলিখিত মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি পথ পরিবর্তনের দিনগুলিতে শিয়ালদহ ডিভিসনের **দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের** পরিবর্তে **বেলঘরিয়া স্টেশনে** থামবে: **আপ** ১৩১৭৫, ১৩১৭৩, ১৩১৫১ এবং ১৩১৪৯, **ডাউন** ১৫২৩৪, ১৩১৫০, ১৩১৫২, ১৩১৭৬ এবং ১৩১৭৪। **(২)** নিম্নলিখিত মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি পথ পরিবর্তনের দিনগুলিতে হাওড়া ডিভিসনের **কামারকুণ্ডু স্টেশনের** পরিবর্তে শিয়ালদহ ডিভিসনের **নৈহাটি স্টেশনে** থামবে: **আপ** ১৩১৪৯ এবং ১৩১৫১, **ডাউন** ১৩১৫০ এবং ১৩১৫২। এই সময়ে ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

শিলাবৃষ্টিতেই তুষারপাতের আনন্দ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : কয়েকদিন আগেও পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে 'আর কবে' প্রশ্ন। দিনের পর দিন যখন শ্বেতশুভ্র হয়ে উঠছে প্রতিবেশী সিকিম, তখন পড়শি দার্জিলিংয়ে এমন প্রশ্ন তো উঠবেই। তার মধ্যে দু'দুবার সম্ভাবনা তৈরি হলেও, তা ছিল নিষ্ফলা। ফলে হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল ক্রমশই। সোমবার দুপুরে ফের এমন সম্ভাবনা তৈরি হলেও, সেই আশা পূরণ হল না শহর দার্জিলিংয়ে। তবে মিহি শিলাবৃষ্টিকেই তুষারপাত ধরে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন পর্যটকরা।

তুষারপাতের খবর রটে যেতেই দুপুরে অনেক পর্যটকই ম্যাল ছেড়ে ভিড় জমান সেন্ট পল স্কুল লাগোয়া জলাপাহাড়ে। যদিও সান্দাকফুতে এদিনও তুষারকণা আছড়ে পড়েছে। সান্দাকফু, ফালুটে থাকা পর্যটকদের কাছে দিনটি ছিল ২৪ ঘণ্টা আগেই মকর সংক্রান্তির প্রাপ্তি। পাহাড়ের আবহাওয়ার আঁচ লেগেছে হিমালয় সংলগ্ন সমতলেও। বিকেল হতেই হঠাৎ রোদের তেজ উধাও হয়ে, বইতে শুরু করেছে শীতল বাতাস। আগামী ২৪ ঘণ্টা কিছুটা হলেও এমন পরিস্থিতি থাকবে, পূর্বাভাস দিচ্ছেন আবহবিদরা।

কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি। এরই মাঝে শিলাবৃষ্টি আছড়ে পড়ল ঘুমের পাশাপাশি জলাপাহাড়ে। সেই শিলাবৃষ্টি এতটাই মিহি দানার মতো ছিল যে, তাকেই তুষারপাত ধরে নিয়ে আত্মহারা হলেন পর্যটকদের একটা বড় অংশ। এদিনই দার্জিলিংয়ে এসেছেন রায়গঞ্জের মোহনবাটীর বাসিন্দা পেশায় শিক্ষিকা কৃতি মল্লিক। তিনি বলছেন, 'সেন্ট পল স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করতে এসেছিলাম। স্কুলে ঢোকার পরই জানতে পারি তুষারপাত শুরুর কথা। সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ভবন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসি। আকাশ থেকে দানা পড়তে থাকে অনবরত। অসাধারণ অভিজ্ঞতা।'

সকালেই কোচবিহার রোডের একটি হোটেলে উঠেছেন হাওড়ার সুদীপ্ত সেনগুপ্ত। তাঁর কথায়, 'জলাপাহাড়ে তুষারপাত হচ্ছে জানতে পেরে আর দেরি করিনি। চলে গিয়েছিলাম সেখানে। দেখলাম চারিদিক সাদা হয়ে রয়েছে।'

তবে এমন শিলাবৃষ্টি পাহাড়ে নতুন নয়। ফলে এদিনও পাহাড়িদের আক্ষেপ চোখে পড়েছে। কেননা ভারী তুষারপাত হয়েছে সিকিমের বেশ কয়েকটি এলাকায়। ভারী তুষারপাত হওয়ায় নাথু লা, বাবা মন্দির ও ছাঙ্গু লেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জুলুখ পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে থাম্বি ভিউপয়েন্ট। লাচেন ও লাচুং অবশ্য খোলা রয়েছে।

সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টি। সোমবার। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

পাহাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় তার হাওয়া সমতলের গায়েও লেগেছে। দিনভর কার্যত তপ্তই ছিল শিলিগুড়ির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলা শহরগুলি। ফলে মকর সংক্রান্তির আবহাওয়া নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু বিকেল হতেই পালটাতে শুরু করে পরিস্থিতি। বাড়তে থাকে মেঘের আনাগোনা। মালবাজার সহ ডুয়ার্সের বেশ কিছু এলাকায় বৃষ্টি হয়। ডামডিমে জাতীয় সড়কে ঝড়ে একাধিক গাছ ভেঙে পড়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। বিদ্যুৎ পরিসেবা বন্ধ ছিল প্রায় এক ঘণ্টা। পতন ঘটে তাপমাত্রার। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'মঙ্গলবারও দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পংয়েও। যার প্রভাবে তাপমাত্রার অনেকটাই পতন ঘটবে পাহাড়ের সঙ্গে সমতলের। কয়েকটি এলাকা কুয়াশাচ্ছন্নও থাকতে পারে।'

তথ্য সহায়তা : অভিষেক ঘোষ

নদীঘাট খুলে দেওয়ার দাবি

মজুত বোল্ডারে আর কতদিন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ফুলবাড়ি স্থলবন্দর হয়ে বাংলাদেশে ভারতীয় ট্রাক বোল্ডার নিয়ে যাতায়াত শুরু করলেও, বাণিজ্য কতদিন স্থায়ী হবে সেই নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বোল্ডার জোগানের পথগুলি একপ্রকার বন্ধ হয়ে থাকায় বিষয়টি ভাবাচ্ছে ব্যবসায়ীদের। আপাতত ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন ফাঁকা জমিতে বোল্ডার মজুত করা রয়েছে। তবে মজুত বোল্ডার নিয়মিত পাঠালে বড় জোর দু'সপ্তাহ ওপার বাংলায় বোল্ডার সরবরাহ করা যাবে বলে ব্যবসায়ীদের একাংশ জানাচ্ছেন। মজুত বোল্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার পর কীভাবে বাণিজ্য চালানো হবে তা নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিহানা ও তারাবাড়ির নদীঘাট খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

শিলিগুড়ি মহকুমার বালাসন নদীর তারাবাড়ি ও ত্রিহানা ঘাট থেকে একসময় বোল্ডার তুলে ফুলবাড়ি হয়ে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হত। কিন্তু সেই দুটি ঘাট বর্তমানে বন্ধ। এমন পরিস্থিতিতে ওদলাবাড়ি থেকে নিয়ে আসা বোল্ডারের ওপর ব্যবসায়ীদের ভরসা করতে হচ্ছে। কিন্তু গজলডোবা ব্যারেজের সেতু হয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ হওয়ার পর থেকে ডুয়ার্সের ট্রাকগুলি ময়নাগুড়ি হয়ে ঘুরে ফুলবাড়ি আসছে। এতে পরিবহণ খরচ বাড়ছে।

বিষয়টি নিয়ে ফুলবাড়ি এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জামির বাদশার বক্তব্য, 'ময়নাগুড়ি হয়ে অনেকটা পথ ঘুরে ডাম্পারে করে বোল্ডার নিয়ে আসায় খরচ বেড়ে যাচ্ছে। সেগুলি ওপার বাংলায় রপ্তানি করার পরও সেই তুলনায় লাভ থাকছে না। কিছু বোল্ডার মজুত রয়েছে। কিন্তু সেগুলি শেষ হওয়ার আগে ত্রিহানা ও তারাবাড়ির মতো নদীঘাট খুলে দিলে ভালো হয়। দুটি ঘাটে প্রচুর বোল্ডার জমে রয়েছে।' জামিরের সংযোজন, 'ত্রিহানা ও তাড়াবাড়ি থেকে প্রশাসন বোল্ডার তোলার ছাড়পত্র দিলে তুলনায় কম খরচে বাংলাদেশে সেগুলি রপ্তানি করতে পারব। এতে আরও অনেক বেশি ট্রাক চলতে পারবে। যা থেকে রাজ্য সরকারের কোষাগার ভরবে। পাশাপাশি অনেকের আয়ের পথ খুলে যাবে।'

একসময় ভারতের প্রায় পাঁচ হাজার ট্রাক বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে যেত। কিন্তু বোল্ডারের জোগানে সমস্যা, খরচ বেড়ে যাওয়া সহ বিভিন্ন কারণে ট্রাকের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। এক বছরের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর রবিবার থেকে ফের ভারতীয় ট্রাক চলতে শুরু করেছে। যার ফলে এদেশের ট্রাক মালিক, চালক মহলে খুশির হাওয়া রয়েছে। সোমবারও ৬৯টি ট্রাক বোল্ডার নিয়ে ওপার বাংলায় যায়।

ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মজিবুল রহমান বলেন, 'প্রশাসনের কাছে আর্জি নদীঘাটগুলি যাতে সরকারিভাবে খুলে দেওয়া হয়।'

কোথায় সমস্যা

- ফুলবাড়ি হয়ে বাংলাদেশে কতদিন বোল্ডার পাঠানো যাবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা
- ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকার মজুত বোল্ডার দু'সপ্তাহ সরবরাহ করা যাবে
- এই পরিস্থিতিতে ত্রিহানা ও তারাবাড়ির নদীঘাট খুলে দেওয়ার দাবি ব্যবসায়ীদের

ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে বোল্ডারবোঝাই ডাম্পার যাচ্ছে বাংলাদেশে।

সর্পিল পথ...

বাগ্রাকোট লুপ পুলের নতুন করে আর কোনও ছবি বা ভিডিও ভাইরাল হবে না। কারণ সিকিমগামী নির্মীয়মাণ নতুন জাতীয় সড়ক ৭১৭ এ-এর মুখ্য আকর্ষণ লুপ পুলের ওপর সমস্ত রকম যানবাহন দাঁড় করানো, ছবি তোলার ওপর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। ছবি : তপন দাস

ফুলবাড়ির ব্যাংকে চুরি নিয়ে ধোঁয়াশা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ভল্টে থরে থরে টাকা সাজানো। কিন্তু ভল্টে হাত দেয়নি দুষ্কৃতীরা। পরিবর্তে চোরেরা নিয়ে গেল কম্পিউটারের সামগ্রীর পাশাপাশি বেশ কিছু যন্ত্রাংশ। জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, এ কেমন চোর?

চোরের 'মোটিভ' নিয়ে অন্ধকারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তবে এমন ঘটনায় ব্যাংকটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। টাকা খোয়া না গেলেও ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশের নজরে ব্যাংকটি সব আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপরাধীদের খোঁজ চলছে।'

টাকার পরিবর্তে কেন চোরের নজরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, বুঝতে পারছেন না তেমন কেউই। জানা গিয়েছে, ফুলবাড়িতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের পাশে একটি দোতলা বাড়িতে রয়েছে দুটি ব্যাংক। ১০ বছর ধরে একতলায় রয়েছে একটি বেসরকারি ব্যাংক। প্রায় দেড় বছর আগে বাড়িটির দোতলায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা খোলা হয়। এখানেই দুষ্কৃতীরা ঢোকে। এই বাড়িটির পাশেই রয়েছে ভাস্কর ঘোষের বাড়ি। তাঁর মতে, 'বাড়িটির পেছনের দরজা দিয়ে উপরে উঠেছে চোরেরা। দোতলায় প্রবেশ করার সময় লোহার দরজার তালা ভাঙা হয়।' তদন্ত শুরু করে পুলিশ জানতে পেরেছে ব্যাংকটিতে কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। একতলার ব্যাংকটিতে অবশ্য নুর আলম নামের একজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। শুক্রবার রাতে ডিউটিতে থাকলেও দুষ্কৃতীদের কেন তিনি দেখতে পেলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সোমবারও কর্মস্থলে দাঁড়িয়ে নুর বলেন, 'ওই রাতে এটিএম কাজ করছিল না। তাই ভিতরের ঘরের দিকে ছিলাম। কিছুই টের পাইনি।' ব্যাংকের একটি সিসিটিভির ফুটেজ অনুসারে ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ। দুই দুষ্কৃতীর মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল।

যদিও শনি এবং রবিবার ব্যাংকটি বন্ধ থাকায় সোমবার ব্যাংক খোলার পর ঘটনাটি জানতে পারে কর্তৃপক্ষ। শাখা প্রবন্ধক বেদ প্রকাশ বলেন, '১০ তারিখ সন্ধ্যায় ব্যাংক বন্ধ হয়। এদিন সকালে লন্ডভন্ড অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।' ব্যাংক সূত্রে খবর, চারটি মনিটর, একটি ট্যাব এবং আটটি বায়োমেট্রিক মেশিন নিয়েছে দুই চোর। এদিকে, এমন ঘটনার জেরে এদিন বন্ধ ছিল গ্রাহক পরিষেবা। যার জন্য দুর্ভোগে পড়তে হয় প্রচুর গ্রাহককে। রাজগঞ্জের পাগলারহাটের নীলিমা রায় বলেন, 'টাকা তুলতে এসেছিলাম। ব্যাংকের গেট বন্ধ থাকায় ভিতরে ঢুকতে পারিনি।'

টাকা নয়, খোয়া গেল যন্ত্রাংশ

দায় চাপালেন নাগরিকের ওপর

পানীয় জল, আবর্জনা সহ একাধিক সমস্যার সমাধান করতে কতটা উদ্যোগী হয়েছেন পঞ্চায়েতের প্রধান। জনতার এসব সমস্যা নিয়ে প্রধানের সঙ্গে কথা বললেন খোকন সাহা

জনতার চার্জশিট

আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত

সঞ্জীব সিনহা
প্রধান, আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : বাগডোগরা থানা, হাসপাতাল এবং উড়ালপুলের নীচে আবর্জনা ডাম্পিং করা হচ্ছে। এতে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। আপনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : এই জায়গা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়, আবর্জনা যাতে না ফেলা হয় তার জন্য ফ্লেক্স লাগানো হয়েছিল। তার পরেও আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। সাধারণ নাগরিক সচেতন না হলে এসব বন্ধ করা কঠিন।

জনতা : এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কতদূর?

প্রধান : এর জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। বিএলআরও, জেলা শাসককে বলা হয়েছে। আশা করছি জায়গা পাওয়া যাবে। আপাতত এলাকার আবর্জনা ঘোষপুকুরের একটি প্রকল্পে পাঠানো হচ্ছে।

জনতা : আপার বাগডোগরার সব সংসদে পানীয় জলের সমস্যা, পরিস্রুত জল সরবরাহ না থাকায় অধিকাংশ মানুষ জল কিনে পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই সমস্যার সমাধান কবে হবে?

প্রধান : এই অভিযোগ ঠিক নয়। আমরা দুটি মৌজাকে সজল গ্রাম ঘোষণা করেছি। তাছাড়া এলাকায় পিএইচই কয়েকটি রিজার্ভার তৈরির কাজ শুরু করেছে। কাজ শেষ হলে এলাকায় জলের সংকট দূর হবে।

জনতা : এলাকার নিকাশিনালা সংস্কার করা হয় না কেন?

প্রধান : প্রতিমাসে দু'বার করে নিকাশিনালা সংস্কার করা হয়। নালা ও আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য বেশি অর্থব্যয় করা হয়। এর জন্য ৫ জন শ্রমিক রাখা হয়েছে।

জনতা : পঞ্চায়েত অফিসের চারপাশেই ড্রেনের জল রাস্তায় উপচে পড়ে। কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : বর্ষার সময় এমন হয়। তবে সব সময় এমনটা হয় না।

জনতা : বেশি বৃষ্টি হলে কয়েকটি পাড়ায় জল থইথই করে। আড়াই বছরে এই সমস্যা মেটাতে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : এশিয়ান হাইওয়ে-২ উঁচু করে তৈরি করার ফলে এলাকার জল সুষ্ঠুভাবে বের হতে পারে না। জমা জল বের করতে গেলে অনেক সময় নাগরিকরা সেই কাজ করতে দেন না। তাই একটা সমস্যা রয়ে গিয়েছে।

জনতা : এলাকায় অবাধে প্লাস্টিকের বিক্রি ও ব্যবহার চলছে। কোনও পদক্ষেপ করেছেন?

প্রধান : আগে কয়েকবার বিভিন্ন হাটে, দোকানে অভিযান চালানো হয়েছিল। মানুষ সচেতন হয় না।

জনতা : আপার বাগডোগরার পানিঘাটা রোডে ব্যবসায়ীরা দোকানের সামনে পণ্য রেখে রাস্তা দখল করে রাখছে। এতে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে, দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রধান হিসাবে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন?

প্রধান : এই রাস্তা পূর্ত দপ্তরের। পূর্ত দপ্তরকে বলা হয়েছে। এদের সরাতে গেলে অনেকভাবে বাধা আসতে পারে। এনিয়ে রাজনীতি হবে। বিষয়টি পুলিশের দেখা দরকার।

জনতা : নাগরিকদের কাছে জোর করে অতিরিক্ত কর আদায় করার অভিযোগ উঠেছে। কী বলবেন?

প্রধান : আমরা অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলনায় কর কম নিই। নাগরিকরা নিজেদের সম্পদের যে ভ্যালু বলেন, তার ওপর ভিত্তি করেই কর নেওয়া হয়।

একনজরে

আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত
ব্লক : নকশালবাড়ি
মোট সংসদ : ২১টি
জনসংখ্যা : ৩৯৫৩৮ জন
(২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে)
আয়তন : ১১.৫ বর্গকিলোমিটার

পোড়াঝাড়ে পথবাতি এখনও অধরা

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : এমনিতেই বারবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। এবার শাসকদল পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন খোদ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদয় শরৎ মণ্ডল।

পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, প্রধানের খামখেয়ালিতে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ আসেনি পোড়াঝাড় এলাকার রাস্তায়। শরতের অভিযোগ, 'বহুবার প্রধানের কাছে পোড়াঝাড়ে পথবাতির দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রধান শুনেও শোনেন না। পোড়াঝাড় এলাকাটিকে বঞ্চিত করে রেখেছেন প্রধান।'

শরৎ আরও জানান, বাধ্য হয়ে তিনি গত বছর ৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনের ভিত্তিতে শরৎকে পথবাতির জন্য খরচের একটি তালিকা প্রধান মারফত জমা করতে বলা হয়। তারপরেই শুরু হয় আসল সমস্যা।

এই বিষয়ে সুনীতাকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'পোড়াঝাড়ে পথবাতিগুলো অকেজো হয়ে আছে জানি। দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে অঞ্চল কার্যালয়ে কেউ আসছে না। পূর্ববর্তী পঞ্চায়েত প্রধানের সময়েও পথবাতি অকেজো ছিল। শুধুমাত্র আমাকেই কেন বলা হচ্ছে?' তবে বিষয়টি তিনি দেখবেন আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে তাঁর কথা থেকেই প্রশ্ন উঠছে, এতদিন তাহলে তিনি হাত গুটিয়ে বসে রইলেন কেন?

প্রধান যখন পূর্ববর্তী পঞ্চায়েত প্রধানের 'দোহাই' দিচ্ছেন, তখন পোড়াঝাড় এলাকার স্কুল পড়ুয়ারা অন্য অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছে। পড়ুয়াদের মধ্যে মানু রায়, বিকাশ মণ্ডল, পপি বিশ্বাসরা একসুরে জানাল, পথবাতি না থাকার কারণে বেশ কয়েকদিন আগে এলাকার এক ব্যক্তিকে সাপে ছোবল মারে। তাই সন্ধ্যার পর অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে ভয় হয় তাদের।

প্রধানের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ

শংকরের প্রচার নিয়ে বিতর্ক বিজেপিতে

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : শংকর ঘোষের প্রচার ফ্লেক্স নিয়ে পালটা সরব বিজেপির একটা অংশ। তবে প্রকাশ্যে নয়, সাংগঠনিক নেতৃত্বের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে চলছে কটাক্ষও। 'সহজ-সাধারণ-ব্যতিক্রমী', 'প্রতিবাদী ও আপসহীন', 'উত্তরের আওয়াজ' -এমন শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে শিলিগুড়ির বিধায়ককে তুলে ধরতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। যেখানে ছবিতে উজ্জ্বল উপস্থিতি শংকরের। কিন্তু দল না ব্যক্তি আগে, তা নিয়ে বিজেপির বিভিন্ন গ্রুপে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। চলছে সমালোচনাও। একজনের বক্তব্য, 'শংকর হয়তো পুরোপুরি বিজেপির ধাঁচে নিজেকে এখনও তৈরি করতে পারেননি।'

দলের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া এমন বিতর্ক থেকে অবশ্য নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। তিনি বলছেন, 'আমি ওই পোস্টার দেখিনি। তাই ওই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে পারব না।' যদিও দলীয় অন্দরের আলোচনা কানে গিয়েছে শংকরের। তাঁর বক্তব্য, 'যাঁরা ওই ফ্লেক্স লাগিয়েছেন, আর যাঁরা সে ব্যাপারে কথা বলছেন, তাঁরাই পুরো ব্যাপারটা বলতে পারবেন। আমার কাজ, মানুষের জন্য কাজ করা। আমি সেই কাজটাই শুধু করে চলেছি।'

শংকর বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর পদ্ম পতাকা তুলে নেওয়ার সূচনাতে যে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, তা অব্যাহত রয়েছে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের এক বছর আগেও। '২৬-এর ভোটকে পাখির চোখ করে প্রত্যেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। শংকরের সমর্থনে নতুন করে শহরে ফ্লেক্সের পাশাপাশি পোস্টার পড়ছে। কিন্তু শংকর কেন্দ্রিক ফ্লেক্স বিজেপি সুলভ নয় বলে দলেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিজেপির এক যুব নেতা শংকরের সিপিএম যোগ উল্লেখ করে একটি গ্রুপে লিখেছেন, 'শংকর দীর্ঘসময় ধরেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সমালোচনা করেছেন। এখন তাঁর কাছে মোদিও ছোট হয়ে গিয়েছে। মোদির ছবি মাত্র ২ ইঞ্চি। বাকি অংশজুড়েই শংকরের ছবি। ওই নেতাকে আবার সেই গ্রুপে অনেকে সমর্থনও জানিয়েছে।

> যাঁরা ওই ফ্লেক্স লাগিয়েছেন, আর যাঁরা সে ব্যাপারে কথা বলছেন, তাঁরাই পুরো ব্যাপারটা বলতে পারবেন। আমার কাজ, মানুষের জন্য কাজ করা। আমি সেই কাজটাই শুধু করে চলেছি।
>
> **-শংকর ঘোষ**
> *বিধায়ক, শিলিগুড়ি*

নারী সুরক্ষার দাবিতে মিছিল

খড়িবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি : বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ ও খড়িবাড়ি নারী সুরক্ষা সমিতির যৌথ উদ্যোগে সোমবার নারীদের সম্মান রক্ষার দাবিতে খড়িবাড়িতে একটি প্রতিবাদী পদযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি পালন করা হয়। সম্প্রতি খড়িবাড়ি প্রেতাজোতে এক দশম শ্রেণির ছাত্রী টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুই তরুণ তার শ্লীলতাহানি করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত করছে। আপাতত অভিযুক্ত মহম্মদ সামিম ও মহম্মদ সিদ্দিক জেল হেপাজতে রয়েছে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন দুপুরে খড়িবাড়ি বাজারে একটি প্রতিবাদ মিছিল করেন। পরে খড়িবাড়ি বাজারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সংগঠনের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল, খড়িবাড়ি নারী সুরক্ষা সমিতির আহ্বায়ক সুলতা সরকার। এই কর্মসূচিতে খড়িবাড়ির স্থানীয় বিজেপি নেতাদেরও শামিল হতে দেখা যায়।

দোতারায় সুর তুলে সাহায্যের আশ্বাস

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই সোমবার তড়িঘড়ি ফাঁসিদেওয়ার শক্তিনগরের বাদ্যযন্ত্রশিল্পী মতিলাল রায়ের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস। শিল্পীর ছিটেবেড়ার ঘরের দাওয়ায় বসে সুর তুললেন দোতারায়। দিলেন সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস। পাশাপাশি, শিল্পীর তৈরি বাদ্যযন্ত্র বিক্রির বন্দোবস্ত করবেন বলেও জানালেন।

ষাটোর্ধ্ব এই শিল্পীর দাওয়ায় বসে দোতারায় সুর তোলার পাশাপাশি শিল্পীর তৈরি খমক, একতারাও বাজিয়ে দেখলেন বিডিও। শুনলেন শিল্পীর সমস্যার কথা। কাওয়াখালি বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটে স্টলের বন্দোবস্ত করা যায় কি না, তাও দেখা হবে বলে মন্তব্য করেন বিডিও।

প্রবীণ এই শিল্পীর কথায়, 'বিডিও সাহেব এসে আমার কাজ দেখে গেলেন। বেশি করে দোতারা সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতে বলে গিয়েছেন। বাদ্যযন্ত্র বিক্রির ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। তাছাড়া সংবাদপত্রে খবর দেখে সোমবারই একজন আমার বাড়িতে দোতারা কিনতে এসেছিলেন। যন্ত্রগুলি বিক্রি হলে এই কাজে আগ্রহ আরও বাড়বে।'

রাজ্য সরকার কুটিরশিল্প এবং হস্তশিল্পের ওপর জোর দিয়েছে। শিল্পীদের সাম্মানিকের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু এসব থেকে অনেক দূরে থেকে গিয়েছিলেন ফাঁসিদেওয়ার শক্তিনগরের এই শিল্পী। সরকারি সাহায্য সম্মান কিংবা শিল্পী ভাতা কিছুই পাচ্ছিলেন না।

> সংবাদমাধ্যমে এই শিল্পীর বিষয়ে জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তাঁর কোনও চাওয়াপাওয়া রয়েছে কি না, সেকথা শুনলাম। আমাদের তরফে সাহায্য করার সবরকম চেষ্টা করা হবে। শিল্পী ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
>
> **-বিপ্লব বিশ্বাস**
> বিডিও, ফাঁসিদেওয়া

ষাঁড়ের হামলায় জখম সাত

নকশালবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি : পাগলা ষাঁড়ের গুতোয় জখম হলেন সাতজন ব্যবসায়ী। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি বাজারের চৌরঙ্গি মোড় এলাকায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ষাঁড়ের ভয়ে বেশ কিছুক্ষণ দোকানপাট বন্ধ রাখেন ব্যবসায়ীরা। শেষে খোঁয়াড় থেকে লোকজন এসে ষাঁড়টিকে ধরে নিয়ে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিন ষাঁড়ের হামলায় জখম হওয়া সকলকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'প্রথমে দমকল বিভাগকে বিষয়টি জানাই। কিন্তু দমকলকর্মীরা বাজারে এসে ঘুরে যান। এরপর টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের কর্মীদের ফোন করা হয়। তবে তাঁরা কোনওরকম সহযোগিতা করেননি। শেষে তোতারামজোতের খোঁয়াড়ের কর্মীদের নিয়ে এসে ষাঁড়টিকে ধরা হয়।' সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে কয়েকদিনের মধ্যে বাজারের ঘোরাফেরা করা সমস্ত গোরুকে খোঁয়াড়ে ঢোকানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রস্তুতি বৈঠক

ইসলামপুর, ১৩ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে। সোমবার দপ্তরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর ও ডালখোলার পুর চেয়ারম্যান, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার), ইসলামপুর থানার আইসি সহ ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

এনসিসির পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পসের (এনসিসি) 'এ' সার্টিফিকেট ২০২৪-'২৫-এর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়িতে। ১৬ বেঙ্গল বিএন এনসিসি-র তত্ত্বাবধানে ১২ জানুয়ারি এই পরীক্ষা হয়। প্রায় ৬০০ ক্যাডেট এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির ১৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাডেটরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। গত ১১ জানুয়ারি এসআইএম, শিলিগুড়িতে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যার আয়োজন করেছিল ডিপিএস, ফুলবাড়ি।

উদ্বোধন বাকি, শ্মশান চালু করলেন গ্রামবাসীরা

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জানুয়ারি : মৃতদেহ দাহ করে শ্মশানের উদ্বোধন, নাকি প্রশাসনিক উদাসীনতার প্রতিবাদ, ঘটনার পরেও চর্চা ফাঁসিদেওয়ায়। তৈরির ৪ বছর হতে চললেও, চালু হচ্ছিল না শ্মশানঘাট। আর সে কারণেই লচকা নদীর ধারে নির্মিত শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করে বড়পথু গ্রামের বাসিন্দারাই তার উদ্বোধন করলেন সম্প্রতি। কিন্তু অনেকেই বিষয়টিকে প্রতিবাদ হিসেবে দেখছেন। কেননা, গ্রামবাসীদের দাবি মেনে যে শ্মাশান তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগছিল না। বারবার দরবার করেও প্রশাসনকে উদ্যোগী করে তোলা যায়নি। যা নিয়ে ক্ষোভ ছিল গ্রামবাসীদের মধ্যে। গত শনিবার গ্রামেরই অরুণ মণ্ডলের (৪০) অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তাঁর মৃতদেহ পাকা চুল্লিতে দাহ করেন গ্রামবাসীরা।

দীর্ঘদিন ধরে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর বড়পথু জঙ্গলবস্তিতে পাকা চুল্লি তৈরির দাবি উঠেছিল। যাতে সাড়া দিয়ে প্রায় চার বছর আগে সেখানে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাকা শ্মশানঘাটটি তৈরি হয়। কিন্তু উদ্বোধন না হওয়ায় শ্মশানঘাটটি ব্যবহার করতে পারছিলেন না গ্রামবাসী। ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর মারা যান জয়চন্দ্র বর্মন (৪৫)। সেদিন গ্রামবাসীরা পাকা শ্মশানঘাটেই শব দাহ করার চেষ্টা করেন। তবে, কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে দাহ করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপর শ্মশানটি দ্রুত চালুর ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে। কিন্তু গ্রামে ১ মহিলা সহ আরও দুজনের মৃত্যু হলেও তাঁদেরকেও নদী পাড়ে অস্থায়ী বাঁশের মাচা তৈরি করে দাহ করতে হয়েছিল। তাই, গত শনিবার গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটি চালু করে দেন। স্থানীয় পবিত্র ঘোষের কথায়, 'সাধারণ মানুষের টাকাতেই প্রশাসন শ্মশানটি করেছে। অথচ, মানুষের মৃত্যুর পরও তা ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। ফলে গ্রামের মানুষ নিজেরাই শ্মশানটির উদ্বোধন করে দেন।' বিশ্বজিৎ ঘোষও একই সুরে বলেন, 'প্রশাসন শ্মশানঘাট চালু করার জন্য বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সব তৈরি থাকলেও, শুধু উদ্বোধন না হওয়ায় তা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না। তাই, গ্রামের সকলে মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' উদ্বোধন না হওয়া এবং গ্রামবাসীদের চালু করে দেওয়ার প্রসঙ্গে জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শম্পা দাস মিস্ত্রি বলছেন, 'একশো দিনের কাজের প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই প্রকল্পটির টাকা এখনও মেটানো সম্ভব হয়নি। তাই উদ্বোধন করা যাচ্ছিল না। গ্রামবাসীরা চালু করে দিলেও আমরা পদক্ষেপ করার কথা ভাবছি না।'

জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর বড়পথু জঙ্গলবস্তিতে তৈরি হওয়া নতুন চুল্লি। - সংবাদচিত্র

শিশুকে পিষল ট্রাক

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : মায়ের স্কুটারে চেপে অন্যত্র যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচ বছরের এক শিশুর। সোমবার বিকেলে ইস্টার্ন বাইপাসের আশিঘর সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে সেখানে যায় আশিঘর ট্রাফিক ও আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। পরে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মায়ের স্কুটারে দুর্ঘটনা

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন মায়ের সঙ্গে স্কুটারে চেপে যাচ্ছিল পাঁচ বছরের শিশুটি। আশিঘর মোড় থেকে বাণেশ্বর মোড়ের দিকে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটারটি রাস্তায় পড়ে যায়। মা ও সন্তান রাস্তায় ছিটকে পড়ে। সেই সময়ে একটি ট্রাক সামনে চলে আসে। ট্রাকটি শিশুকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। ঘটনাকে ঘিরে হইচই পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় আশিঘর ফাঁড়িতে। দুর্ঘটনাগ্রস্তদের নাম জানা যায়নি। তবে, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের বাড়ি শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জানুয়ারি : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত সাগর আলম চোপড়ার হাপতিয়াগছের বাসিন্দা। চলতি মাসের ৮ তারিখ চটহাটের এক অবিবাহিত মহিলা ওই তরুণের বিরুদ্ধে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। সোমবার অভিযুক্তকে চোপড়া থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে।

আয়াপ্পা মন্দিরে পুজো আজ

বাগডোগরা ও চোপড়া, ১৩ জানুয়ারি : বাগডোগরার এয়ারপোর্ট মোড়ে অবস্থিত ভগবান আয়াপ্পা মন্দিরে মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তিপুজো অনুষ্ঠিত হবে। মন্দির কমিটির সভাপতি বি মনোহরণ নায়ার বলেন, 'পুজো শুরু হবে সকাল সাড়ে ৫টায়। দক্ষিণ ভারতীয়রা ছাড়াও স্থানীয় বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন।'

অন্যদিকে, চোপড়ার নৈনিতাল কলোনি এলাকার স্থানীয় একাংশ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে ডোক নদীর ঘাটে পুণ্যস্নানের আয়োজন করেছেন। উদ্যোক্তারা জানান সোমবার সন্ধ্যায় কীর্তন-ভজনের বন্দোবস্তও করা হয়েছে।

কাউন্সেলিং

চোপড়া, ১৩ জানুয়ারি : স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আনিসুর রহমান জানান, 'স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ব্যস্ততা।। *পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে গঙ্গারামপুরে কেনাকাটা। ছবি তুলেছেন দীপক অধিকারী।*

বালি-পাথর তোলার অনুমতি দাবি

বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৩ জানুয়ারি : চম্পাসারির মহানন্দা নদীর ঘাট থেকে হয় বালি-পাথর তোলার অনুমতি দিতে হবে, না হলে লিজের ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবিতে সোমবার মাটিগাড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হল। গাড়ির মালিক, চালক, সহকারী, শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি, রং, কাঠ ও গ্রিলমিস্ত্রি সহ নির্মাণকাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত বহু মানুষ বিক্ষোভে শামিল হন। তাঁরা এদিন বিডিওর সঙ্গে দেখা করেন। বালি-পাথর তোলার অনুমতি চেয়ে লিখিতভাবে আবেদন জানান। বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, 'এই ব্লকের বালাসন এবং মহানন্দা নদীর কয়েকটি ঘাট লিজ দেওয়ার বিষয়ে নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি করা জারি হয়েছে। তবে লিজ এখনও দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, তাঁরা পুলিশ, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, বালাসন সহ বিভিন্ন নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। শুধু মহানন্দা নদী থেকে তা তুলতে দেওয়া হচ্ছে না।

রাজস্ব দিয়ে বালি-পাথর তুলতে চাওয়ার পরও কেন অনুমতি দেওয়া হবে না? এই প্রশ্ন তুলে সোমবার দুপুরে মহিলা ও পুরুষ মিলে প্রায় শ-দুয়েক মানুষ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান। কুমার বিশ্বকর্মা নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের কথায়, 'আমাদের পরিবারের রুটিরুজি নদীর ওপর নির্ভরশীল। অথচ মহানন্দা নদী থেকে বালি-পাথর তোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। আমরা বেসরকারি সংস্থা থেকে লোন নিয়েছি। লোন পরিশোধ করব কীভাবে? কীভাবেই বা পরিবার চালাব?'

সোনু সাইনি নামে আরেকজনের বক্তব্য, 'আমাদের বালি-পাথর তুলতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ দেখছি, রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়িতে সেসব বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন কেন আটকানো হচ্ছে না। অনুমতি না দেওয়া হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

প্রতিমা সিংহ নামে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক মহিলার কথায়, 'বলা হয়েছিল জানুয়ারি থেকে ঘাট খুলবে। জানুয়ারির অর্ধেক পেরিয়ে গেলও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। কাজ নেই। ফলে রোজগারও নেই। সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাতে পারছি না।' তাঁর কথায়, 'বালাসন থেকে বালি তোলা চলছে। তাহলে মহানন্দা থেকে তুলতে দেওয়া হচ্ছে না কেন।' তবে এবিষয়ে বিডিওর সাফাই, 'এশিয়ান হাইওয়ের কাজের জন্য বিশেষ অনুমতি নিয়ে কিছু জায়গায় বালি-পাথর তোলা চলছে।'

বালি-পাথর তোলার অনুমতি চেয়ে বিক্ষোভ। সোমবার।

নকল রড বিক্রিতে ধৃত

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : নামী কোম্পানির নাম ও লোগো ব্যবহার করে বাজারে লোহার রড বিক্রি হচ্ছিল। অনেকদিন ধরে উত্তরবঙ্গজুড়ে এই চক্র সক্রিয় ছিল। অবশেষে সোমবার ওই কোম্পানির আধিকারিকরা একটি ট্রাক ভর্তি লোহার রড উদ্ধার করেন। ট্রাকে থাকা রডগুলিতে নামী সংস্থার নাম ও লোগো জাল করে ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর সংস্থার কর্মকর্তারা ময়নাগুড়ি থানার পুলিশকে খবর দেন। ঘটনায় পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার ময়নাগুড়িতে লোহার রডবোঝাই ট্রাক ছাড়া আরেকটি গাড়ি আটক করা হয়েছে। ঘটনার সূত্র ধরে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান শুরু করেছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চক্র কীভাবে চালানো হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

> অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চক্র কীভাবে চালানো হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
>
> **-সুবল ঘোষ**
> *আইসি, ময়নাগুড়ি থানা*

এমনভাবে লোহার রডের মধ্যে সংস্থার নাম ও লোগো ব্যবহৃত হচ্ছিল যা সাধারণ ক্রেতার পক্ষে চেনা মুশকিল। কয়েকদিন আগে ওই রড প্রস্তুত সংস্থার কাছে এব্যাপারে খবর যায়। এরপর কলকাতা থেকে সংস্থার কর্মীরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেন। এদিন ময়নাগুড়ি শহর থেকে আমগুড়ির দিকে যাওয়ার পথে সংস্থার কর্মীরা রডবোঝাই একটি ট্রাকের সন্ধান পান। মালবোঝাই ট্রাকটির সামনে অন্য একটি গাড়িতে এক ব্যক্তি রডগুলি দোকানে সরবরাহের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। রড প্রস্তুতকারী সংস্থার এক কর্মকর্তার কথায়, 'আমাদের সংস্থার নাম ব্যবহার করে, নকল রড তৈরি করে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছিল। এরফলে সংস্থার কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। ক্রেতারা নকল সামগ্রী দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করছিলেন।' পাঁচ মেট্রিক টন আট এমএম লোহার রড উদ্ধার হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।

সক্রিয় সদস্য তালিকায় নাম নেই বিধায়কের

বিষ্ণুর বিরুদ্ধে 'পদক্ষেপ'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : কার্সিয়াংয়ের বিতর্কিত বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা ওরফে বিপি বজগায়েনের সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করল না বিজেপি। গত শনিবার সক্রিয় সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিলেন পাহাড়ের এই বিধায়ক। সোমবার দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সক্রিয় সদস্যদের প্রকাশিত তালিকায় কার্সিয়াংয়ের বিধায়কের নাম নেই। যা নিয়ে দলের অন্দরে হইচই পড়েছে। তাহলে কি বিজেপি এবার কার্সিয়াংয়ের বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটছে? বিষ্ণুপ্রসাদ সোমবার রাত পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সক্রিয় সদস্য হওয়ার জন্য সমস্ত মাপকাঠি পূরণ করেই আবেদন করেছি। কিন্তু আমার নাম তালিকায় উঠেছে কি না জানি না।' কোনও মন্তব্য করতে চাননি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল।

লোকসভা নির্বাচনে দলীয়া প্রার্থী রাজু বিস্টের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হতেই বিষ্ণুপ্রসাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছিল বিজেপিতে। সময়মতো পদক্ষেপ, বার্তা দিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কার্সিয়াংয়ের বিধায়কের নাম সক্রিয় সদস্য তালিকায় না থাকায়, সেই পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে গেরুয়া শিবিরে। '২১-এ বিজেপির টিকিটে কার্সিয়াং থেকে বিধায়ক হন বিষ্ণুপ্রসাদ। কিন্তু নানা ইস্যুতে কিছুদিন পর থেকেই তাঁর সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়ে যায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিস্টের। '১৯-এর লোকসভা ভোটের আগে বিস্ট গোর্খাল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দাবি করে তাঁর খোঁচা ছিল, 'সাংসদ ভোটের আগে গোর্খাল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দলও পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পাহাড়ের মানুষ সেই ভরসাতেই বিধানসভা ভোটে আমাদের বিপুলভাবে জয়ী করেছেন। কিন্তু তার পরেও বিজেপি এবং সাংসদ কোনও পদক্ষেপ করছেন না।' পাহাড়ে কেন্দ্রের শাসকদলের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়েও বারবার প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁকে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে, 'বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একরকম বলছে, রাজ্য নেতৃত্বে অন্য কথা বলছে। আর প্রতিশ্রুতিমতো এখানকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান কবে হবে তা জানতে চেয়ে পাহাড়ের মানুষ আমাদের চেপে ধরছেন।' দলীয় বিধায়কের এমন বক্তব্যে একাধিকবার অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে দলকে। চরম অস্বস্তিতে পড়তে হয় লোকসভা নির্বাচনের সময়। ভোটের কয়েক মাস আগে থেকেই বিষ্ণুপ্রসাদ পাহাড়ের ভূমিপুত্রকেই প্রার্থী করতে হবে বলে আওয়াজ তোলেন। রাজু বিস্টকে পুনরায় প্রার্থী করা হলে তিনি নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে হুমকি দেন। দল রাজুকে পুনরায় প্রার্থী করলে, কথামতো দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটের ময়দানে নেমে যান কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক। যদিও ভোটবাক্সে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেননি।

বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি, নেতা-নেত্রীকেই নতুন সদস্য করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারলেই জনপ্রতিনিধি বা নেতা-নেত্রীরা সক্রিয় সদস্য হিসাবে নিজের নাম তুলতে পারবেন, অভিযানের আগেই বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছিল। সময়মতো আবেদন না করায় সক্রিয় সদস্যের প্রথম তালিকায় অনেকের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রসাদের নামও ছিল না। শনিবার বিষ্ণুপ্রসাদ সক্রিয় সদস্যের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সোমবার প্রকাশিত দ্বিতীয় তালিকাতেও তাঁর নাম নেই।

সক্রিয় সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিলেন পাহাড়ের এই বিধায়ক।

দলে হইচই

- দলবিরোধী মন্তব্যে বারবার অস্বস্তিতে ফেলেছেন বিজেপিকে
- দলীয় নির্দেশ অমান্য করে লোকসভা নির্বাচনে বিস্টের বিরুদ্ধে প্রার্থী হন
- ভোটের বাক্সে যদিও কোনও প্রভাব ফেলতে পারেননি বিধায়ক
- বিষ্ণুপ্রসাদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ নয়, প্রশ্ন উঠেছিল পদ্ম শিবিরে

কাজ দেখতে স্কুলে বিডিও

ইসলামপুর, ১৩ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে মডেল স্কুল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক ইসলামপুর ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার মাটিকুন্ডা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেই কাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন। ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার কথা শোনা এবং মিড-ডে মিলের মানও যাচাই করেন তিনি। বিডিও বলেন, 'দ্রুত মডেল স্কুলের কাজ সম্পন্ন করতেই পরিদর্শন করা হচ্ছে।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু তরুণীর

চোপড়া, ১৩ জানুয়ারি : চোপড়া থানার কাটগাঁও এলাকায় হালিমা খাতুন (২০) নামে এক তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গয়না চুরি

চোপড়া, ১৩ জানুয়ারি : চোপড়া থানার ভৈষপিটা এলাকায় রবিবার রাতে জাহাঙ্গির আলম নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ওই ব্যবসায়ী একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন আলমারি থেকে কে বা কারা নগদ টাকা ও গয়না নিয়ে পালিয়েছে। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

মেয়রের নিজের পাড়ার রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে নির্মাণসামগ্রী। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে ছবিটি তুলেছেন তপন দাস।

সেপটিক ট্যাংকে গৃহবধূর দেহ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ জানুয়ারি : নাবালিকা গৃহবধূর দেহ পাওয়া গেল অর্ধনির্মিত সেপটিক ট্যাংকে। ঘটনাটি পঞ্জাবের জলন্ধর শহরের। পরিযায়ী শ্রমিক ওই নাবালিকার মৃত্যুতে স্বামী সহ দুইজন গ্রেপ্তার পঞ্জাব পুলিশের হাতে। ধৃতরা হল ফাইয়াজ আলি, নফজুল আলি ও রমজান আলি। মৃত নাবালিকার নাম জয়নাব খাতুন (১১)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরে।

ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার কোতোল গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন মাস আগে ওই গ্রামেরই তরুণ মহম্মদ ফাইয়াজ আলির সঙ্গে বিয়ে হয় নাবালিকার। এরপর দু'জন পরিবার সমেত কাজের সূত্রে পঞ্জাবের জলন্ধরে চলে যায়। সেখানে দুই পরিবারের লোকজন এবং স্বামী সহ নাবালিকা জলন্ধরে ভাঙরির কাজ করত।

মেয়েটির পরিবার সূত্র জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার ফুচকা খাওয়াবার নাম করে ফাইয়াজ তার স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে যায়। সঙ্গে ছিল ফাইয়াজের বন্ধু হরিশ্চন্দ্রপুরের বৈজনাথপুরের বাসিন্দা রমজান আলি। সে ওখানে শ্রমিকের কাজ করে। এরপর থেকে ওই নাবালিকার কোনও হদিস মেলেনি। নাবালিকার বাড়ির লোক স্থানীয় জলন্ধর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। গত শনিবার রাতে ওই নাবালিকার মৃতদেহ এলাকারই একটি পরিত্যক্ত বাড়ির অর্ধনির্মিত সেপটিক ট্যাংক থেকে উদ্ধার হয়। মেয়েটির বাড়ির লোকের অভিযোগ, তাদের বাড়ির মেয়েকে ফাইয়াজ এবং তার বন্ধু মিলে খুন করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণীর স্বামী এবং তার বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে পঞ্জাব পুলিশ। ইতিমধ্যে মেয়েটির দেহ ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

মেয়ের বাবা হান্নান আলি বলেন, 'তিন মাস আগে ছেলের বাড়ির অমত থাকা সত্ত্বেও আমি মেয়ের সঙ্গে ওই ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম। নগদ ছয় লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম পণ হিসাবে। আমার মেয়েটাকে মেরে দিবে ভাবতে পারছি না।'

নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। রবিবার রাতে ফুলবাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার নিজের ঘরে নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। তাঁদের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে সেখানে আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশও। নাবালিকাকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সোমবার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শংকরের প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : তাঁদের কেন ইকো সেনসিটিভ জোন নির্ধারণের বৈঠকের বাইরে রাখা হচ্ছে, প্রশ্ন তুললেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। পাশাপাশি মেয়র গৌতম দেব কি এই বৈঠকে পৌরোহিত্য করতে পারেন? সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। তথ্য জানার অধিকার আইনে বিষয় দুটি উল্লেখ করে শংকর স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসারকে চিঠি দিয়েছেন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে চিঠি পাঠানোর বিষয়টি জানিয়ে বিধায়ক বলেন, 'মহানন্দা অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোন নির্ধারণের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোনও বৈঠকে বিরোধীদের ডাকা হচ্ছে না। ফলে কী আলোচনা হচ্ছে, কারা কী প্রস্তাব দিচ্ছেন, সেসব নিয়ে আমরা অন্ধকারে রয়েছি।' তাঁর সংযোজন, 'যে দুটি বৈঠক হয়েছে, সেই সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছি। মেয়র এমন বৈঠক ডাকতে পারেন কিনা, সেটাও জানতে চেয়েছি। আশা করছি, সঠিক উত্তর দেওয়া হবে।'

শ্লীলতাহানি

চোপড়া, ১৩ জানুয়ারি : এক তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে রবিবার সন্ধ্যায় চোপড়ার কালাগছ এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

মেরামতের উদ্যোগ নেই বন দপ্তরের

জরাজীর্ণ ঘরে বসে জঙ্গলে নজরদারি

মহম্মদ হাসিম

খড়িবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি : জরাজীর্ণ ঘরে বসে চলছে বনে নজরদারি। ঝড়, বৃষ্টি, শীতে ওই ঘরে বসেই জঙ্গল পাহারা দেন টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের কর্মীরা। খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জের কাঁচাতলায় রয়েছে সেটি। টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের সীমানায় থাকা বন দপ্তরের ওই ঘর প্রায় ১৫ বছর বেহাল। কবে শেষবার মেরামত হয়েছিল, তা জানা নেই কারও। যদিও ফান্ড পেলে মেরামতের আশ্বাস দিয়েছেন কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চোরাকারবারে লাগাম টানতে নয়ের দশকে টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের উদ্যোগে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের চার পাশে শাল কাঠ দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়েছিল। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা এখন ভূতুড়ে ঘরে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ঘরের এমনই দশা যে সেখানে আশ্রয় নেওয়াই বনকর্মীদের কাছে ঝুঁকির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টিনের চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে। উধাও হয়েছে শাল কাঠের তক্তাও। পরিস্থিতি এমন যে, কোনও বনকর্মীই জরাজীর্ণ ঘরে বসে ডিউটি করতে সহজে রাজি হচ্ছেন না। আর ঘরে সবসময়ের জন্য কর্মী মোতায়েন করা যাচ্ছে না বলে বনাঞ্চলে কাঠ মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি জঙ্গল থেকে হাতিও ঢুকছে গ্রামে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুজন সিংহ বলেন, 'কাঠ চুরি রুখতে ও বন এবং বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা জোরদার করতে ব্যারাক তৈরি করেছিল বন বিভাগ। এখন চত্বর ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে। কারও দেখা মেলে না। কেউ বা কারা ঘরের কাঠের তক্তাও খুলে নিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি বন দপ্তরের দেখা উচিত।'

ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলছেন, 'সেখানে কর্মী মোতায়েন সহ একটি ইকো ট্যুরিজম স্পট খোলার ভাবনাচিন্তা রয়েছে। ঘর মেরামতের বিষয়টি আমরা বাজেটে ধরে রেখেছি। কিন্তু উপর মহল থেকে অনুমোদন মিলছে না। তাই ফান্ডের অভাবে আমরা মেরামত করতে পারছি না। কোনওমতে কাজ চালাচ্ছি।'

তাঁর সংযোজন, 'নতুন করে কোনও কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না। প্রধান রেঞ্জে পর্যাপ্ত কর্মী নেই। সেকারণে সবসময়ের জন্য ঘরে কর্মী দেওয়া যাচ্ছে না।' এর জেরে বনাঞ্চলের ওই সমস্ত এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা।

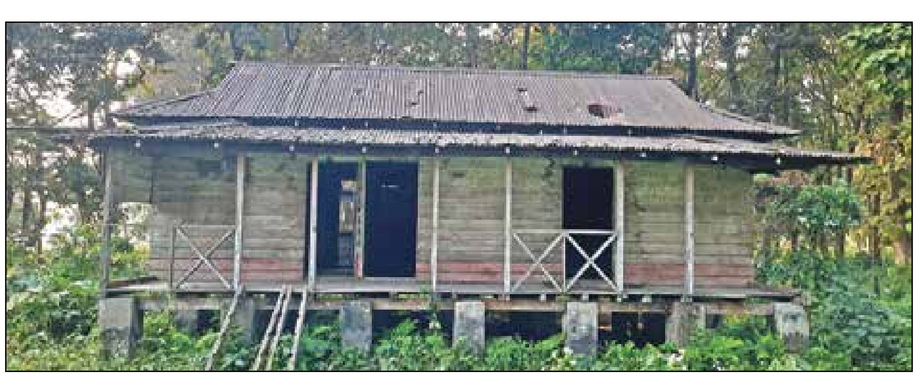

বুড়াগঞ্জের কাঁচাতলায় বন দপ্তরের ঘর যেন ভূতুড়ে বাড়ি।

> সেখানে কর্মী মোতায়েন সহ একটি ইকো ট্যুরিজম স্পট খোলার ভাবনাচিন্তা রয়েছে। ব্যারাক মেরামতের বিষয়টি আমরা বাজেটে ধরে রেখেছি। কিন্তু উপর মহল থেকে অনুমোদন মিলছে না।
>
> **-দেবেশ পান্ডে**
> *ডিএফও, কার্সিয়াং*

রক্ষাকালীপুজোর সুবর্ণ জয়ন্তী

খড়িবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি : খড়িবাড়ি ব্লকের বলাইঝোরার রক্ষাকালীপুজোর এবার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে শুরু হবে রক্ষাকালীর পুজো। ১৫ জানুয়ারি সারাদিন পুজো চলবে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ১৯৭৫ সালে প্রয়াত অশ্বিনীকুমার দে নামে এলাকার এক ব্যক্তি স্বপ্নাদেশে প্রথম ৩৫ হাত উচ্চতার রক্ষাকালীর প্রতিমা বানিয়ে পুজো শুরু করেন। পরে প্রতিমার উচ্চতা কমানো হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার পুণ্যার্থীরা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিহার ও নেপাল থেকে বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। পুজো উপলক্ষ্যে তিনদিন মেলা বসে। মন্দির পরিচালন কমিটির সম্পাদক অমল মণ্ডল জানান, পুজো উপলক্ষ্যে ১৪ জানুয়ারি দুপুরে কলসযাত্রা করা হবে। বিকেলে পুজোর উদ্বোধন ও দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হবে। ১৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি মেলা চলবে।

খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, সুষ্ঠুভাবে পুজো ও মেলা পরিচালনার জন্য প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। বলাইঝোরা এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে।

সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ি বাইপাসের পিডব্লিউডি রোড দিয়ে চলাচল করবে। বিহারের পণ্যবাহী ট্রাকগুলি খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রুট দিয়ে যাতায়াত করবে বলে ওসি জানান।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৯ পৌষ ১৪৩১

চ্যালেঞ্জের মুখে বিজেপি

২০২৫ বছরটি বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর দিল্লি ও বিহারে বিধানসভা ভোট। ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশের মোট ২৩টি রাজ্যে বিধানসভার ভোট হবে। ফলে অধিকাংশ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা বিজেপির কাছে এখন বড়সড়ো চ্যালেঞ্জ।

২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির আধিপত্য প্রমাণিত হয়েছিল লোকসভা ভোটগুলিতে। পরে কিছু রাজ্যে বিরোধিতার লক্ষণ প্রকট হয়। তবে পদ্মের শক্ত ঘাঁটি উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে বিরোধীরা এখনও ছাপ ফেলতে ব্যর্থ। কিন্তু কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ সহ বহু রাজ্যে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছে বিজেপি।

দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে বিজেপির জনপ্রিয়তা ক্রমে নিম্নমুখী হয়েছে। ক্রমবর্ধমান আর্থিক সমস্যা ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির প্রতি মোহভঙ্গই এর কারণ। ফলে বিজেপির কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারত্বের মোকাবিলা। ক্রমশ বেড়ে চলা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের ব্যর্থতা দেশবাসীর বিরক্তি বাড়াচ্ছে। বেকারত্ব বাড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি যুবসমাজের ক্ষোভ, হতাশা ক্রমবর্ধমান।

অন্যদিকে শহুরে সমৃদ্ধি ও গ্রামীণ দুর্দশার ব্যবধান আরও স্পষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে কৃষিতে বাড়তি বিনিয়োগ করেও স্বল্প আয়, মুদ্রাস্ফীতি, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির অপরিকল্পিত বাস্তবায়নে গ্রামীণ ভোটাররা বিরক্ত। অবিলম্বে এসব সমস্যার সমাধান না হলে বিজেপির ভোট হারানোর ঝুঁকি বাড়বে। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিধর্মবর্ণের সমীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিজেপি কয়েকটি রাজ্যে বিষয়টি চিহ্নিত করেছে। বিরোধী রাজ্যগুলিতে তারা ওবিসি ও নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রভাব বাড়াচ্ছে।

কিন্তু দলিত ভোট একত্রিত করার চেষ্টা এখনও অসম্পূর্ণ। জাতভিত্তিক সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান দূর অস্ত হয়ে আছে। পক্ষান্তরে একে পুঁজি করে আঞ্চলিক দলগুলি জনভিত্তি মজবুত করছে। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি, বিহারে আরজেডি'র জাতভিত্তিক প্রচার বিজেপির মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে। আঞ্চলিক বিরোধী দলগুলির কাছাকাছি আসাও বিজেপির কাছে আরেকটি চ্যালেঞ্জ।

যদিও বিজেপির মোকাবিলায় ২৬টি দলের 'ইন্ডিয়া' জোটে ইদানীং ফাটল ধরছে। তবে দলের অন্দরেও খানিকটা চ্যালেঞ্জের মুখে বিজেপি। দিন-দিন নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা কমছে। বিজেপি এখন আর তাঁকে সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারছে না। তিনি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'ভোট ক্যাচার' নন, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তা বুঝে গিয়েছে। তাঁর ভরসায় চারশো আসন দখলের ডাক দিয়ে বিজেপিকে ২৪০-এ থামতে হয়েছে। সেজন্য দলীয় আলোচনাগুলিতে উঠছে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন।

পার্টির একাংশে এই সুযোগে নানা স্বার্থের কারণে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিচ্ছে। নীতিন গড়করির কিছু মন্তব্য যেন তারই ইঙ্গিত। মোদি পরবর্তী নেতৃত্বের প্রশ্ন পার্টিকে অভ্যন্তরীণ বিরোধের মুখে ফেলতে পারে ভবিষ্যতে। হিন্দুত্বপন্থী অবস্থান ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচার বিজেপির দুই অস্ত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নীতি জনসমর্থনের ভিত একদিকে মজবুত করলেও সংখ্যালঘু মুসলিম, খ্রিস্টানদের থেকে দলকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

ধর্মীয় মেরুকরণ, থেকে থেকে সাম্প্রদায়িকতার জিগির, সামাজিক বিভাজনের নীতি, হিন্দু সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বিজেপির গুরুত্ব বাড়িয়েছে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জাতীয় ঐক্য সুনিশ্চিত করার নামে তাদের বিভিন্ন ভুল পদক্ষেপ সামাজিক অস্থিরতাও তৈরি করেছে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ ভোটাররা বিজেপির দিক থেকে ক্রমশ মুখ ঘোরাচ্ছেন।

২০২৫-এ ভারতের বিদেশনীতিও বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল ও উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে বিশ্বজুড়ে কূটনীতিতে সফল হয়েছেন বটে মোদি। কিন্তু গোটা বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে এ বছরে। বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও চিনের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক এখন অনিশ্চয়তায় ভরা। বিজেপিকে নিশ্চিত করতে হবে, তার সরকারের বিদেশনীতি অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার ভারসাম্য বজায় রাখতে কার্যকর থাকবে।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। চিৎপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসই চিত্ত বা জীব। এই কারণ- চিত্ত বা জীব ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি। প্রবাহরূপে সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী

পশু অত্যাচারে নেই কোনও মহত্ত্ব

প্রতি বছর ১৪ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত পশু কল্যাণ পক্ষ পালিত হয়। তবে পথের পশুদের বিড়ম্বনার শেষ কবে?

বিমল দেবনাথ

এখন কারও হয়তো আর মনে নেই কেরলের সেই গর্ভবতী হাতিটার কথা, যাকে আনারসের সঙ্গে বোমা খাইয়ে দিয়েছিল মানুষ। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা গিয়েছে সে। হয়তো সবাই ভুলে গিয়েছে ঝাড়গ্রামের সেই হাতিটাকে, যার পিঠে জ্বলন্ত লোহার শলাকা গেঁথে দিয়েছিল কেউ। তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মারা গিয়েছে সেও।

আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি পোড়া, জখম, পোকা লাগা কুকুর, গোরু ইত্যাদি পশুদের রাস্তায় দেখতে। পশুদের কথা মনে হলে এখনও মনে পড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মহেশ" গল্প। বুভুক্ষু, তৃষ্ণার্ত মানুষ কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে তার জীবন্ত চিত্র। সময় বদলালেও চিত্র বদলায়নি একটুকুও। স্বামীজির বাণী শোষণের ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে সবার বিবেক ছুঁতে পারেনি এখনও। জীবে প্রেম এখনও দেখা যায় না সর্বত্র। মানুষ এখনও রাস্তায় ছেড়ে দেয় অসুস্থ, বয়স্ক, দামি প্রজাতির অসহায় পালিত কুকুর। ঘুরে বেড়ায় দুধেল গাই, ধর্মের ষাঁড়।

রাস্তায় এইসব পশু কেন আসে মানুষ ভাবে না। হইচই শুরু হয় গুঁতো খেয়ে হাসপাতালে গেলে। আসলে লড়াইটা স্পেসের, রাস্তার। দমবন্ধ হওয়া ছোট-বড় শহরে পালিত পশুর সঙ্গে থাকে বন্যপ্রাণীও- যেমন সাপ, নেউল, ভাম ইত্যাদি। কখনও বনের হাতি, চিতাবাঘ, গাউর। বাঁচার জন্য লড়াইয়ে মানুষও পশু হয়ে ওঠে। যদিও এই লড়াই কাম্য নয় মোটেও। বাঁচার জন্য একটুকু 'স্পেস' পেলে বেঁচে যেত প্রাণীগুলো। এবারের পশু কল্যাণ পক্ষের প্রাক্কালে কথাগুলো মনে আসছে বারবার।

দেখলাম তোড়জোড় করে রাজপথের ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হল। পরের দিন সেই রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে মনে হল সমুদ্রতটের মতো মুক্ত বাতাস প্রাণ ছুঁয়ে গেল। ভাবলাম ভোটটা তাহলে জলে যায়নি। কিন্তু আজ ট্রাফিক পয়েন্টে যেতেই মনের ফুরফুরে ভাব ফুস হয়ে গেল। পুলিশের সামনেই আবার চার-পাঁচজন আনাজপাতি, দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে বসে পড়েছে। আবার দখলদারি শুরু। প্রথম অবস্থায় এই ছোট ছোট দখলদারি বন্ধ করে না দিলে অচল পাহাড়ের মতো বড় হয়ে উঠবে আবার। জড়িয়ে যাবে মানবতা ও জীবন জীবিকার প্রশ্ন। এভাবেই পশুর চারণভূমি, নদীর প্লাবনভূমি, ব্রিজের তলা ও নানা সরকারি জমি দখল হয়, সেখানে ঘরবাড়ি, স্কুল, রিসর্ট, পার্টি অফিস, ক্লাব ইত্যাদি গড়ে ওঠে। রাস্তায় হাতি, ষাঁড়, দুধেল গোরু ইত্যাদি চলে আসে। দমবন্ধ হয়ে আসা শহরের রাস্তা আর কত কী টানবে? ফলত মানুষ গুঁতো খায়, গোরুদেরও হাত-পা ভাঙে, পোকা লাগে, পচন ধরে গন্ধ ছড়ায়। মারা যায় অসহায় নিরীহ পশু। কখন মানুষও।

যে কোনও নবাগত মানুষ চারাগাছের মতো। রোপণের সময় চারা সঠিক জায়গায় সঠিক মাটিতে পোঁতা হলে গাছটা সমস্যার না হয়ে উপকারী হয়। নতুন মানুষের বসতি সঠিক জায়গায় বসালে শহর বাড়ত আয়তনে বা উচ্চতায়। নতুন বসতির মধ্যেও থাকে কায়েমি স্বার্থ এবং ভোট অঙ্ক। যাক সেকথা, ফিরে আসি পশুদের কথায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে পশু গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মে, কর্মে গোরুও। যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়তা কমলেও গুরুত্ব কমেনি একটুকুও। সনাতনীরা গোরুকে মাতা-পিতা ভাবেন। ঐশ্বরিক গো-দেবী কামধেনু দেবতাদের দুধ পান করান। দেবাদিদেব শিবের বাহন নন্দী কিন্তু ষাঁড়।

জন্মের পরে শিশুর প্রথম পেয় মায়ের দুধ হলেও যাপনে সুষম খাদ্য হল গাইয়ের দুধ। সনাতনীদের সঙ্গে অনেকেই গাইগোরুকে মাতা ভাবেন। অনেকে আবার ষাঁড়কে বলদ না করে নানা পুণ্য প্রাপ্তির জন্য ছেড়ে দেয়। সে বড় হয়ে ধর্মের ষাঁড় হয়ে ওঠে। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। রোড জ্যাম হয়, গুঁতো খাওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। শুধু ষাঁড় কেন সব দেবতার বাহনরা কোনও পশু বা পাখি। কিন্তু মানুষের চলার রাস্তায় সেইসব বাহন যেমন ষাঁড়, দুধেল গাই, সাপ, হাতি ইত্যাদি আসবে কেন?

জন্মের পরে শিশুর প্রথম পেয় মায়ের দুধ হলেও যাপনে সুষম খাদ্য হল গাইয়ের দুধ। সনাতনীদের সঙ্গে অনেকেই গোরুকে মাতা ভাবেন। অনেকে আবার ষাঁড়কে বলদ না করে পুণ্য প্রাপ্তির জন্য ছেড়ে দেয়। সে ধর্মের ষাঁড় হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। রোড জ্যাম হয়, গুঁতো খাওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। সব দেবতার বাহন পশু বা পাখি। কিন্তু রাস্তায় ষাঁড়, দুধেল গাই, সাপ, হাতি ইত্যাদি আসবে কেন?

শুধু রাস্তা নয়, বাজারেও আপনি নিশ্চিন্ত নন। কখন গুঁতো মারবে জানতে পারবেন না। আনাজ নিয়ে বাড়ি নয় হাসপাতালে পৌঁছে যাবেন। এক দোকানি অক্ষর অযোগ্য ভাষায় গালি দিয়ে বলছিল – ...বাচ্চা, দুধ খাবে অন্য কেউ আনাজ খাবে আমার। সত্যি তো। এখানেও প্রশাসনের প্রহসন। গাইটাকে আটকে রাখলেই তো সাপ সুড়সুড় করে গর্ত থেকে বের হয়ে আসবে। কিন্তু আটকে রাখবে কোথায়? শহর কেন, গ্রামেও এখন খোঁয়াড় দেখা দুষ্কর। গোড়ায় গলদ যে।

জমি জরিপের পুরোনো ম্যাপ দেখলে দেখা যায় যে প্রায় প্রত্যেক মৌজায় মোটা দাগে দুই ধরনের জমি চিহ্নিত করা ছিল। রায়তি ও সরকারি। সরকারি জমির মধ্যে আছে বন, রেল, রাস্তা, চারণভূমি, খোঁয়াড়, নদী, শ্মশান, কবর, পয়স্তি ইত্যাদি। মানুষ ডাল, রুটির মতো এগুলো প্রায় সব খেয়ে ফেলেছে। মানুষের কি সরকারি জমি হজম করার শক্তি আছে? উত্তর না। হজম শক্তি পায় প্রভাবশালীর কাছে। প্রভাবশালীর দৌলতেই যে চারাগাছ সুমিষ্ট ফলদায়ী বৃক্ষ হয়ে ওঠার কথা ছিল সে হয়ে ওঠে বিষবৃক্ষ। শহর আয়তনে বা উচ্চতায় বড় না হয়ে, বড় হয়ে ওঠে ঘাড়ের ওপরে। রাস্তাহীন, ছাদহীন হাতি, ষাঁড়, গাই ইত্যাদি চলে আসে সাধারণ মানুষের রাস্তায়। সব মানুষ পশুর কথা ভাবে না। যেভাবে পালিত পশুকে রাস্তায় ছেড়ে দেয় তাতে মনে হয় না দেশে প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমাল অ্যাক্ট ১৯৬০ বলে একটা আইন আছে। এমন অবস্থা চললে হয়তো দেবতারা একদিন আবাস ছেড়ে রাজপথে মিছিলে নামবেন তাঁদের বাহনের জন্য।

প্রতি বছর দেশে ১৪ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত পশু কল্যাণ পক্ষ পালন করা হয়। এবারও হবে। উদ্দেশ্য পশুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা এবং তাদের কল্যাণের জন্য জনমত গঠন করা। পশুদের কল্যাণে, কল্যাণ হবে রাজ্যের অর্ধেকের বেশি মানুষের। অর্ধেকের বেশি মানুষ যে এখনও নির্ভরশীল কৃষি ও পশুপালনে।

ভারতীয় উপমহাদেশে পশুদের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে সম্রাট অশোকের আমল থেকে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে পশুদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। বনের পশু প্রাণবায়ু ধরে রাখতে কাজ করে। পালিত পশু এখনও অনেক মানুষের পকেটের টাকার মতো। পশুকে সঠিক বাসস্থান ও চারণভূমির জোগান দেওয়া মানুষের দায়িত্ব। পশুদের ওপরে অত্যাচারে কোনও মহত্ত্ব নেই। তবুও নিপীড়ন ঘটে। পশু নির্যাতন বন্ধ হতে পারে মানুষ তার মনের ভিতরের পশুকে বলি দিতে সক্ষম হলে এবং পশুর চারণভূমি, খোঁয়াড় ও রাস্তাগুলো ফিরিয়ে দিলে।

একটা পর্যবেক্ষণে মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন- "the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animal are treated"। কিন্তু যেভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির বিতর্কের মধ্যে মদ বিক্রির রেকর্ড হচ্ছে, ভয় হয় মেধা না হারিয়ে যায় মাতালের কাছে। তাহলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। তাই সাধু সাবধান! এবারের পশু কল্যাণ পক্ষে বোল উঠুক- পশু কল্যাণে মনের পশুকে মার। এতে কল্যাণ হবে পশু, মানুষ দু'পক্ষের।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯২৬

সাহিত্যিক তথা মানবাধিকার কর্মী মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম এইদিনে।

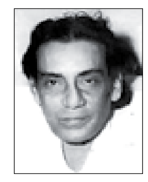

১৯২৯

বাঙালি গায়ক, সুরকার শ্যামল মিত্রের এইদিনে জন্ম।

আলোচিত

আজকের তারিখ পর্যন্ত বলতে পারি, ভারত ও বাংলাদেশের একে অপরের দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশে পালাবদলের দিন আমরা দুই সেনাপ্রধান নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছিলাম। দুই দেশের সেনার সহযোগিতা আগের মতোই আছে।

- উপেন্দ্র দ্বিবেদী

ভাইরাল/১

জয়পুরের পাবলিক বাসে কনডাক্টর স্টপের নাম ঘোষণা না করায় অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার আরএল মিনা নামতে পারেননি। পরের স্টপে নামতে বলে তাঁর কাছে অতিরিক্ত ১০ টাকা চান কনডাক্টর। যা নিয়ে তাঁকে মারা শুরু হয়। কনডাক্টর তাঁকে এলোপাতাড়ি ঘুসি, লাথি মারেন।

ভাইরাল/২

গুজরাটে এক ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে একদল মানুষ এক অফিসারের গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। অফিসারটি চুপ করে বসে রয়েছেন। গ্রামবাসী তাঁর দিকে টাকা ছুড়ে মারছেন।

জনমত

জেলা বইমেলায় স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকদের উপস্থিতি বেশি দরকার

জেলা স্তরের বইমেলায় প্রতি বছর লিটল ম্যাগাজিনের তরফে অভিযোগ শোনা যায় যে, মেলায় স্থানীয় লিটল ম্যাগাজিনের জন্য পর্যাপ্ত স্টল বা স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অভিযোগ যে ভুল নয় তা আবারও প্রমাণিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলায়।

জেলায় একাধিক ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার সংস্থা রয়েছে যারা প্রতি বছর নিয়ম করে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। একাধিক সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। জেলা বইমেলায় সেই সকল পত্রপত্রিকার সম্পাদক কিংবা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কবি-সাহিত্যিকদের দেখা গেল না। এত বড় বইমেলায় দশ বাই কুড়ি ফুটের একটি মাত্র স্টল, একটি মাত্র টেবিল দিয়ে জেলার ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকাকে যেভাবে রাখা হয়েছে তা একপ্রকার অবমাননা বলেই আমার মনে হয়েছে।

জেলার ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কবি-সাহিত্যিকদের বইমেলায় শামিল করা না হলে তাঁদের হতাশ হওয়ারই কথা। কী এমন খরচ হত যদি ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার জন্য আরও একটু বেশি জায়গা দিয়ে, একাধিক চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা করে জেলার কবি-সাহিত্যিকদের প্রকাশিত সাহিত্য পত্রপত্রিকা রাখার ব্যবস্থা থাকত?

স্থানীয় কবি-সাহিত্যিক ছাড়া বইমেলা নুন ছাড়া খিচুড়ির মতো। মানুষ আসবেন, খাবারদাবার খাবেন, গানবাজনা শুনবেন, বাড়ি চলে যাবেন। সাহিত্য আলোচনা হবে না, জেলার নতুন লেখকদের পরিচিতি হবে না, বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে আড্ডা হবে না, জেলার কবি-সাহিত্যিকরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হবেন না তো কীসের বইমেলা? এমনি এমনি মানুষ আসবেন আর বই কিনবেন তা তো হয় না। মানুষের মধ্যে বই কেনার প্রবণতা বাড়াতে হবে আর সেটা পারেন একমাত্র সাহিত্যচর্চার মানুষ, যাঁদের নানাভাবে বঞ্চিত রাখা হয়।

আমার অভিমত, বইমেলার স্বার্থে জেলা বইমেলায় স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের গুরুত্ব দিতে হবে, নইলে বইমেলা প্রাঙ্গণ আনন্দোৎসবের প্রাঙ্গণ হবে, বইমেলা হবে না।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

ট্রেন চালুর অপেক্ষায়

১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'উত্তরবঙ্গ ছুঁয়ে ছুটবে মদনমোহন এক্সপ্রেস' শীর্ষক খবরটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে। ট্রেনটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে কোনও ট্রেন বহরমপুর ও কৃষ্ণনগর হয়ে কলকাতা যাবে। শুধু তাই নয়, অসমের ধুবড়ির সঙ্গেও উত্তরবঙ্গ হয়ে ট্রেনটির সরাসরি যোগাযোগ হবে। অর্থাৎ নিম্ন অসম এবং উত্তরবঙ্গের জন্য এই ধরনের একটি ট্রেনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, বহরমপুর ও কৃষ্ণনগরের রেলযাত্রীদের এবং পর্যটকদের সরাসরি উত্তরবঙ্গে আসার এটি হবে প্রথম ট্রেন। ভবিষ্যতে এই ট্রেন চালুর অপেক্ষায় রয়েছে নিম্ন অসম, উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতার বাসিন্দারা।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অনুকরণে হারাচ্ছে বাঙালির সংস্কৃতি

ভুবন বাদ্যকরের 'কাঁচা বাদাম', রাজুদার 'রুমাল পরোটা' হয়ে উঠছে গণসংগীত। বুদবুদের মতো মিলিয়েও যাচ্ছে দ্রুত।

অজিত ঘোষ

প্রাবন্ধিক নীরদচন্দ্র চৌধুরী 'আত্মঘাতী বাঙালী' গ্রন্থ রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কোনও কিছু যদি সমাজের অধিকাংশ মানুষের পছন্দসই হয়, তা হলে তা নিয়ে যদি কেউ মৃদুতম আপত্তিও জ্ঞাপন করেন, সেই ব্যক্তির উপর তাঁরা হাড়ে হাড়ে চটে যান।''

আমরা নির্বাক দর্শক। পাছে কেউ চটে যায় সেই ভয়ে দাপট দেখিয়ে বলতে পারছি না, সম্প্রতি ইংরেজি নতুন বছরের সেলিব্রেশনে দেদার শব্দবাজির সংস্কৃতি আমাদের নয়। দুর্গাপুজো বা দীপাবলির আলোর স্নিগ্ধতা এই শব্দবাজিতে নেই।

কবির ভাষায়, আমি আর আপনি দুর্নীতি করলে যেমন দুর্নীতিটা দুর্নীতি বলে মনেই হবে না, তেমনই আমরা হয়ে উঠছি অন্য সংস্কৃতির মানুষ। স্পষ্ট হল নতুন বছর বরণে রঙিন পানীয় বিক্রির পরিমাণটা দেখে। 'বড়দিন' থেকে 'বর্ষবরণ'- এই সাতদিনে মদের বিক্রি হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার। পরিসংখ্যান বলছে, বছরে বিক্রি দু'হাজার কোটি টাকার অর্ধেক বিক্রি বর্ষবরণেই। পাল্লা দিয়ে বিকিয়েছে যৌনতার উপকরণও। নতুন বছরকে আমন্ত্রণ জানানোর সাজসজ্জায় অবাক হতে হয় বাঙালির সংস্কৃতিকে হত্যা করার উন্নাসিকতা দেখে। জন্মদিনে কাটা কেকের মাখামাখি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চটুল নাচ তো রুটিন ব্যাপার।

সংস্কৃতির মৃত্যু নেই। জন্ম আছে। এই জন্ম আদতে যুক্ত হওয়া। এক সংস্কৃতির মানুষজনের অন্য সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়া। এই আপন করে নিতে নিতে নিজের সংস্কৃতিই যেন মেঘে ঢাকা তারা। অনুজ্জ্বল। খুঁজে নিতে হয় পঁচিশে বৈশাখের মঞ্চ। অবহেলার ছবি প্রকাশিত হলে জানা যায় গতকাল কোন মনীষীর জন্মদিন বা প্রয়াণ দিবস ছিল। তালনবমীর নামই জানে না এই প্রজন্ম। বিজয়ার চিঠি, দশমীর প্রণাম এখন দূর অতীত।

সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃতি। সংস্কারের শিক্ষাটা আমরা পেয়ে থাকি পরিবার থেকে। সংস্কৃতি আসে সংস্কারের পথ ধরেই। সংস্কার আমাদের বিনীত করে। শ্রদ্ধা জাগায়। নিজেদের চিনতে শেখায়। সর্বজনগ্রাহ্যই আমাদের সংস্কৃতি।

নববর্ষকেই নতুন বছর জেনেছি। এই যে আমরা নিউ ইয়ার পেরোলাম ডিস্কো ডান্সের উচ্ছৃঙ্খলতায়, এই সংস্কৃতির অস্তিত্ব গত দশকেও শুধুমাত্র বাংলা ক্যালেন্ডারের পাতায় বড় হরফের বাংলা অক্ষরের নীচে ছোট অক্ষরে লেখা থাকত। ছোট্ট অক্ষর মানে কিন্তু অশ্রদ্ধা নয়। প্রয়োজনের হেরফেরে এমনটা হত।

কথায় আছে সংস্কৃতিগুণে মানুষ। আবার কথায় এও আছে, পরের বা অন্য জাতির সংস্কারকে আপন করে নাও। সেটা দোষের নয়। দোষের শুধু নিজের সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করা। বাংলা বা বাঙালির সংস্কৃতি কোণঠাসা। দক্ষিণী সিনেমা 'পুষ্পা' জ্বরে কাঁপতে থাকা রাজ্যে প্রেক্ষাগৃহের অভাবে ধুঁকছে সাম্প্রতিক বাংলা ছবি।

বিবেক জয়ন্তীতে তেমন হেলদোল দেখা গেল না। সামনেই নেতাজি জয়ন্তী। ক'জন খেয়াল রাখবে? রাখলেও হাতেগোনা। অথচ অণুকরণপ্রিয়তার ফলে ভুবন বাদ্যকরের, 'কাঁচা বাদাম', রাজুদার, 'রুমাল পরোটা' হয়ে উঠছে গণসংগীত। বুদবুদের মতো জলে মিলিয়েও যাচ্ছে। মাঝখানে থাকছে কলুষতা। এই কলুষতার কালি ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে। যা দূর করার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলছি। কারণ বাঙালির সংস্কৃতি স্নেহ চায়, মায়া চায়, মমতা চায়, সমাজ ও সুরক্ষা চায়।

পৃথিবীজুড়ে আত্মহননের খামতি নেই- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের আক্ষেপের পথ ধরেই হেঁটে চলেছি আমরা আমাদের সংস্কৃতি হারানোর পথ ধরে। যে কোনও সময় ট্রামের মতো নিরীহ যানও আমাদের পিষে ফেলতে পারে।

(লেখক গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। আক্রমণকারী ৩। ভৃত্য,পরিচারক ৫। আচরণ,স্বভাবচরিত্র ৬। পূর্ণ চাঁদ, জনৈক পির ৭। ঘরের চালের বা ছাদের কিনারা ৯। কড়াকড়ি, করতে হবে এমন কাজ ১২। প্রদীপ, প্রদীপের সলতে, তুলি ১৩। শাখের মধ্যে সেরা।

উপর-নীচ : ১। চালচলন, আকার ইঙ্গিত ২। আল্লাহর প্রেরিত দূত ৩। বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে আঞ্চলিক শাসনকর্তা ৪। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয় ৫। চড়া, গুপ্তদূত, গোয়েন্দা ৭। নারকেলের ছোবড়ার তৈরি দড়ি ৮। সচল ও অচল, সমগ্র পৃথিবী ৯। আপনজন,আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ১০। বাড়ি, বাস্তুভূমি, উদ্যান ১১। সৈন্যবাহিনী বালা, হাতের অলংকার, ওড়িশার একটি শহর।

সমাধান ■ ৪০৩৮

পাশাপাশি : ১। বল্মীক ৪। পিনাক ৫। শক ৭। ভয়াল ৮। কপর্দক ৯। শয়তান ১১। গরবা ১৩। কর্ত্রী ১৪। খদির ১৫। জরদ।

উপর-নীচ : ১। বল্লভ ২। কপিল ৩। তুকতাক ৬। কনক ৯। শম্বুক ১০। নটখট ১১। গরজ ১২। বারিদ।

বিন্দুবিসর্গ

কবজায় বাঘ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠের বাঘকে রবিবার রাতেই কবজা করল বন দপ্তর। ছাগলের টোপ দিয়ে তাঁকে খাঁচাবন্দি করা হয়। পরীক্ষার পর গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কোর্টের নির্দেশ

সাঁতরাগাছি ঝিল সংলগ্ন জমি রেলকে দখলমুক্ত করতে হবে বলে জানালেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। দীর্ঘদিন ধরেই ঝিলের উত্তর দিকের জমিতে বেআইনি দখলের অভিযোগ ওঠে।

রাজ্য আহ্বায়ক

সোমবারই তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নীলাম্বুর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক পিভি আনওয়ারকে কেরল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য আহ্বায়ক করা হয়েছে।

বিভ্রান্তির জের

আদালতে ভুয়ো মেডিকেল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে বিভ্রান্ত করার কারণে পুলিশকে মামলা দায়ের করতে বললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ।

সাগরদ্বীপে মকর সংক্রান্তির আগে যজ্ঞে ব্যস্ত পুণ্যার্থীরা। সোমবার। - পিটিআই

রাজ্য কমিটির আসন্ন বৈঠকে মমতার পরিকল্পনা

কেন্দ্রবিরোধী প্রচারই অস্ত্র

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে এবারও কেন্দ্রের বঞ্চনাকেই প্রচারের প্রধান অস্ত্র করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই কাজে তিনি পাশে নিতে চান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সাম্প্রতিককালে গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে এই কাজে পুরো দল নিয়ে নেমে অনেকটাই সফল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এবার অভিষেককে সেই দায়িত্বই দিতে চান দলনেত্রী। আর প্রচারের সেই পরিকল্পনার ছক কষতে জানুয়ারির শেষেই নেত্রী দলের বর্ধিত রাজ্য কমিটির বৈঠক ডাকতে চলেছেন বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

ওই বৈঠকেই অনেকদিন পর অভিষেক মুখোমুখি হবেন দলের নেতা, নেত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও পদাধিকারীদের সঙ্গে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে অভিষেক তাঁর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে তাঁর স্বাস্থ্যশিবির কর্মসূচি ‘সেবাশ্রম’ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও দলের সার্বিক কাজ নিয়ে তেমন সক্রিয় নন। এই নিয়ে ঘরে-বাইরে নানা জল্পনা ছড়ালেও মুখ খোলেননি অভিষেক। তৃণমূল অবশ্য এতদিন সেইভাবে কোনও বৈঠকও ডাকেনি। দলনেত্রী একাই দল ও প্রশাসনের ওপর বিভিন্ন পদক্ষেপ করে গিয়েছেন। অভিষেকও চুপ ছিলেন। আবার তাঁকে নিয়ে কোনও কথাও প্রকাশ্যে তোলেননি দলনেত্রী।

দলবিরোধী কাজের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দলের কয়েকজন নেতাকে সাসপেন্ডের কথা আগে ঘোষণাও করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন তো অভিষেক-ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। এনিয়ে দলের অন্দরে টানাপোড়েন এখনও চলছে। এই অবস্থায় অভিষেকের সঙ্গে তাঁর ও দলের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকলে তা ঘোচাতেই অভিষেককে নিয়ে এ মাসের শেষে দলের বর্ধিত সভায় বসতে চাইছেন দলনেত্রী।

দলের খবর, চলতি মাসের শেষদিকে পাহাড় ও সমতলের আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সম্ভবত ওই কর্মসূচি বাতিল করেই জানুয়ারির শেষটা তিনি এখানেই থেকে যেতে চাইছেন। অবশ্য নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের খবর, আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর সফর কর্মসূচি ও কলকাতায় থেকে যাওয়া দুটো দিকই খোলা রাখছে নবান্ন প্রশাসন। কারণ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীই।

নীচুতলার ভোট রামে, আশঙ্কার মেঘ সিপিএমে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : নীচুতলার দুর্বলতার কথা আগেই স্বীকার করেছিল সিপিএম। কিন্তু নীচু তলার নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের ভোট বিজেপি বা তৃণমূলের দিকে সরে যাওয়ায় আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে সিপিএমের অন্দরে। ডিসেম্বর থেকেই দলের জেলা সম্মেলনের পর্ব চলছে। একের পর এক জেলায় সম্মেলন থেকে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে বুথ স্তর থেকে যে রিপোর্ট উঠে আসছে, তা স্বস্তির নয়। জানা গিয়েছে, দলের নীচু স্তরে আন্দোলনের তীব্রতা ও ইস্যুভিত্তিক পথে নামায় নিষ্ক্রিয়তা রয়েছে। শীর্ষ নেতারা সদস্যদের নির্দেশ দেওয়ার পরেও লাভ কিছুই হয়নি। এমনকি ভোটবাক্সে বারবার খারাপ ফলাফলের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নীচুতলার সমর্থকদের ভোট অন্য দলে সরে যাওয়াও নেতিবাচক ফলাফলের অন্যতম কারণ বলে মনে করছে আলিমুদ্দিন। তাই ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য সম্মেলনে এই বিষয়গুলি নিয়ে সমাধানের পথ খোঁজা হবে বলে সূত্রের খবর।

পরপর নির্বাচনে ভোটবাক্সে ইতিবাচক সাড়া পায়নি সিপিএম। গলদ খুঁজতে একাধিক পথে হেঁটে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। জেলায় জেলায় বুথস্তর থেকে দলীয় নেতাদের পথে নামার নির্দেশ দেন শীর্ষ নেতারা। কিন্তু তারপরেও দেখা গিয়েছে, নীচুতলায় আন্দোলনের তীব্রতা নেই। নির্বাচনের সময় বহু বুথে এজেন্ট পর্যন্ত বসানো যায়নি। বদ্ধ ঘরেই নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন নেতা-কর্মীরা। কোথায় কোন ইস্যুতে পথে নামা হবে, তা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে ভোটব্যাংকে। এছাড়াও শীর্ষনেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী আন্দোলনের সূচনায় দলের নেতারা থাকলেও পরবর্তীতে খেই হারিয়ে ফেলছেন তাঁরা। ক্রমাগত জনমানসে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা

করার পরও সুফল পাওয়া যায়নি। দলের অন্দরেই ঘরোয়া আলোচনায় মেনে নেওয়া হয়েছে, শুধু আন্দোলন চালিয়ে গেলেই ভোটবাক্সের সুফল পাওয়া যাবে না। এর অন্যতম কারণ, নীচুতলার সমর্থকদের ভোট অন্য দলে স্থানান্তর হওয়া। এর কারণ কী তা জানতে চাইছেন দলের শীর্ষ নেতারা। অনেকে মনে করছেন, দলের এই খারাপ সময়ে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন ও লোভের বশবর্তী হয়ে নীচুতলার সমর্থকদের ভোট সরে যাচ্ছে। তবে বিষয়টি রাজ্য সম্মেলনে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। তখন আন্দোলনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও বিশদে আলোচনা হবে। কীভাবে ভোটারদের কাছে আরও পৌঁছে যাওয়া যায় সেই পথ খোঁজার চেষ্টা করা হবে। সিপিএমের এক রাজ্য নেতার কথায়, ‘বৃহত্তরভাবে সমস্ত সমর্থকের ভোট সরে যাচ্ছে, তা বলা যায় না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ঘটনা রয়েছে। তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা সুবিধা পাওয়ার লোভে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।’

বিধানসভার অধ্যক্ষকে কুম্ভে আমন্ত্রণ যোগীর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : রাজ্যের অতিথি হিসেবে মহাকুম্ভে আসতে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এই মর্মে গত ৯ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ সতীশ মহানা বিমানকে আমন্ত্রণ সংবলিত চিঠি দেন। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে একথা জানা গিয়েছে।

তবে এ যাত্রায় যোগীর ডাকে সাড়া দিয়ে কুম্ভস্নানে যেতে পারছেন না বিমান। এই আমন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়ায় অনেকে রাজনীতির গন্ধ খুঁজছেন। চিঠিতে ১৪, ২৯ জানুয়ারি ও ৩ ফেব্রুয়ারি এই তিনটি দিন বাদে যে কোনও দিন তিনি কুম্ভে এলে রাজ্যের অতিথি হিসাবে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত উত্তরপ্রদেশ সরকার। এবার মহাকুম্ভ চলবে ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৪ জানুয়ারি মকরসংক্রান্তির স্নান, ২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যা ও ৩ ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমা যোগ থাকায় এই দিনগুলিতে রেকর্ড পুণ্যার্থী আসবেন বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন। প্রশাসনিক কারণেই তাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সেলেব্রিটিদের এই তিন দিন এড়িয়ে চলতে অনুরোধ করেছে উদ্যোক্তারা।

এদিন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘আমন্ত্রণ পেলেও পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির জন্য আমার পক্ষে এবার কুম্ভে যাওয়া সম্ভব হবে না।’ স্পিকারের দাবিকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘উত্তরপ্রদেশকে দেখে শিখুন। যোগী সরকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভার স্পিকার বলে মনে করেন। কিন্তু এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে তৃণমূলের স্পিকার বলে মনে করেন।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, কুম্ভ আর গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগে সরব মুখ্যমন্ত্রী। তাই কুম্ভের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে নয়া বিতর্ক এড়ালেন স্পিকার।

সাসপেন্ড নিয়ে ব্যাখ্যা ববির

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : গত সপ্তাহেই তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন ও ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামকে তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এক ভিডিও বার্তায় এই খবর জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেন সাসপেন্ড করা হল, তা নিয়ে জয়প্রকাশবাবু কোনও ব্যাখ্যা দেননি।

ফলে এই নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। এবার এই নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সদস্য তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ‘দলীয় ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং স্বেচ্ছাচারী কাজকর্মের জেরেই আরাবুল ইসলাম ও শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।’ তবে কে দলীয় ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছেন বা কে স্বেচ্ছাচারী কাজ করেছেন, তা অবশ্য বলেননি ফিরহাদ। ফিরহাদ বলেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেস শৃঙ্খলাবদ্ধ দল। ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। জাতীয়তাবাদ ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। দলে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব। যাঁরা দলের সেই নীতি এবং ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবেন, স্বেচ্ছাচারিতার চেষ্টা করবেন, দল তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে ও নেবে।’ যদিও শান্তনু সেন আগেই বলেছিলেন, কেন তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তা তিনি জানেন না।

গঙ্গাসাগরে ধৃত ৪২ দুষ্কৃতী

আজ শাহি স্নান, মৃত্যু ৩ পুণ্যার্থীর

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : মঙ্গলবার মকরসংক্রান্তি। সেদিন সকাল থেকে গঙ্গাসাগরে শুরু হবে শাহি স্নান। চলবে বুধবার সকাল পর্যন্ত। এদিকে গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে এসে মৃত্যু হয়েছে ৩ পুণ্যার্থীর। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের জন্য এই বছর গঙ্গাসাগরে ভিড় খানিকটা কম হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী সোমবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে ৫৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী এসেছেন।

এই বছর প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ। ১৪৪ বছর পর এই যোগে তাই স্নান করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না সাধু-সন্ন্যাসী থেকে পুণ্যার্থীরা। যে কারণেই অন্য বছরের তুলনায় গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ভিড় কম। অন্যান্যবার যেখানে শাহি স্নানের আগে হাওড়া স্টেশন চত্বর ও বড়বাজার এলাকায় তিলধারণের ঠাঁই থাকত না, এবার সেই ভিড় অনেকটাই কম। তবে পুণ্যার্থীদের অনেকেই বাসের পরিবর্তে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখা দিয়ে কাকদ্বীপ হয়ে গঙ্গাসাগরে যাওয়া বেশি পছন্দ করছেন। এইজন্যই গতবারের তুলনায় এই বছর ট্রেনে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিয়ালদা রেলের ডিভিশনাল ম্যানেজার দীপক নিগম জানান, তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ১২টি স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে প্রতিদিন।

এদিকে গঙ্গাসাগরে এসে তিন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু-জন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তাঁরা হলেন অবধেশ তিওয়ারি ও রাজেশ্বর। অপরজন হলেন হরিয়ানার বাসিন্দা দেব। পুণ্যার্থীদের চিকিৎসার জন্য রাজ্য প্রশাসনের তরফে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর যাঁরা এখানে এসে মারা যাচ্ছেন, তাঁদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে। তীর্থযাত্রীরা যাতে পথ ভুল না করেন,

> গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় দৈনিক আপ-ডাউনে ১২টি স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে।
>
> **দীপক নিগম** *ডিআরএম, পূর্ব রেল, শিয়ালদা ডিভিশন*

এইজন্য ইসরোর সঙ্গে ‘নাবিক’ প্রকল্প করেছে রাজ্য সরকার। জিপিআরএস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের কপিলমুনি আশ্রমের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে। মেলায় হারিয়ে গেলে সহজেই যাতে পরিবারের লোক পেয়ে যান, ‘বন্ধন’ নামে ওই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ৪ লক্ষ মানুষ ছবি তুলে পরিচয়পত্র তৈরি করেছেন। আবার মেলার ভিড়ের সুযোগ নিয়ে চুরি, পকেটমারি করার চেষ্টায় সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মেলায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ১৩ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

সল্টলেকে কংগ্রেসের ডাকা স্বাস্থ্যভবন অভিযান। সোমবার। - পিটিআই

কাঁচ ভেঙে জখম

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : সাদার্ন অ্যাভিনিউর এক স্কুলে ঢোকার সময় ভেঙে পড়া কাচে জখম হল দুই পড়ুয়া। সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। দক্ষিণ কলকাতার ওই নামী বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়ারা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছিল। তখনই আচমকা চারতলার ওপর থেকে একটি আস্ত কাচের প্যানেল নীচে ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় নবম শ্রেণির দুই পড়ুয়া সৃঞ্জয় রায় এবং প্রিয়ম দাস জখম হয়। প্রিয়মের চোট গুরুতর। তাঁর মাথায় ৪০টি সেলাই পড়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। খবর পেয়ে অকুস্থলে আসে টালিগঞ্জ থানার পুলিস। ঘটনাস্থলে যান বিধায়ক দেবাশিস কুমারও। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে অভিভাবকদের কাছে ক্ষমা চান স্কুলের প্রিন্সিপাল অরিজিৎ মিত্র। ঘটনার পর স্কুলে গোলমাল শুরু হয়। রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা।

জয়দেবে শুরু চারদিনের কেন্দুলিমেলা

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ১৩ জানুয়ারি : শুরু হয়ে গেল শতাব্দীপ্রাচীন জয়দেব-কেন্দুলিমেলা। সোমবার বিকালে বাউল মঞ্চে শঙ্খধ্বনি, বাউলগানের মাঝে প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদ সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

মেলা কমিটির সম্পাদক তথা বোলপুরের মহকুমা শাসক অয়ন নাথ জানান, মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই পুণ্যস্নান শুরু হবে। দেড় লাখেরও বেশি পুণ্যার্থী জড়ো হয়েছেন। অজয়ের চরে ২৫০টি অস্থায়ী ও ৭০টি স্থায়ী আখড়া রয়েছে। নতুন করে ছ'টি আধুনিক স্নানঘাট, ২০৮টি শৌচালয় তৈরি হয়েছে। রয়েছে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা। মেলায় মোট ৬০০টি ছোট-বড় স্টল থাকছে। ৮৮০টি সিসিটিভির ক্যামেরা দিয়ে দিনরাত নজরদারি চলছে। নদীঘাটে বসেছে ওয়াচটাওয়ার। ড্রোনের মাধ্যমে আকাশপথেও নজরদারি চলছে। মেলার নিরাপত্তায় চার হাজার পুলিশ থাকছে। স্নানঘাটে পর্যাপ্ত মহিলা পুলিশ থাকছে। রাখা হয়েছে দশটি বিপর্যয় মোকাবিলা টিম। মেলা চত্বরে আগামী চারদিন ২৪ ঘণ্টা দমকলের গাড়ি ও কর্মীদের পাশাপাশি ২৫টি মোটর সাইকেলের সিভিক ভলান্টিয়ার বাহিনী থাকছে।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বীরভূমের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ, জয়দেব মেলা আশ্রম কমিটির সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী প্রমুখ। দুপুর থেকেই মেলায় ভিড় বাড়ে।

বীরভূমের জয়দেবে শতাব্দীপ্রাচীন কেন্দুলিমেলার উদ্বোধন। মঞ্চে অনুব্রত মণ্ডল সহ অন্যরা। - তথাগত চক্রবর্তী

শর্তসাপেক্ষে বিকাশের জামিন

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : পকসো মামলায় অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। তাঁর আইনজীবী সোমবার আদালতে জানান, বিকাশের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। এটি একটি পরিবারভিত্তিক মামলা। অভিযুক্তকে ফাঁসানোর জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ প্রমাণ নেই। বিকাশ অসুস্থ। তাঁর মেডিকেল পরীক্ষার প্রয়োজন। তাই তাঁর জামিন মঞ্জুর করার আবেদন করা হয়। পাল্টা রাজ্যের আইনজীবীর দাবি, বিকাশ জামিন পেলে অভিযোগকারীদের প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে। শেষপর্যন্ত তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

কয়লা ও গোরু পাচার কাণ্ডে ইতিমধ্যেই জামিনে রয়েছেন বিকাশ। সিবিআই দপ্তরে সাপ্তাহিক হাজিরা দিতে হয়। তারই মধ্যে নিজের পরিচিত নাবালিকাকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে কালীঘাট পুলিশ। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিকাশ। তবে তাঁকে এই মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়েছে।

স্যালাইন বিতর্কে চাপানউতোর

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : স্যালাইন কাণ্ডে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ল। আরজি কর কাণ্ডের পর মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় ফের উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। এদিন এই ঘটনায় হাইকোর্টের জনস্বার্থ মামলায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। মামলা গ্রহণ করায় আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এদিন সরকার ও রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে চাপ বাড়াতে শুরু করল।

এদিন বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে এফআইআর দায়েরের দাবি জানিয়েছেন। শুভেন্দু বলেন, ‘আমি মনে করি, এক প্রসূতির মৃত্যু ও তিন প্রসূতির গুরুতর সংকটের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম দায় এড়াতে পারেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করা দরকার। তাছাড়া সরকারি হাসপাতালগুলিতে এই স্যালাইনের বরাত পেতে টেন্ডারে বিপুল টাকার লেনদেন হয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি সিবিআই-এর তদন্তের পাশাপাশি আর্থিক তছরুপের ঘটনায় ইডিকেও তদন্তে যুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি।’ শুভেন্দুর দাবির জবাবে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘স্যালাইন নিয়ে রাজনীতি করছেন শুভেন্দু। আরজি করেও তো বিজেপি সিবিআই চেয়েছিল। সিবিআই তদন্ত করে যখন বলল রাজ্যের তদন্ত ঠিক তখন বলবে সিবিআই মানি না।’

সিবিআই তদন্ত দাবি

কুণালের মতে, মেদিনীপুরের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এই স্যালাইনের জন্য পুরো বিভাগে ক্ষতি হল না নির্দিষ্ট ইউনিটের ক্ষতি হল। তাহলে কি কিছু ধামাচাপা দিতে নজর ঘোরানোর জন্য এই কেলেঙ্কারি? তদন্তের পরেই সত্যিটা জানা যাবে।’ মেদিনীপুর প্রসূতি মৃত্যু কাণ্ডে পথে নেমেছে সিপিএম। ইতিমধ্যেই সিপিএমের ছাত্র ও যুব নেতৃত্ব দেবাঞ্জন দেব ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা মেদিনীপুর হাসপাতালে গিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তারির ঘটনায় স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের হুঁশিয়ারি দেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এরপরই এদিন মেদিনীপুর কাণ্ডে বিরোধীদের সমালোচনায় সিপিএমকেও নিশানা করলেন কুণাল। বাম আমলের কিট কেলেঙ্কারির কথা মনে করিয়ে দিয়ে কুণাল বলেন, ‘ওখানে আরজি করের কোনও বিদ্রোহী ডিউটিতে ছিলেন কি? একটা সফল হয়নি তাই অন্য জায়গায় ঘটাব। এমন হয়নি তো!’ কোনও রাত জাগা, দ্রোহের কার্নিভাল করা লোক ছিলেন কি না তদন্তে তা খতিয়ে দখার দাবিও তোলেন তিনি।

জবাবে সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘কুণাল যদি নিজের ছায়া দেখতে চায় অর্থাৎ ইদের মধ্যে যদি নিজের ছায়া দেখতে চায় তাহলে সেটা ভুল হবে। এই মন্তব্য করে কুণাল আরজি কর সহ রাজ্যের প্রতিবাদী আন্দোলনকে অসম্মান করেছেন।’ যদিও স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরার মুখে এদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতিরই অভিযোগ শোনা গিয়েছে। সুজয় বলেন,‘হাসপাতালের সুপার ও চিকিৎসকদের আরও বেশি সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে।’

২৩-২৭ জানুয়ারি দমদম-ডানকুনি শাখা বন্ধ

নৈহাটি-ব্যান্ডেল হয়ে উত্তরবঙ্গের ট্রেন

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত দমদম-ডানকুনি শাখায় ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। পুরোনো ব্রিজ সংস্কারের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সোমবার জানান শিয়ালদার ডিআরএম দীপক নিগম। ওই সময় উত্তরবঙ্গগামী সমস্ত দূরপাল্লার ট্রেনের গতিপথ পরিবর্তন করে নৈহাটি-ব্যান্ডেল শাখা দিয়ে চলবে। কোনও ট্রেন বাতিল হলে টিকিটের দাম সম্পূর্ণরূপে ফেরত দেওয়া হবে।

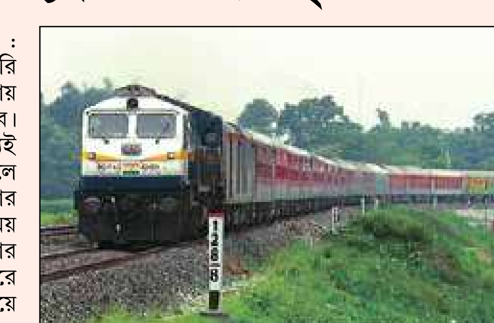

শিয়ালদা শাখার দমদম-ডানকুনি লাইনে বালিঘাট ও বালিহল্টে যে রেলব্রিজ আছে, তা ১০০ বছরের পুরোনো। সেই ব্রিজটি পরিবর্তন করেই নতুন ব্রিজ বসানো হবে। এজন্যই দমদম-ডানকুনি শাখায় ১০০ ঘণ্টা ট্রেন চলবে না। ওই সময় ২২ জোড়া লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে মূলত উত্তরবঙ্গের যাত্রীদের কথা ভেবে উত্তরবঙ্গগামী সমস্ত দূরপাল্লার ট্রেনকে নৈহাটি-ব্যান্ডেল শাখা দিয়ে চালানো হবে। মোট ২৬ জোড়া মেল এক্সপ্রেস ট্রেন চলবে নৈহাটি-ব্যান্ডেল শাখা দিয়ে। এর ফলে শিয়ালদা শাখায় চলাচলকারী ট্রেনগুলি চলাচলে সামান্য দেরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও দীপক নিগম জানিয়েছেন, সপ্তাহের শেষ ও জাতীয় ছুটির দিনগুলি দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই সময় যাত্রীর চাপ সাধারণ দিনের তুলনায় কম থাকে।

তবে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস ও ছুটির দিনের জন্য প্রচুর মানুষ দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে পুজো দিতে যান। সেইসব মানুষের কথা ভেবে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সড়কপথে যাতায়াতের সুবিধার্থে সরকারি বাসের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাকিস্তানে আশার আলো

সিন্ধুতে স্বর্ণখনি, জারি ১৪৪ ধারা

ইসলামাবাদ, ১৩ জানুয়ারি : কয়েক হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠে ছিল সিন্ধু সভ্যতা। তখন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাণকেন্দ্র ছিল এখানকার হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো শহর দুটি। '৪৭-এর দেশভাগের পর থেকে সেইসব প্রত্নক্ষেত্র সহ গোটা সিন্ধু উপত্যকা পাকিস্তানের অংশ। এবার সেই সিন্ধু নদের একাংশে মিলল বিপুল সোনার ভাণ্ডার। টাকার অঙ্কে যা প্রায় ৬০০ বিলিয়ন পাক মুদ্রার সমান।

সম্প্রতি সেদেশের একাধিক সংবাদমাধ্যমে সোনার খনির খবর প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসেছে গোটা বিশ্ব। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নিম্নমুখী জিডিপি, বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় তলানিতে চলে যাওয়ার জেরে যখন পাক অর্থনীতি ধুঁকছে, সেই সময় সিন্ধুর অতলে সঞ্চিত সোনা পাকিস্তানের জিয়ন কাঠি হতে পারে বলে অর্থনীতিবিদদের ধারণা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পাক পঞ্জাব প্রদেশের আটক জেলায় সিন্ধুর প্রবাহ পথের প্রায় ৩২ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সোনার ভাণ্ডার। পরিমাণে যা সাড়ে ৩২ মেট্রিক টনের কাছাকাছি। তবে সোনার খনির হদিস মিলতেই সিন্ধুর তীরে ভিড় জমতে শুরু করেছে। নদের পলি ছেঁকে সোনা বের করার চেষ্টা করছেন স্থানীয়রা। শীতকালে নদের জল কমে যাওয়ায় সোনা সন্ধানীদের আরও সুবিধা হয়েছে। পলি তুলতে ব্যবহার করা হচ্ছে ভারী যন্ত্রপাতি। গোলমালের আশঙ্কায় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে পাকিস্তান সরকার। তারপরেও বেসরকারিভাবে চলছে সোনার খোঁজ।

সেদেশের এক সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, সিন্ধুতে সঞ্চিত সোনার ভাণ্ডারের পরিমাণ নিয়ে এখনও হিসাবনিকাশ চলছে। সেখান থেকে সোনা উত্তোলন কতটা লাভজনক হবে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মানুষজন যেভাবে সেখানে সোনা সংগ্রহের চেষ্টা করছেন, তা পুরোপুরি বেআইনি বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন। সিন্ধু থেকে সোনা উত্তোলন নিয়ে পাকিস্তান সরকারের অন্দরেও মতবিরোধ রয়েছে বলে সেদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে। পাক খনিমন্ত্রকের আধিকারিকদের একাংশ সোনার বদলে সিন্ধু উপত্যকা থেকে বালি, পাথর ও দস্তা সংগ্রহের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁদের যুক্তি, খনি থেকে বাণিজ্যিকভাবে সোনা উত্তোলন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। তাৎক্ষণিকভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অন্যান্য খনিজের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া লাভজনক হতে পারে।

একনজরে

- পাক পঞ্জাব প্রদেশের আটক জেলায় সিন্ধুর প্রবাহ পথের প্রায় ৩২ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে সোনার ভাণ্ডার
- পরিমাণে যা সাড়ে ৩২ মেট্রিক টনের কাছাকাছি
- টাকার অঙ্কে প্রায় ৬০০ বিলিয়ন পাক মুদ্রার সমান

প্রথম দিনেই সংগমে ডুব ১.৬ কোটি ভক্তের

গোলাপবৃষ্টি, ঢাকে কাঠি মহাকুম্ভে

প্রয়াগরাজ, ১৩ জানুয়ারি : ২০১৩-র পর '২৫। ১২ বছরের বিরতিতে সোমবার থেকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে শুরু হল মহাকুম্ভ। অনেকের কাছে যা পূর্ণকুম্ভ নামেও পরিচিত। চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রি পর্যন্ত। ১৩ জানুয়ারি প্রথামাফিক হল শাহি স্নান। বিভিন্ন আখড়ার সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, নাগা সাধকদের সঙ্গে ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দিলেন লাখ লাখ ভক্ত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু বিদেশিও। ভক্তদের ওপর আকাশ থেকে গোলাপের পাপড়ি বৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৪ হাজার হেক্টর এলাকাজুড়ে ধাপে ধাপে চলে এই পাপড়ি বর্ষণ। উত্তরপ্রদেশের উদ্যান পালন বিভাগ জানিয়েছে, এবার সবকটি প্রধান স্নানের দিনে ভক্তদের ওপর গোলাপের পাপড়ি বৃষ্টি করা হবে। এজন্য ২০ কুইন্টাল গোলাপ পাপড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শাহি স্নানের অন্যান্য দিনগুলি হল ১৪ জানুয়ারি, ২৯ জানুয়ারি, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১২ ফেব্রুয়ারি এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি। ভক্তদের সুবিধার কথা ভেবে হেলিকপ্টার পরিষেবাও চালু হয়েছে মহাকুম্ভে। আকাশপথে কুম্ভদর্শনের খরচ ১,২৯৬ টাকা। রাজ্য প্রশাসনের হিসাব বলছে, এদিন দুপুর সাড়ে ৪টে পর্যন্ত ১ কোটি ৬০ লক্ষ ভক্ত গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দিয়েছেন। আগামী ৪৫ দিনে মহাকুম্ভে ৪০ কোটির বেশি ভক্ত সমাগমের আশা করছে প্রশাসন। তাঁদের জন্য পরিকাঠামো তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। শীতকালে সঙ্গম চত্বরে ভক্তদের রাত্রিবাসের জন্য দেড়লক্ষের বেশি তাঁবু তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া আশপাশের ধর্মশালা ও হোটেলগুলিতেও বহু মানুষ নিজের মতো করে থাকার বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন। ভক্তদের খাবার, পানীয় জল, নিরাপত্তা, মার্গ দর্শন, স্নানের জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। সব মিলিয়ে মহাকুম্ভ আয়োজনে খরচ হয়েছে ৭ হাজার কোটি টাকা। তবে এর ফলে ২ লক্ষ কোটি টাকা আর্থিক লেনদেনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

সরকারি হিসাব বলছে, মহাকুম্ভে ৪০ কোটি ভক্ত সমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকে যদি ৫ হাজার টাকা করেও খরচ করেন তাহলেই ২ লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলা সম্ভব হবে। ভক্তসংখ্যা বেশি হলে অর্থের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে আরও বাড়বে। পর্যবেক্ষকদের একাংশ আবার ভক্তদের মাথা পিছু ১০ হাজার টাকা করে খরচ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪ লক্ষ কোটি। ফলে মহাকুম্ভ আয়োজনের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশের জিডিপি ১ শতাংশ বাড়তে পারে। ২০১৯-এ প্রয়াগরাজে যে অর্ধকুম্ভ হয়েছিল সেটি রাজ্যের অর্থনীতিতে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা অবদান রেখেছিল।

বণিক সংগঠন কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স-এর অনুমান, এবারের মহাকুম্ভে প্যাকেটজাত খাবার, জল, বিস্কুট, ফলের রস সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার ও পানীয় বিক্রির পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। পাশাপাশি প্রদীপ, গঙ্গাজল, মূর্তি, ধূপকাঠি এবং ধর্মীয় বইয়ের মতো জিনিসপত্র ও নৈবেদ্যের জন্য ভক্তরা আরও ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারেন। পরিবহণ শিল্পের সম্ভাব্য আয় ১০ হাজার কোটি টাকা।

মহাকুম্ভে অংশ নেওয়া ভক্তদের বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'প্রয়াগরাজে শুরু হচ্ছে ২০২৫-এর মহাকুম্ভ। বিশ্বাস, ভক্তি এবং সংস্কৃতির পবিত্র সঙ্গমে অগণিত মানুষ একত্রিত হবেন। মহাকুম্ভ ভারতের কালজয়ী আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতীক।' এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ লিখেছেন, 'মানবতার পবিত্র উৎসব মহাকুম্ভ ২০২৫-এর পৌষ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সঙ্গমে স্নান করার সুযোগ পাওয়া সব সাধু, ভক্তদের আন্তরিক অভিনন্দন। আজ ত্রিবেণীতে প্রথম স্নান উৎসবে ১.৫ কোটি সনাতন ধর্মাবলম্বী অংশ নিয়েছেন।... চলুন আমরা মহাকুম্ভে যাই।'

মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সংগমে পুণ্যার্থীরা। সোমবার প্রয়াগরাজে।

একনজরে

- ভক্তদের ওপর গোলাপ পাপড়ি বর্ষণ করতে ২০ কুইন্টাল পাপড়ির ব্যবস্থা
- মহাকুম্ভে ৪০ কোটি ভক্ত সমাগমের সম্ভাবনা
- হতে পারে ২ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন
- শাহি স্নানের অন্যান্য দিনগুলি হল ১৪ জানুয়ারি, ২৯ জানুয়ারি, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১২ ফেব্রুয়ারি এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি

মহাকুম্ভ ডায়েরি

কপ্টারে জয়রাইড

প্রয়াগরাজ, ১৩ জানুয়ারি : মহাকুম্ভের প্রধান আকর্ষণ এবার কপ্টারে জয়রাইড। তার খরচও কমানো হয়েছে। ৩ হাজার টাকা থেকে কমে তা নেমে এসেছে মাত্র ১২৯৬ টাকায়। প্রয়াগরাজ প্রশাসনের আশা, এই জয়রাইড ব্যাপক হারে পর্যটকদের আকর্ষণ করবে এবং জমবে ব্যবসা। এছাড়া দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিতে থাকছে ৫২৫০ শিল্পীর পারফরমেন্স। উত্তরপ্রদেশের পর্যটন ও সংস্কৃতিমন্ত্রী জয়বীর সিং জানিয়েছেন, ৭-৮ মিনিটের হেলিকপ্টারে জয়রাইড শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। এই রাইডের মাধ্যমে প্রয়াগরাজের ল্যান্ডস্কেপের ওপরে উঠে বিশাল মহাকুম্ভ এলাকার একটি অতুলনীয় দৃশ্য দেখতে পাবেন পর্যটক এবং ভক্তরা।

বেঁধে বেঁধে দুই বোন

প্রয়াগরাজ, ১৩ জানুয়ারি : কুম্ভমেলায় এসে একে অপরের থেকে 'বিচ্ছেদ' হয়ে যায়, তারপর কেটে যায় বছরের পর বছর। কয়েক দশক পর আবার কুম্ভমেলায় 'মিলন' ঘটে! পুরো সিনেমার গল্প। তবে এবারে কুম্ভমেলায় বিচ্ছেদ এড়াতে অভিনব কৌশল নিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের দুই বোন- গীতা এবং ললিতা। কুম্ভমেলায় তাঁরা নিজেদের ফিতে দিয়ে বেঁধেছেন, যাতে কোনওভাবেই একে অপরের থেকে ছাড়াছাড়ি না হয়। তাঁদের কথায়, 'একমাত্র শৌচালয়ে যাওয়ার সময়ই ফিতে খুলছি।'

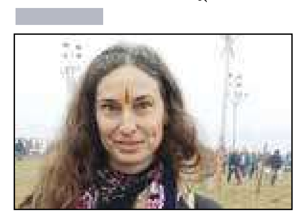

তুর্কি-যোগ

প্রয়াগরাজ, ১৩ জানুয়ারি : মহাকুম্ভের সঙ্গে যোগ হল তুরস্কের। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসেছেন মেলায়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পিনার, যিনি তুরস্কের নাগরিক। ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা নিতে প্রথমবারের মতো সঙ্গমে এসেছেন। তিনি গঙ্গায় স্নান করে, কপালে তিলক কেটে সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক যাত্রায় নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাই সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে পিনার বলেন, 'আমার আধ্যাত্মিক চিন্তা পূর্ণতা পেল মহাকুম্ভে এসে, পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহনের পর। এই অভিজ্ঞতা কখনও ভুলব না।'

হরেকরকম বাবা

প্রয়াগরাজ, ১৩ জানুয়ারি : মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেলাস্থলে জড়ো হয়েছেন অনেক সাধু-সন্ন্যাসী। 'অ্যাম্বাসাডর বাবা', 'চাওয়ালা বাবা' থেকে শুরু করে 'পরিবেশ বাবা'- অনেক অদ্ভুতনামী সাধুরাও জড়ো হয়েছেন মেলাপ্রাঙ্গণে। তালিকার প্রথমেই 'অ্যাম্বাসাডর বাবা'। ৫০ বছরেরও বেশি ওই সাধু মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা। ১৯৭২ সালের একটি অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে চড়েন বলে তাঁর এই নাম। উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের বাসিন্দা দীনেশ স্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রথম জীবনে চা বিক্রি করতেন। পরে আধ্যাত্মিকতাকে বেছে নেন। নাম হয়ে যায় 'চাওয়ালা বাবা'। ভক্তদের দাবি, 'চাওয়ালা বাবা' খাবার খান না। কথাও বলেন না। দিন গুজরান করেন সারা দিন ১০ কাপ চা খেয়ে। সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের বিনামূল্যে পড়াশোনার ব্যবস্থা করার জন্যও 'চাওয়ালা বাবা'র নাম রয়েছে। রয়েছেন ছোটু বাবা। উচ্চতা মেরেকেটে ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি।

ক্যাগ আদালতে অস্বস্তি আপের

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখে ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে ক্রমশ অস্বস্তি বাড়ছে দিল্লির ক্ষমতাসীন দল আপের। বিজেপি-কংগ্রেসের রাজনৈতিক আক্রমণ ছিলই। এবার ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় সঠিক সময়ে পেশ না করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টের রোষে পড়ল অরবিন্দ কেজরিওয়াল-অতিশীর আপ সরকার। বিধানসভার অধিবেশন আটকাতে আপ সরকার যেভাবে কাজ করেছে তার সমালোচনা করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি শচীন দত্তের সিঙ্গল বেঞ্চ বলেছে, 'আপনারা যেভাবে পিছন থেকে নিজেদের পা টেনে ধরেছেন তাতে আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ হবেই। আপনারা স্পিকারের কাছে দ্রুত রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে পারতেন এবং সভায় আলোচনা শুরু করতে পারতেন।' ক্যাগ রিপোর্ট দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার কাছে পাঠাতে কেজরিওয়াল-অতিশীর সরকার যেভাবে বিলম্ব করেছে তারও সমালোচনা করে হাইকোর্ট। জবাবে আপের পালটা প্রশ্ন, নির্বাচন যখন দরজায় কড়া নাড়ছে তখন কীভাবে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা সম্ভব। এর আগে আদালতকে বিধানসভার সচিবালয় জানিয়েছিল, যেহেতু বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ ফেব্রুয়ারিতে শেষ হচ্ছে, তাই তড়িঘড়ি ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করে কোনও লাভ হত না। দিল্লির বিরোধী দলনেতা বিজেন্দর গুপ্তা ও আরও ৬ বিজেপি বিধায়ক হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছেন। তাঁদের কৌঁসুলি মহেশ জেঠমালানি বলেছেন, সভার অধিবেশন না ডেকে ইচ্ছাকৃতভাবে জনাদেশকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। উলটোদিকে আপের আইনজীবী রাহুল মেহরা বলেন, বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে আদালতের প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করছে।

ক্যাগ রিপোর্টটি সামনে আসার পর থেকেই আপের সঙ্গে বিজেপির দ্বৈরথ চরম আকার ধারণ করেছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সংস্কার কার্যের ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। সংস্কারের জন্য ২০২০ সালে প্রথমে ৭.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও পরে তা ৩৪২ শতাংশ বেড়ে ২০২২ সালে ৩৩.৬৬ কোটি টাকায় পৌঁছে যায়। এর পাশাপাশি আবগারি দুর্নীতির ফলে দিল্লির সরকারি কোষাগারের ২০২৬ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে বলেও জানানো হয় ক্যাগ রিপোর্টে।

তিরুপতি মন্দিরে আগুন

অমরাবতী, ১৩ জানুয়ারি : কয়েকদিন আগেই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছিল অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতির মন্দিরে। প্রাণ হারিয়েছিলেন ৬ জন। সেই ঘটনার রেশ পুরোপুরি কাটার আগেই এবার মন্দিরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। যদিও এই ঘটনায় কোনও মৃত্যুর খবর নেই। সোমবার তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু কাউন্টারে আগুন লাগে। সেই সময়ে মন্দিরে বহু পুণ্যার্থী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। তবে স্বস্তির বিষয় যে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। মৃত্যুর তো খবর নেই, কেউ গুরুতর আহতও হননি। কী কারণে এই আগুন লেগেছে তা জানা না গেলেও প্রাথমিকভাবে অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার তিরুপতি মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। তাতে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভোকাট্টা সুখী সুখী বাঁচা... ঘুড়ি উৎসবে প্রতিযোগিতা। সোমবার আহমেদাবাদে।

ওয়াকফ বিল নিয়ে তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের শেষদিনের পরিবর্তে ২০২৫ সালের বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে জেপিসি ওয়াকফ নিয়ে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সেই মর্মে বাজেট অধিবেশনের আগে ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রের তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪-এর জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) শীঘ্রই বিল সম্পর্কিত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা এবং রাজ্যের বোর্ডগুলির সঙ্গে আইনি আলোচনার জন্য কলকাতা সহ তিনটি শহরে যাবে। ১৮ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই সফরে পাটনা, কলকাতা এবং লখনউ সহ বিভিন্ন স্থানে যাবেন কমিটির সদস্যরা।

শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে রিপোর্ট পেশ করার একদিন আগে ওয়াকফ নিয়ে আলোচনার জন্য গঠিত জেপিসির মেয়াদ বাড়ানো হয়। জেপিসি প্রধান জগদম্বিকা পাল আরও সময় দাবি করে লোকসভায় মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব পেশ করেন। জানা গিয়েছে, ১৮ জানুয়ারি পাটনায় বিহারের রাজ্য বোর্ডের সঙ্গে মতবিনিময় করবে জেপিসি। এতে সংখ্যালঘু কমিশন সহ আইন ও বিচার এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের আধিকারিকরা অংশ নেবেন। পাশাপাশি তাঁরা বার কাউন্সিলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও আলোচনা করবেন। একই দিনে ঝাড়খণ্ডের আধিকারিকরাও কমিটির সামনে জবানবন্দি দেবেন। ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় যাবেন জেপিসি সদস্যরা। যেখানে রাজ্য সরকার এবং ওয়াকফ রাজ্য বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করবে।

২১ জানুয়ারি কমিটি উত্তরপ্রদেশের লখনউতে বৈঠকে বসবে তারা। সেখানে সংখ্যালঘু কমিশন এবং শিয়া বোর্ড সহ উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা প্যানেলের সামনে রিপোর্ট জমা দেবেন। গত নভেম্বরে কমিটি গুয়াহাটি এবং ভুবনেশ্বর সফর করে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু বিরোধী সাংসদরা যেতে অস্বীকার করায় সফর অসমাপ্ত থেকে যায় । ওয়াকফ বিলটি গত অগাস্টে সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত দুই ডজনেরও বেশি ওয়াকফ বোর্ডের সঙ্গে কমিটি দেখা করেছে এবং আট থেকে নয়টি রাজ্য প্রতিনিধি সংসদে প্যানেলের সামনে এসে নিজেদের বক্তব্য রেখেছে।

ঘুরপথে ফের কৃষি আইন আনার ছক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিতর্কিত কৃষি আইন। দিল্লির নাকের ডগায় কৃষকদের নজিরবিহীন আন্দোলনের জেরে ২০২১ সালে যে তিনটি কৃষি আইন মোদি সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, সেগুলিই আবার ঘুরপথে কার্যকর করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে সরকারের অন্দরে। সূত্রের খবর, সরকারি নীতিতে সামান্য অদলবদল ঘটিয়ে পূর্বের বিতর্কিত বিষয়গুলো পুনরায় প্রবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই মর্মে জাতীয় কৃষি কাঠামোর খসড়া নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। ঘটনা হল, কৃষকদের আন্দোলন এখনও থামেনি। পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমানায় ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি সুনিশ্চয়তার দাবিতে গত একবছর ধরে আন্দোলন করছেন কৃষকরা। তার মধ্যেই বিতর্কিত আইন ফের আনা হলে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে-সুস্থে এগোতে চাইছে।

২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর খসড়া পাঠানোর পর রাজ্যগুলিকে মতামত দেওয়ার জন্য ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রের তরফে। পরে পঞ্জাবের অনুরোধে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ১০ জানুয়ারি করা হয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যগুলিকে পাঠানো নতুন কৃষিনীতির খসড়া নিয়ে কৃষক সংগঠনগুলির মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের দাবি, এই খসড়া কৃষকদের জন্য আরও ক্ষতিকর হতে পারে এবং এটি আগের তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন থেকেও বেশি ক্ষতি ডেকে আনবে। কৃষকনেতাদের মতে, এই নীতির মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলি আরও বেশি লাভবান হবে।

কৃষক সংগঠনগুলির অভিযোগ, এই খসড়ানীতি কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তৈরি করা হয়েছে। এরই মধ্যে পঞ্জাব সহ বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকরা বিক্ষোভ শুরু করেছেন। কৃষকনেতা দর্শন পাল সিং এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার আবারও কালো কৃষি আইন নিয়ে এসেছে। যদি এই খসড়া কার্যকর হয়, তাহলে পঞ্জাবের মতো কৃষিপ্রধান রাজ্যের সরকারি বাজারগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং কর্পোরেটরা লাভবান হবে।' কৃষকদের বিরোধিতার মধ্যেই সোমবার পঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতৃত্বে খসড়ার কপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়।

কৃষকনেতা রাকেশ টিকায়েত দাবি করেছেন, খসড়াটি তৈরির আগে রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি, যেখানে কৃষির বিষয়টি রাজ্য সরকারের অধিকার। তিনি আরও বলেন, ২৭টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিদ্যমান সরকারি বাজার কমিটি থেকে শস্য সরবরাহ করা হয়, কিন্তু খসড়া বাস্তবায়িত হলে বেসরকারি কোম্পানিগুলি এদের জায়গা দখল করবে।

খসড়ায় কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হলেও তহবিলের কোনও প্রতিশ্রুতি নেই এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই এই নীতির খসড়া তৈরি করা হয়েছে, যা কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে তাঁরা দাবি করেছেন।

পুণ্যার্জনের জঞ্জাল সাফাইয়ে ইসরো, বার্ক

প্রয়াগরাজ, ১৩ জানুয়ারি : অমৃতের সন্ধানে কুম্ভে আসেন পুণ্যার্থীরা। কিন্তু মেলা মানে তো কেবল আনন্দ বা পুণ্য সঞ্চয় নয়। মেলা মানে ভিড়। আর ভিড় মানেই আবর্জনার স্তূপ। সেই মেলা যদি মহাকুম্ভ হয়, তাহলে তো কথাই নেই। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে আয়োজিত দেড়মাসের মেলায় দেশবিদেশ থেকে ভিড় করেন পুণ্যার্থীরা। তাঁদের ফেলে যাওয়া নোংরা সাফ করার দায়িত্ব এবার কাঁধে তুলে নিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) এবং ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার (বার্ক)।

১২ বছর পরে আবার পূর্ণকুম্ভের আয়োজন হয়েছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। প্রয়াগরাজে গঙ্গার তীরে ৪৫ দিনের এই মেলা শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ বছরের মেলা বসছে ১০ হাজার একর জায়গাজুড়ে। যেখানে প্রায় ৪০ কোটি দর্শনার্থীর সমাগম আশা করা হচ্ছে। এছাড়া মেলার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শিবির করে থাকবেন ৫০ লক্ষ তীর্থযাত্রী এবং সাধুসন্ত সম্প্রদায়।

এই বিপুল জমায়েতে দৈনিক যে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য জমবে ত্রিবেণী তীরে, তা পরিষ্কার করা বড় চ্যালেঞ্জ উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কাছে। যোগী সরকার ইতিমধ্যে মেলায় প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা খরচ করার কথা ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে ১,৬০০ কোটি টাকা জল ও বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রয়াগরাজ প্রশাসন সূত্রে খবর, মেলায় জমা প্রতিদিনের মানব বর্জ্য ও ধূসর জল (রান্না, ধোয়া ও গোসলের জল) নিকাশির জন্য সাহায্য নেওয়া হচ্ছে ইসরো এবং বার্কের উন্নত প্রযুক্তির।

গঙ্গা-দূষণ তীরবর্তী অঞ্চলের পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার কথা মাথায় রেখে এবার ১ লক্ষ ৪৫ হাজার শৌচাগার বসানো হয়েছে, যার মধ্যে ১৫ হাজার শৌচাগার ফাইবার-রিইনফোর্সড পলিমার (এফআরপি) এবং ২২ হাজার প্রিফ্যাব্রিকেটেড স্টিলের। ধূসর জল নিষ্কাশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে ২০০ কিলোমিটার অস্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থা। ২৫০টি সেসপুল গাড়ি বর্জ্য পরিবহণের কাজ করবে। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে হাইব্রিড গ্র্যানুলার সিকোয়েন্সিং ব্যাচ রিঅ্যাক্টর (এইচজিএসবিআর) ও জিওটিউব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মেলা এলাকা ২৫টি সেক্টরে ভাগ করে স্বতন্ত্র জল সরবরাহ, নিকাশি ও বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলার যাবতীয় ধূসর জল ৭৫টি পুকুরে জমা করে বায়োরেমিডিয়েশন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করা হবে। গঙ্গার জল পরিষ্কার রাখতে কুম্ভের ওপর নজরদারি থাকছে জাতীয় গ্রিন ট্রাইবিউনাল (এনজিটি)-এর।

একনজরে

- মহাকুম্ভে খরচ হচ্ছে ৭,০০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ জল ও বর্জ্য নিষ্কাশন খাতে
- মেলায় থাকছে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার শৌচাগার, যার মধ্যে ১৫ হাজার ফাইবার-রিইনফোর্সড পলিমার (এফআরপি) এবং ২২ হাজার প্রিফ্যাব্রিকেটেড স্টিলের
- ধূসর জল নিষ্কাশনের জন্য থাকছে ২০০ কিলোমিটার অস্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থা
- ২৫০টি সেসপুল গাড়ি বর্জ্য পরিবহণের কাজ করবে
- বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে হাইব্রিড গ্র্যানুলার সিকোয়েন্সিং ব্যাচ রিঅ্যাক্টর (এইচজিএসবিআর) ও জিওটিউব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে

কুম্ভ ডিজিটাল

মহাকুম্ভকে ডিজিটাল রূপ দিতে উত্তরপ্রদেশ সরকার আইআইটি কানপুরের সহায়তায় সাইবার সুরক্ষা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। বিরাট মেলাপ্রাঙ্গণে ২,৭৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ড্রোন ব্যবহার করে জনসমাগম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া ভিড় ও যান নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম মেধা (এআই)-র সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আইআইটি কানপুরের অধ্যক্ষ মনীন্দ্র আগরওয়াল জানান, 'ডিজিটাল কুম্ভের সুরক্ষা নিশ্ছিদ্র করতে সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিশেষ দল কাজ করছে। কুম্ভ সম্পর্কিত অ্যাপ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির দুর্বলতাগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' সরকারের উদ্যোগে কুম্ভমেলার জন্য গুগল ম্যাপের সঙ্গে সমন্বিত কুম্ভ মানচিত্র, এআই-চালিত চ্যাটবট এবং কিউআর-ভিত্তিক পাস ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।

সোনমার্গের টানেলে মোদি

শীতে সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ

শ্রীনগর, ১৩ জানুয়ারি : চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় জবুথবু উপস্থিত প্রায় সকলেই। তারই মধ্যে সোমবার সোনমার্গ টানেলের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি, জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা প্রমুখ। সোনমার্গ টানেল, যা জেড-মোরহ টানেল নামেও পরিচিত, খুলে যাওয়ায় শ্রীনগর থেকে সোনমার্গ পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ হয়ে গেল। উদ্বোধনের পর মোদি নিজেদের সরকারের কাজের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেয় সেগুলি পালনও করে। ২০১৫ সালে আমাদের সরকারের প্রথম দফায় এই টানেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। আমাদের সরকারের তৃতীয় দফায় তা শেষ হয়ে গেল। আমরা ক্ষমতায় থাকতেই নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ায় আমি খুশি।'

সোনমার্গে সুড়ঙ্গ সড়কের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার।

নতুন টানেল শীতকালে সোনমার্গের পর্যটনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সরকারের কাশ্মীর নীতি নিয়ে বিরোধী শিবির প্রশ্ন তুললেও তাতে কর্ণপাত করেননি তিনি। মোদি বলেন, 'আইসক্রিম খাবে বলে রাতে লালচৌকে যান মানুষ। শ্রীনগরে মানুষজন সিনেমাহলে গিয়ে পরিবার, সন্তানকে নিয়ে সিনেমা দেখেন।' এদিন ওমর আবদুল্লারও প্রশংসা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'কয়েক মাস আগে শ্রীনগরে প্রথমবার আন্তর্জাতিক ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী তাতে অংশও নিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে দেখা হওয়ার পর ওঁকে আমি শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলাম। এটা সত্যিই জম্মু ও কাশ্মীরের নতুন যুগ।' এদিন প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ওমর আবদুল্লাও। দিল্লি এবং কাশ্মীরের মধ্যে দূরত্ব কমানোর জন্য মোদিকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি।

সমস্ত আবহাওয়ার পক্ষে অনুকূল এই টানেলটি গান্ডেরবাল জেলায় অবস্থিত। উদ্বোধনের পর বিশেষ ভাবে সজ্জিত গাড়িতে চেপে টানেলটি পরিদর্শনও করেন মোদি। নির্মাণ কার্য এবং রুটম্যাপও খতিয়ে দেখেন তিনি। যে সমস্ত কর্মী প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে এই টানেলটি নির্মাণ করেছেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেন। প্রায় ১২ কিলোমিটার বিস্তৃত এই টানেলটি নির্মাণে খরচ হয়েছে ২,৭০০ কোটি টাকারও বেশি। সমুদ্রতল থেকে ৮,৬৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই টানেলটি খুলে যাওয়ায় শ্রীনগর ও সোনমার্গের মধ্যে যাতায়াত করতে এখন মাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগবে। আগে এই অংশ পেরোতে সময় লাগত ২ ঘণ্টারও বেশি।

সেনাপ্রধানের স্বীকারোক্তি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসার বিষয়টি যে দুই দেশের সেনাবাহিনীর সমন্বয়েই সম্ভব হয়েছে সেই কথা মেনে নিলেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সোমবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর বার্ষিক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন, গতবছর ৫ অগাস্ট বাংলাদেশে পালাবদলের সময় সেদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ ও সমন্বয় ছিল তাঁর। সেনাপ্রধান বলেন, 'বাংলাদেশে যখন পালাবদল ঘটে তখন আমরা নিজেদের মধ্যে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলেছিলাম। ২০ নভেম্বর আমাদের মধ্যে একটি ভিডিও কনফারেন্স হয়েছে। দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই চলছে।' ৫ অগাস্ট ঢাকা ছাড়ার পর ভারতীয় সেনা, বায়ুসেনার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় সেনার হেলিকপ্টারে শেখ হাসিনা নয়াদিল্লির কাছে হিন্দোন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অবতরণ করেছিলেন। তারপর থেকে গত ৫ মাস ধরে তিনি ভারতের আতিথেয়তায় রয়েছেন।

বাংলাদেশ ভারতের কাছে রণকৌশলগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেছেন জেনারেল দ্বিবেদী। তবে একইসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তখনই স্বাভাবিক হবে যখন পদ্মাপারে একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমলে বাংলাদেশে যেভাবে ভারতবিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়েছে তাতে দুই দেশের স্বাভাবিক সম্পর্কে আঁচ লেগেছে। কাঁটাতার বসানো নিয়ে দুই দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে টানাপোড়েনও শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, 'সামরিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমি নিয়মিত বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছি। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দুই দেশের সামরিক কাজকর্ম সামান্য বিলম্বিত হচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশের সামরিক সহযোগিতা এবং সম্পর্ক আগের মতোই অব্যাহত রয়েছে।'

---

৮০ শতাংশ জঙ্গিই পাকিস্তানি

শ্রীনগর, ১৩ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরে আত্মগোপন করে থাকা জঙ্গিদের ৮০ শতাংশই পাকিস্তানি নাগরিক। গত বছরে কাশ্মীর উপত্যকায় নিহত জঙ্গিদের মধ্যেও প্রায় ৬০ শতাংশ পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত। সোমবার এ কথা জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তিনি বলেন, কাশ্মীর উপত্যকায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা যে হচ্ছে না, তা নয়।

কাশ্মীর উপত্যকা এবং নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অঞ্চলে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর সোমবার আলোকপাত করেন সেনাপ্রধান। তিনি জানান, মজুত করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র পাচারের উদ্দেশ্যে অনেক সময় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ড্রোন ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে। কখনও আবার ড্রোনের মাধ্যমে মাদক পাচারের চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে উত্তর কাশ্মীর এবং ডোডা-কিস্তওয়ার অঞ্চলের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন তিনি। সেনাপ্রধানের কথায়, গত কয়েক মাসে এই অঞ্চলগুলিতে জঙ্গি কার্যকলাপ বেড়েছে।

তবে সার্বিকভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই

কাশ্মীর প্রসঙ্গে জেনারেল দ্বিবেদী

রয়েছে বলে জানান জেনারেল দ্বিবেদী। তিনি আরও জানান, '২০২৪ সালে অতিরিক্ত ১৫ হাজার সেনা মোতায়েনের ফলে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।' উদাহরণ হিসাবে গত বছরে উপত্যকায় লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন এবং অমরনাথ যাত্রার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়। সেনাপ্রধান জানান, গত বছরে পাঁচ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থী অমরনাথ যাত্রায় অংশ নেন। নির্বাচনও শান্তিপূর্ণভাবে মিটেছে উপত্যকায়। ভূস্বর্গের পরিস্থিতি সন্ত্রাসবাদ থেকে পর্যটনের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে বলে মনে করছেন তিনি।

ঘটনাচক্রে সোমবারই কাশ্মীরের সোনমার্গে জেড-মোড় সুড়ঙ্গের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই সুড়ঙ্গের ফলে সব ঋতুতে কাশ্মীর ও লাদাখের মধ্যে যোগাযোগের পথ খুলে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৬৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই সুড়ঙ্গ প্রায় ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ। মূল সুড়ঙ্গ ছাড়াও রয়েছে দ্বিতীয় একটি সুড়ঙ্গ এবং আশপাশের রাস্তা। ফলে যেমন সুবিধা হবে সেনাবাহিনীর, তেমনই জম্মু-কাশ্মীরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগও বাড়বে। যা রাজ্যের অর্থনীতিকে পুষ্ট করবে।

সোমবার মণিপুরে চলমান হিংসা নিয়েও মন্তব্য করেন সেনাপ্রধান। তিনি বলেন, যৌথ প্রচেষ্টা ও সরকারের উদ্যোগে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাঁর দাবি, 'পুনরাবৃত্ত গতিতে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেও নিরাপত্তাবাহিনী শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ঠিকভাবে সমন্বয় করছে। আশা করি, শীঘ্রই পরিস্থিতির উন্নত হবে। নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যে কোনও সমন্বয়ের অভাব নেই।'

লাদাখে চিনের সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) সম্পর্কে জেনারেল দ্বিবেদী পরিস্থিতিকে 'স্পর্শকাতর কিন্তু স্থিতিশীল' বলে বর্ণনা করেন। তিনি জানান, উত্তেজনা কমানোর জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পাশাপাশি বিশেষ প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়েছে। তাঁর কথায়, 'ডিসেম্বরে দু'দফায় আলোচনা হয়েছে, যেখানে উভয়পক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট।' তবে চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে কৌশলগত ধৈর্যের প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন সেনাপ্রধান।

ভুল ব্যক্তিকে গুলি ভাড়াটে খুনির, ধৃত ৩

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি : পরকীয়ায় মজেছিলেন আইনজীবী আফতাব। এজন্য প্রেমিকার স্বামী ও বাবাকে খুন করার ছক কষে ভাড়াটে খুনি নিয়োগ করেন। তাদের অগ্রিম ২ লক্ষ টাকা দেন। কিন্তু বিধি বাম। ভাড়াটে খুনি ভুল ব্যক্তিকে গুলি করে। মৃত্যু হয় মহম্মদ রিজওয়ান নামে এক ট্যাক্সিচালকের। ৩০ ডিসেম্বর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মাদেহগঞ্জে। আইনজীবী সহ তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। ডিসিপি (মধ্য) রবীনা ত্যাগী গ্রেপ্তারের খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তদন্তে নেমে পুলিশ একটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে ১৪টি তাজা কার্তুজ, একটি বাইক ও তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। পুলিশ তদন্তে নেমে জেনেছে, খুন করানোর জন্য ইয়াসিরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল আফতাব। ইয়াসির আবার কৃষ্ণকান্ত নামে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নেয়। দু'জনেই ভুল ব্যক্তিকে গুলি করেছে একথা জানার পর আফতাব বাকি টাকা দিতে অস্বীকার করে।

লখনউয়ে লহরী উৎসবে মেতেছেন সব বয়সের মহিলারা। সোমবার।

লাদাখ সীমান্তে মহড়া চিনের, সতর্ক ভারত

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : ভয়ংকর শীতের মধ্যেও পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে মহড়া চালাল চিন। শিনজিয়াং সামরিক কমান্ডের নেতৃত্বে ওই মহড়ায় চালকবিহীন যান, ড্রোন সহ নানা উন্নত প্রযুক্তির সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়েছে। চিনের সেনা মহড়াকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সেনাবাহিনীও সতর্ক। নজর রাখা হচ্ছে লালফৌজের গতিবিধির ওপর। ভারতীয় সেনা সূত্রে খবর, তারাও শীতকালীন মহড়া পরিচালনা করছে। উন্নত করা হয়েছে সীমান্তের পরিকাঠামো। পিএলএ-এর ওপর নজর রাখতে লাগানো হয়েছে উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা। ড্রোন, স্যাটেলাইট ইমেজিং-এরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে কে-৯ বাজরা হাউইতজার, এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

বন্দিদের পেনশন

ভুবনেশ্বর, ১৩ জানুয়ারি : জরুরি অবস্থার সময় ওড়িশায় যাঁরা বন্দি হয়েছিলেন, তাঁদের জন্য মাসিক ২০ হাজার টাকা পেনশন ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল ওড়িশা সরকার। সোমবার এই ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বন্দিরা কে কতদিন কারাগারে ছিলেন, তা দেখা হবে না। ২০২৫-এর ১ জানুয়ারি থেকে সুবিধাগুলি দেওয়া হবে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। ২১ মাস তা ছিল। সেই সময় ওড়িশার বিভিন্ন কারাগারে বহু রাজনৈতিক নেতা বন্দি হয়েছিলেন। তার সঠিক সংখ্যা কিন্তু জানা যায়নি। বিজেপি জরুরি অবস্থার কট্টর সমালোচক। ওড়িশা সরকারের এই কর্মসূচি বিজেপির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।

১,০৪৮ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

উধাও ১২ লক্ষ কোটির বিনিয়োগ

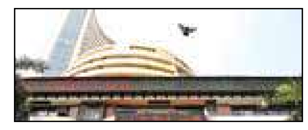

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি : একদিকে ডলারের অনুপাতে টাকার দামে পতন, অন্যদিকে বিদেশি লগ্নিকারীদের একাংশের মধ্যে ভারতীয় বাজার থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা, জোড়া ফলায় টানা ৪ দিন নিম্নমুখী থাকল বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার সূচক নিফটি ও সেনসেক্স। সোমবার সকালে বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে থাকে সেনসেক্স। বাজার বন্ধের সময় সূচক ছিল ৭৬,৩৩০ পয়েন্টে। আগের দিনের চেয়ে ১,০৪৮ পয়েন্ট নীচে। পতনের হার ১.৩৮ শতাংশ। একইভাবে নিফটিও ৩৪৫ পয়েন্ট (১.৪৭ শতাংশ) নেমে ২৩,০৮৫ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে। মাত্র একদিনে প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা হারিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। বিএসইতে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির বাজারজাত মূলধনের মোট পরিমাণ কমে ২২৪ লক্ষ কোটি টাকার আশপাশে রয়েছে।

আগামী কয়েকদিন এই প্রবণতা বজায় থাকতে পারে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তাঁদের পর্যবেক্ষণ, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হতেই সেখানে শেয়ার বাজার চড়তে শুরু করেছে। চড়া বাজারের সুযোগ নিতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আমেরিকায় বেশি করে লগ্নি করছেন। ফলে ভারতের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ কমেছে। যার প্রভাব পড়েছে টাকা ও ডলারের ওপর। এক ডলারের নিরিখে টাকার দাম সর্বকালীন ২৭ পয়সা কমে ৮৬.৩১ টাকা হয়েছে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামও ক্রমাগত বাড়ছে। ভারত, চিনের মতো আমদানিকারক দেশগুলির বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ারে যার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শেয়ার সূচকের পতনেও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি অনুঘটকের কাজ করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দমকলকর্মী সেজে চুরি লস অ্যাঞ্জেলসে

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ জানুয়ারি : কারও সর্বনাশ, কারও পৌষমাস। একদিকে যখন হলিউডের মহাতারকা থেকে শুরু করে অতিসাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি জ্বলছে দাবানলে, অন্যদিকে তখন প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার মধ্যেই একদল নেমে পড়েছে চুরি-ছিনতাই করতে! তারা দমকল কর্মীর ছদ্মবেশে পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে ঢুকে ইচ্ছামতো লুটপাট চালাচ্ছে। দাবানলে রবিবার পর্যন্ত ২৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলের মধ্যে দমকল কর্মীর পোশাক পরে চুরির সময় গ্রেপ্তার হয়েছেন এক ব্যক্তি। মালিবু এলাকার একটি বাড়িতে চুরির সময় তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির শেরিফ বিভাগের প্রধান রবার্ট লুনা। এবিসি সেভেন এ খবর জানিয়েছে। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে লুনা বলেন, 'ধৃত ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখি, যাঁকে ফায়ার ফাইটারের মতো লাগছিল।' লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ প্রধান জিম ম্যাকডোনেল জানান, 'দমকল কর্মীর ছদ্মবেশ ধারণের অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

> আগুন কবলিত ও জনমানবশূন্য এলাকার সম্পত্তি সুরক্ষা কিংবা লুটেরাদের দূরে রাখতে কার্ফিউ জারি করা হয়েছে। এটি জননিরাপত্তা কর্মীদের সুরক্ষিত রাখতেও সহায়তা করবে।
>
> **জিম ম্যাকডোনেল**

লুনা জানিয়েছেন, লস অ্যাঞ্জেলেস এলাকায় দাবানল ঘিরে বিভিন্ন অভিযোগে ২৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। দাবানল কবলিত ইটনের আশপাশ থেকে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে ছয়জন গ্রেপ্তার হয়েছেন শনিবার রাতে। তিনজন গ্রেপ্তার হন কার্ফিউ লঙ্ঘনের জন্য এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্যালিসেডসের দাবানল এলাকার আশপাশ থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে একজনকে শনিবার কার্ফিউ লঙ্ঘনের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দাবানলের কারণে যেসব এলাকা খালি করার আদেশ রয়েছে, সেসব এলাকা এড়িয়ে চলতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ম্যাকডোনেল। তিনি জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধে ৬টা থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত কার্ফিউ বলবৎ থাকবে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশপ্রধান বলেন, 'আগুন কবলিত ও জনমানবশূন্য এলাকার সম্পত্তি সুরক্ষা কিংবা লুটেরাদের দূরে রাখতে কার্ফিউ জারি করা হয়েছে। এটি জননিরাপত্তা কর্মীদের সুরক্ষিত রাখতেও সহায়তা করবে।' তাঁর কথায়, 'আপনি যদি জননিরাপত্তা কর্মী বা অন্য কোনও দুর্যোগ কর্মী না হন, সেক্ষেত্রে আপনার এসব এলাকায় অবস্থানের কোনও কারণ নেই। আপনি যদি এসব এলাকায় থাকেন, তবে আপনাকে গ্রেপ্তার হতে হবে।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুনে মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় সময় রবিবার পর্যন্ত অন্তত ২৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত পালিসেডসের দিকে আটজনের দেহ পাওয়া গিয়েছে। বাকি ১৬ জনের দেহ মিলেছে ইটনের দিক থেকে।

পাঁচদিনের ভয়াবহ তাণ্ডবের পরও জ্বলছে আগুন। দাবানল নতুন করে মোড় নিয়েছে ব্রিটেন উডস এবং সান ফার্নান্দো ভ্যালির দিকে।

'জুকেরবার্গের ভ্রান্ত দাবি'

নয়াদিল্লি ১৩ জানুয়ারি : করোনা মহামারির প্রভাব এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি গোটা বিশ্বে গভীর প্রভাব ফেলেছে। যার জেরে ২০২৪-এ ভারত সহ বিভিন্ন দেশে যেসব নির্বাচন হয়েছে তাতে নাকি শাসকদলগুলি পরাজিত হয়েছে। সম্প্রতি এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে এমনই দাবি করেছিলেন মেটা-ফেসবুকের কর্ণধার মার্ক জুকেরবার্গ। তাঁর এই বক্তব্য নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। সোমবার এক্স পোস্টে জুকেরবার্গের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। তিনি জানান, জুকেরবার্গ ভুল তথ্য দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। মেটা কর্তাকে 'ফ্যাক্ট চেক'-এর পরামর্শ দিয়েছেন বৈষ্ণো। তিনি বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারত ২০২৪-এ নির্বাচনের আয়োজন করেছিল। ভোট দিয়েছিলেন ৬৪ কোটির বেশি মানুষ। ভারতের জনগণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ জোটের প্রতি ফের আস্থা দেখিয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ, ২২০ কোটি কোভিড টিকা সরবরাহের কথা উল্লেখ করেছেন বৈষ্ণো। জুকেরবার্গের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন, '২০২৪-এ ভারত সহ বেশিরভাগ দেশে ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচনে হেরে গিয়েছে, এটি বাস্তবিকভাবেই ভুল বক্তব্য।'

সামাজিক উদ্যোগের প্রভাব

পুত্রসন্তানের হার কমেছে ভারতে

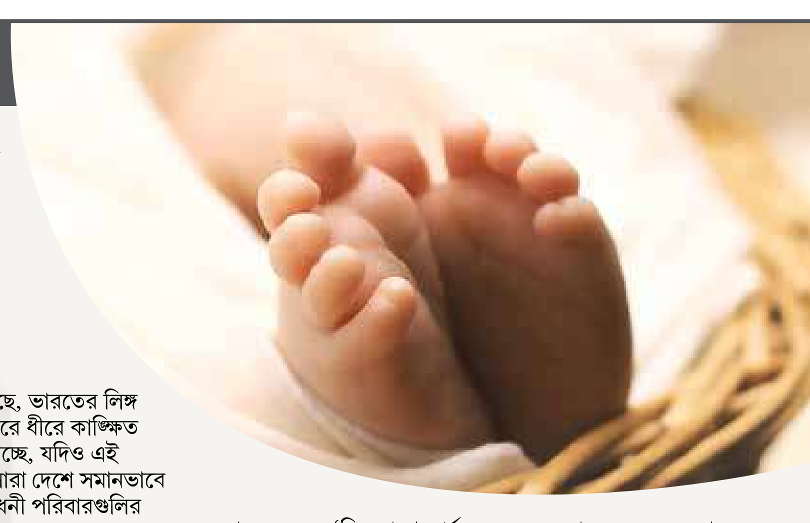

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : কন্যাভ্রূণ হত্যা রুখতে আস্ত একটি আইন থাকা সত্ত্বেও কন্যাভ্রূণ হত্যায় ভারতের স্থান বরাবর উঁচুর কোঠায়। সেই অবাঞ্ছিত 'চূড়া' থেকে কবে দেশ নেমে আসবে, তা জানেন না বিশেষজ্ঞরাও। ইতিমধ্যে মার্কিন মুলুকের এক গবেষণা জানাল যে, গত চার দশকে ভারতের নবজাতকদের মধ্যে পুত্রসন্তানের হার ৫৪ শতাংশ থেকে ৫১.২ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি এবং সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলির মধ্যে পুত্রসন্তানের হার এখনও তুলনামূলকভাবে বেশি।

গত শতকের আটের দশকের (১৯৮০) শেষ থেকে ভারতে জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত (এসআরবি) ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ দেশগুলির মধ্যে একটি। ২০২২ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, গত দু'দশকে ভারতে প্রতি ১০০ কন্যাশিশুর অনুপাতে ১১০ পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছে। যা চিন (১১৫), আর্মেনিয়া (১১৪) এবং ভিয়েতনাম (১১১)-এর সঙ্গে তুলনীয়। পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা এবং আল্ট্রাসাউন্ড সহ প্রাক-জন্ম লিঙ্গ নির্ণয় প্রযুক্তির প্রসার এই প্রবণতার পিছনে কাজ করেছে। ১৯৯৪ সালে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিষিদ্ধ হলেও অনেক জায়গায় এই প্রক্রিয়া অবৈধভাবে চালু ছিল, যার ফলে কন্যাভ্রূণ হত্যা চলতে থাকে।

পিউ রিসার্চের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভারতের লিঙ্গ অনুপাত ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত দিকে এগোচ্ছে, যদিও এই পরিবর্তন সারা দেশে সমানভাবে ঘটছে না। ধনী পরিবারগুলির মধ্যে পুত্রসন্তানের হার এখনও তুলনামূলক বেশি। ২০১২-২০২১ সময়সীমায় দেখা গিয়েছে, উচ্চবিত্ত পরিবারের নবজাতকদের মধ্যে পুত্রসন্তানের হার ছিল ৫২.৮ শতাংশ, মধ্যবিত্ত পরিবারে ৫২.১ শতাংশ এবং দরিদ্র পরিবারে ৫১.১ শতাংশ। পঞ্জাব এবং হরিয়ানার মতো উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতেও এই হার ওপরের দিকে থেকে গিয়েছে।

জন্স হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর অধ্যাপক ও গবেষক দলের প্রধান দিবাকর মোহন বলেন, 'নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পরেও অনেক জায়গায় প্রাক-জন্ম লিঙ্গ নির্ধারণ গোপনে চলেছে। আর্থিকভাবে সচ্ছল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সহজেই এই সুবিধা পেয়েছেন। ১৯৯৫-২০০৩ সময়সীমায় পুত্রসন্তানের উচ্চ হারের জন্য ধনী পরিবারগুলিকে নিশ্চিতভাবেই দায়ী করা যায়। তবে ২০০৪-২০১১ এবং ২০১১-২০২১ সময়সীমায় এই হার কিছুটা হলেও কমেছে। সামাজিক সচেতনতা প্রসার ও সরকারি উদ্যোগের ফলেই এটা হয়েছে।'

মোহনের মতে, কোনও একটি নীতি নয়, বরং একাধিক উদ্যোগের জন্যই 'জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত'-এ এহেন ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তাঁর কথায়, 'এ ব্যাপারে প্রি-ন্যাটাল সেক্স ডিটারমিনেশন বেআইনি ঘোষণা করা ছাড়াও কন্যাসন্তানদের জন্য নগদ সহায়তা প্রকল্প, সঞ্চয় প্রকল্প এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও জাতীয় প্রচার অভিযানের বড় ভূমিকা রয়েছে।'

তবে মোহন সতর্ক করে এও বলেন, 'শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ার ফলে কন্যাসন্তানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা বদলালেও, ধনী পরিবার এবং উত্তরাঞ্চলে লিঙ্গবৈষম্য এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

একনজরে

- চার দশকে ভারতের নবজাতকদের মধ্যে পুত্রসন্তানের হার ৫৪ শতাংশ থেকে ৫১.২ শতাংশে নেমে এসেছে
- দু'দশকে ভারতে প্রতি ১০০ কন্যাশিশুর অনুপাতে ১১০ পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছে
- পঞ্জাব, হরিয়ানার মতো উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি এবং সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলির মধ্যে পুত্রসন্তানের হার এখনও বেশি
- 'জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত'-এ ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে প্রি-ন্যাটাল সেক্স ডিটারমিনেশনে নিষেধাজ্ঞা, কন্যাসন্তানদের জন্য নগদ সহায়তা প্রকল্প, সঞ্চয় প্রকল্প এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রচার অভিযান

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ

কাজ নেই চেয়ারপার্সন, কর্মীদের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : কোনও কাজ নেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর চলছে নিজ তালেই। দুইয়ের মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই বললেই চলে। শিলিগুড়িতে সরকারি সচিবালয় উত্তরকন্যায় পর্ষদের অফিসও রয়েছে কাজের অপেক্ষায়। নয় নয় করে ১২ জন কর্মী আছেন সেখানে। তাঁদের হাতে পর্ষদের কোনও কাজ না থাকায় অন্য দপ্তরের কাজ তাঁদের দিয়ে করানো হচ্ছে। পর্ষদের চেয়ারপার্সন, বর্তমানে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের গলাতেও আক্ষেপের সুর। সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানালেন, আদৌ কোনও কাজই নেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের। কার্যত বসেই রয়েছে পর্ষদ। পর্ষদের লোকজন আছে, তাঁদের হাতে কোনও কাজ নেই। পর্ষদের চেয়ারপার্সন হিসেবে আমি ছাড়াও আরও ১৬/১৭ জন সদস্য আছে। আছেন সবাই এই পর্যন্তই। অথচ পর্ষদের এই অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার কথা নয়। কারণ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর হওয়ার আগে উত্তরবঙ্গের আট জেলায় উন্নয়নের লক্ষ্যে বাম আমলে তৈরি হয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ।

মূলত সেই আমলে বামফ্রন্টের কৃষিমন্ত্রী প্রয়াত কমল গুহর ঐকান্তিক উদ্যোগে পর্ষদ গঠিত হয়। বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহারের ডাকাবুকো মন্ত্রী কমলবাবুর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় পর্ষদ গড়ে ওঠে। কাজও শুরু হয়। বাম আমলের পরে পর্ষদের গুরুত্ব দিনকে দিন কমতে থাকে। বর্তমান সরকারের আমলের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্ষদকে রেখেই নতুন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সূচনা করেন। তৃণমূল জমানায় শিলিগুড়ির গৌতম দেব ও কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরে দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন প্রয়াত বামফ্রন্ট মন্ত্রী, ফরওয়ার্ড ব্লকের কমল গুহর ছেলে উদয়ন গুহ। বাবার আমলে উদয়নও ছিলেন বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকে। পরে দলবদল করে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। এখন মন্ত্রী। সেই উদয়নকে এদিন 'নিষ্ক্রিয়' পর্ষদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, 'আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের কেউ নই।' উলটে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'পর্ষদ নিয়ে যা কিছু বলার বা জিজ্ঞাসা করার আছে আপনারা পর্ষদের লোকেদের বলুন। আমি পর্ষদের কেউ নই।' এর বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি। যদিও উদয়নের কথাতেই স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে পর্ষদের আদৌ এখন কোনও সমন্বয় নেই। দপ্তরের

> আমার সময় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সার্বিক উন্নয়নে দপ্তর ও পর্ষদ সমন্বয় করেই কাজ করেছে, এখন কী হচ্ছে তা দপ্তর মন্ত্রীই বলতে পারবেন। আমার বলার কথাও নয়।
>
> **গৌতম দেব**

বিবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে উদয়ন সরব থাকলেও পর্ষদ নিয়ে কোনও কথা নেই তাঁর মুখে। অথচ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন দুই মন্ত্রী গৌতম দেব ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁদের আমলে দপ্তরের সঙ্গে পর্ষদের কাজকর্মের সমন্বয়ের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন এদিন উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন, পর্ষদের বৈঠক ডেকেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সাড়া পাচ্ছি না। সম্প্রতি দু'টো বৈঠকে উন্নয়নমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। অথচ তিনি আসেননি। কী আর করা যাবে, পর্ষদের লোকজন নিয়ে কাজের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া কী উপায়।'

৫ জেলা সভাপতি বদলের আভাস

ছাব্বিশের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গে ঘুঁটি বিজেপির

সানি সরকার

রদবদলে চর্চা

- জেলা সভাপতি পদে কোনও বিধায়ককে রাখা হবে না
- কোচবিহারে সরে যেতে হতে পারে সুকুমার রায়কে
- সাংসদ হওয়ার পর সাংগঠনিক কাজে সময় দিতে পারছেন না আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা
- তাই তাঁকেও সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে
- তবে জলপাইগুড়িতে বাপি গোস্বামী নাও সরতে পারেন

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : '২৬-এর ভোটের অঙ্ক কষে উত্তরের পদ্মবনে বাড়তি নজর দিতে চাইছে বিজেপি। জেলা সভাপতি পদে রদবদল করে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা হয়েছে ইতিমধ্যে। দলীয় সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের সাংগঠনিক ৯টি জেলার মধ্যে পাঁচটিতে নতুন মুখ আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভোটের ফলাফল যেমন খতিয়ে দেখা হয়েছে, তেমনই নজরে রাখা হচ্ছে সদস্যতা অভিযানে বর্তমান জেলা সভাপতিদের ভূমিকা। পাহাড় থেকে সমতল, জেলায় জেলায় যে মুখের পরিবর্তন ঘটছে, সেই বার্তাও পেয়ে গিয়েছেন নেতারা। তবে দলীয় বিষয় নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ। সকলেই তাকিয়ে রয়েছেন চলতি মাসের শেষের দিকে।

সদস্যতা অভিযান শুরুর আগেই 'সক্রিয়তায়' জোর দেওয়ার কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। নিষ্ক্রিয়দের পদ থেকে যে সরিয়ে দেওয়া হবে, সেই বার্তাও দিয়ে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ তখন থেকেই বিজেপিতে রদবদলের চর্চা চলছে। এমন রদবদলে অবশেষে সিলমোহর পড়তে চলেছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর।

দলীয় সূত্রে খবর, এখন থেকে জেলা সভাপতি পদে কোনও বিধায়ককে রাখা হবে না। তাই কোচবিহারে সরে যেতে হতে পারে সুকুমার রায়কে। তাঁর জায়গায় আসতে পারেন অভিজিৎ বর্মন। সাংসদ হওয়ার পর সাংগঠনিক কাজে সময় দিতে পারছেন না আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। তাই তাঁকেও সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। পরিবর্তে জেলা সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা মিঠু দাসের। তবে জলপাইগুড়িতে পাঁচ বছরের বেশি সময় জেলা সভাপতি থাকার পরও নাও সরতে পারেন বাপি গোস্বামী। এর মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে বিধানসভা, লোকসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালো ফলের পাশাপাশি সদস্যতা অভিযানের সাফল্যও। বাপির নেতৃত্বে রাজ্য সদস্যতা অভিযানে জলপাইগুড়ি রয়েছে চার নম্বরে। তবে সাংগঠনিক বিষয়ে কিছু বলবেন না বলে নানা প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

সদস্যতা অভিযানে রাজ্যে দ্বিতীয় থাকার পুরস্কার হিসেবে ফের দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলা সভাপতি হিসেবে থেকে যেতে পারেন স্বরূপ চৌধুরী। মালদা উত্তর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে ফের থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে উজ্জ্বল দত্তরও। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলাতেও জেলা সভাপতি হিসেবে অরুণ মণ্ডলের ওপর আস্থা রাখতে পারে দল। সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা এক লক্ষের গণ্ডির বেশি এগিয়ে যেতে পারেনি। যেহেতু এই জেলায় মাত্র চারটি বিধানসভা রয়েছে, সেহেতু এক লক্ষকে পাশ মার্ক ধরা হয়েছে। জেলা সভাপতি পদ নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি অরুণও। তবে দার্জিলিং সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রে সভাপতি পরিবর্তন অনিবার্য। কল্যাণ দেওয়ানকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় সুজেন্দ্র রাইকে নিয়ে আসার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। একইভাবে উত্তর দিনাজপুরে বাসুদেব সরকারের পরিবর্তে জেলা সভাপতি করা হতে পারে তাপস বিশ্বাসকে। মালদা দক্ষিণের সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। পার্থসারথি ঘোষের পরিবর্তে অজয় গঙ্গোপাধ্যায় জেলা সভাপতি হতে পারেন।

তবে সমস্ত কিছুই এখন সম্ভাবনার জায়গায় রয়েছে। ফলে এই নামগুলিতে সিলমোহর না পড়া পর্যন্ত নিশ্চিত নয় কোনও কিছুই। রাজ্য স্তরের এক নেতার কথায়, 'সাংগঠনিক অনেক ক্ষেত্রেই রদবদল হচ্ছে বা হবে। এটাই দলীয় প্রক্রিয়া। তবে আমাদের দলে চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।'

তদন্তে সিআইডি

প্রথম পাতার পর

যাতে সিবিআই তদন্তের আবেদন করা হয়েছে। আবেদনকারীদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের একটি সংস্থার উৎপাদিত নিম্নমানের স্যালাইনটিকে আগেই কর্ণাটক সরকার কালো তালিকাভুক্ত করেছিল। প্রধান বিচারপতি মামলাটি দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার মামলা দুটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। মুখ্যসচিব অবশ্য জানিয়েছেন, 'যে স্যালাইনটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ৭ তারিখ আবার একই নির্দেশ দেওয়া হয়। সমস্যাটির খবর পাওয়ার পর উৎপাদক কোম্পানিতে ওই স্যালাইন তৈরি বন্ধ রাখতেও বলা হয়। তারপর আর ওদের কাছ থেকে ওই ব্যাচের স্যালাইন নেওয়া হয়নি।' তাহলে ওই স্যালাইনে বিপত্তি হল কেন? মনোজের জবাব, 'বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখা হবে।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আবার এই ঘটনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের বিরুদ্ধে এফআইআর করার দাবি তুলেছেন।

গণধর্ষণে ফেরার ধৃত

কিশনগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : গণধর্ষণের অভিযোগে ফেরার প্রৌঢ় মহম্মদ আজাদ আলিকে রবিবার গোপন ডেরা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পূর্ণিয়া পুলিশ। পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার কার্তিকেও শর্মা সাংবাদিক বৈঠক করে এ খবর দেন। তিনি বলেন, 'গত বছরের ২২ নভেম্বর অমৌর থানা এলাকার এক গ্রামে এক তরুণীকে অপহরণের পর ধর্ষণ ও খুন করা হয়।

এ ব্যাপারে মৃতের মা থানায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। পুলিশ তদন্তে নেমে ফরেন্সিক পরীক্ষা ও মোবাইলের কল লিস্ট ঘেঁটে আজাদ সহ তিনজনের নাম জানতে পারে। তারাই মেয়েটিকে অপহরণ, গণধর্ষণ ও খুনে যুক্ত বলে তদন্তে প্রমাণিত। ঘটনায় ফেরার অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বছর ষাটের আজাদকে গ্রেপ্তার করে। বাকিদেরও খোঁজ চলছে।' সোমবার পূর্ণিয়া আদালত ধৃতকে ১৪ দিনের জন্য জেলে পাঠিয়েছে।

অফিসে স্তব্ধতা

প্রথম পাতার পর

সতর্কতার সঙ্গে কীভাবে রোগীর শরীরে স্যালাইন দেওয়া হবে তার কোনও ব্যাখ্যা নির্দেশিকায় নেই। ফলে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে খোদ চিকিৎসকরাই বিভ্রান্ত। কেননা পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি যে আরএল নিয়ে এত হইচই স্বাস্থ্য দপ্তর তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। বরং বলা হয়েছে, উৎপাদন বন্ধ থাকায় ওই সংস্থা আরএল সরবরাহ করতে পারছে না। তাই আপাতত স্থানীয়ভাবে এই স্যালাইন কিনে কাজ চালাতে হবে। পাশাপাশি এই সংস্থার তৈরি বাকি ১৩টি স্যালাইন ও ইনজেকশন সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক হাসপাতালের বিভিন্ন অন্তর্বিভাগে একটি নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। সেখানে এই সংস্থার আরএল স্যালাইনে ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে। সংস্থার বাকি যে ১৩টি স্যালাইন ও ইনজেকশন রয়েছে সেগুলি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এনিয়ে ধন্দ বাড়ছে। হাসপাতাল সুপারের অবশ্য বক্তব্য, 'স্যালাইন ব্যবহারের পর রোগীর শারীরিক পরিস্থিতির দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখতে হবে। কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেই ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।'

চোপড়ার সোনাপুরে জাতীয় সড়কের পাশে কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের স্যালাইন তৈরির কারখানা তৈরি হয়। ওষুধ, ইনজেকশন মিলিয়ে মোট ২৯টি চিকিৎসা সামগ্রী সংস্থাটি প্রস্তুত করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সংস্থা এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, দেশের আরও একাধিক রাজ্যেও কেন্দ্রীয়ভাবে এই সংস্থাকে স্যালাইন, ইনজেকশন সহ অন্যান্য পণ্যের বরাত দেওয়া হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এভাবেই কেন্দ্রীয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গেও এই সংস্থার স্যালাইন, ইনজেকশন নেওয়া হচ্ছে। তবে, প্রায় ১০ মাস আগে কর্ণাটক সরকার এই সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করে। সেই নোটিশের কপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তর কোনও গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ। এমনকি গত বছরের নভেম্বর মাসে কর্ণাটক সরকারের তরফে ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়াকে (ডিসিজিআই) চিঠি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানানো হয়। তারপরই ডিসিজিআই ওই সংস্থার উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। তারপরও এরাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ওই সংস্থার মজুত স্যালাইন ব্যবহার হচ্ছে। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিন প্রসূতির অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় চিকিৎসকরা প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের আরএল স্যালাইনকেই দায়ী করেছেন। ছয় মাস আগে ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একাধিক প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্য দপ্তর সেই সময় নড়েচড়ে বসেছিল। স্বাস্থ্যকর্তাদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের একটি তদন্তকারী দল প্রসূতি মৃত্যুর তদন্ত করেছিল। তদন্তের পর যে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছিল তার মধ্যে এই সংস্থার আরএল স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত অন্যতম। ছয় মাস ধরে এই হাসপাতালেও ওই সংস্থার স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন 'বিপদ'-এর আগাম আঁচ পেয়েছিল? মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পূরণ শর্মাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

বাহাদুরগঞ্জে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জে সকৌর গ্রামের কাছে রবিবার রাতে গাঢ় কুয়াশায় দৃশ্যমানতা হারিয়ে একটি বাইক রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই বাইকচালক নাটুয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ নিয়াজ আলম (৩০)-এর মৃত্যু হয়। সোমবার সকালে গ্রামবাসীরা মৃতদেহ দেখে পুলিশে খবর দেন। বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

তোলাবাজি

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় ব্যবসায়ী কমল চাকি ইতিমধ্যেই চেকপোস্ট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতিকে বুকিং হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমাকে প্রথমে দোকান বানাতে ৮৫ হাজার টাকা বলেছিল। তারপর শুনলাম ৭৫ হাজার টাকা দিতে হবে। আমি অগ্রিম হিসেবে ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার টাকা দিয়েছি। দোকান হাতে নেওয়ার সময় বাকি ২৫ হাজার টাকা দিতে হবে।'

অভিযোগ, অগ্রিম টাকা দেওয়া হলেও তার জন্য কোনও রসিদ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ী গোবিন্দ দাস, সঞ্জয় পাল প্রমুখ। তাঁদের কথায়, 'পুরনিগমের নাম করে ওই টাকা নেওয়া হচ্ছে। তাই আমরা স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতিকে দিচ্ছি। যদিও বুকিংয়ের কোনও কাগজপত্র দেওয়া হয়নি।'

এদিকে, তালিকাতে নাম ঢোকানো নিয়ে স্থানীয় নেতারাও আসরে রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে সম্প্রতি চেকপোস্ট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির অফিসে আয়োজিত বৈঠকে বচসাও হয়েছে। বচসা থামাতে আবার সেখানে গিয়েছিলেন স্থানীয় ৪২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শোভা সুব্বা। এমনকি একাধিকবার তালিকা পরিবর্তনও করা হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন বিপ্লব রায়মুহুরি।

তিনি বলেন, 'ভুয়ো নাম কোনওভাবেই আমরা বরদাস্ত করব না। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি তালিকা তৈরি করছে। ওদের উপর আমরা ভরসা করেছিলাম। কিন্তু যে অভিযোগ পাচ্ছি তাতে আমরা নিজেরা প্রতিটি দোকানে গিয়ে প্রকৃত মালিকদের নাম নথিভুক্ত করছি।'

স্বপনের কথায় ডিজিটাল সই

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৩ জানুয়ারি : মাল পুরসভার পাঠানো শোকজের উত্তর দিলেন অভিযুক্ত পুরকর্মী প্রসেনজিৎ দত্ত। সেই চিঠিতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে তিনি ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট কাণ্ডের পুরো দায় চাপিয়েছেন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার ওপর। চেয়ারম্যানের সঙ্গে ফোনে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

সোমবার পুরসভায় চেয়ারম্যানের নামে একটি চিঠি আসে। সেসময় পুরসভায় উপস্থিত চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেন পুরসভার আধিকারিকরা। মাল পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, চিঠিটি পাঠিয়েছেন সাসপেন্ড থাকা পুরকর্মী প্রসেনজিৎ দত্ত। সেই চিঠিতে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করেছেন। সেইসঙ্গে প্রসেনজিৎ লিখেছেন, চেয়ারম্যানের ডিজিটাল সই সবসময় তাঁর অনুমতি নিয়েই ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি সইগুলি তাঁর সামনেই করা হয়েছে। প্রসেনজিতের অভিযোগ, তাঁর হেপাজতে থাকা ডিজিটাল সিগনেচার ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে স্বপন ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা চাপ দিয়ে বাধ্য করা হয়। এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে পুরসভা প্রশাসন। কোনও মন্তব্য করতে চাননি পুরসভার দায়িত্বে থাকা ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি।

আফগান নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিকত্বের ভুয়ো সার্টিফিকেট দেওয়ার ঘটনায় এখনও বেপাত্তা মূল অভিযুক্ত পুরকর্মী প্রসেনজিৎ দত্ত। মাল পুরসভার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ বিভাগের দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধেই। পরবর্তীতে প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে পুরসভা থেকে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা তাঁদের তদন্তে জানতে পারেন, মাল পুরসভা থেকেই ১১ জন আফগান নাগরিকের জন্ম শংসাপত্র বেআইনিভাবে দেওয়া হয়েছে। সেই শংসাপত্র ব্যবহার করে সেই আফগান নাগরিকরা ছয়টি পাসপোর্ট তৈরি করে। গোয়েন্দাদের অনুসন্ধানে মাল পুরসভার এই ঘটনায় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। দু'দফায় চিঠি দিয়ে পুরসভার কাছে যাবতীয় তথ্য জানতে চায় সিবিআই। তার মধ্যে ৯ ডিসেম্বর দ্বিতীয় ই-মেলে পনেরোজনের নামের তালিকা দিয়ে সিবিআই সমগ্র তথ্য জানতে চায়। চেয়ারম্যান স্বীকার করেন, মাল পুরসভা থেকেই ১১টি জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে। তবে তাঁর দাবি ছিল, তাঁর ডিজিটাল সই ব্যবহার করা হয়েছে বিনা অনুমতিতে।

১৭ ডিসেম্বর মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ করেন চেয়ারম্যান। সেদিনই প্রসেনজিতের থেকে সমস্ত দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। তার একদিন আগেই প্রসেনজিৎকে শোকজের চিঠি ধরানো হয়। তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ তিনি।

মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'শোকজের চিঠির বিষয়ে পুরসভা কিছু জানায়নি। তবে চিঠির সঙ্গে এই মামলার সম্পর্ক থাকলে অবশ্যই পুলিশ তদন্ত করবে।'

ভাওয়াইয়া কমিটি নিয়ে চর্চা

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : রাজ্য স্তরের ৩৬তম ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি শুরু হতেই কমিটি গঠন নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। সোমবার রাজ্য সরকারের তরফে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে কমিটির চেয়ারম্যান করে ২৪ জনের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে সেখানে জায়গা পাননি কোচবিহারের বর্তমান সাংসদ তথা রাজ্যের রাজবংশী জনপ্রতিনিধি জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। স্থান হয়নি জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন ও সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সংগীতা রায়েরও। ঘটনার কথা জানাজানি হতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে।

বাইক উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জানুয়ারি : গোপন খবরের ভিত্তিতে নাকা তল্লাশি চালিয়ে একটি চোরাই বাইক উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত সনৎ মজুমদার (২৫) খড়িবাড়ির বাসিন্দা। ঘোষপুকুর-চোপড়া ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে বাইকটি আটক করে পুলিশ। বাইকটি চুরির বলে স্বীকার করে নেয় ওই তরুণ। হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। বিচারক ধৃতের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। বাইক চুরির চক্রে আর কারা জড়িত জানতে তদন্ত করা হচ্ছে বলে বিধাননগরের ওসি প্রীতম লামা জানান।

নির্ভীক সাংবাদিকতা

প্রথম পাতার পর

আবার বাস্তারের আদিবাসীদের হয়ে যেমন সরকারের সমালোচনা করেছেন, তেমনই ছেড়ে কথা বলেননি মাওবাদীদেরও। সরাসরি অপ্রিয় প্রশ্ন করে চটিয়ে দিয়েছেন তাদেরও। তাঁর গরিব দরদের জন্য বন্ধুবান্ধবরা তাঁর নাম দিয়েছিল জেএনইউ। মাওবাদীদের বোমায় দশ বছরের এক বালকের মৃত্যুতে যেমন তিনি সোচ্চার, তেমনই তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ের মাঝে পড়ে ৬ মাসের এক শিশুর মৃত্যুকেও।

দেশের প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে সাংবাদিকদের কীভাবে কাজ করতে হয়, আরও একবার তা দেখিয়ে গেল মুকেশের মৃত্যু। দেখিয়ে গেল কতটা অসুরক্ষিত তাঁরা। এ দেশে গত দশ বছরে খবর করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে ২৮ জন সাংবাদিককে। এই হত্যা ঠেকাতে ছত্তিশগড়ে গত কংগ্রেস সরকারের আমলে তৈরি হয়েছিল আইন। তাতে নানা ব্যবস্থা নেওয়ার সংস্থানও ছিল। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। সেই আইনমতো ২০২৩ সালের ৬ অক্টোবর সরকারি আমলা, আইন বিশারদ, সাংবাদিকদের নিয়ে একটা কমিটিও হয়েছিল। তার নেতৃত্বে একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএফএস অফিসার। ইতিমধ্যে বিজেপির সরকার এসেছে। তৈরি হওয়ার পর থেকে ওই কমিটির একটাও মিটিং হয়নি।

বোঝাল নয়াদিল্লি

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশ সরকার রবিবার ভারতীয় হাইকমিশনারকে ডেকে বলে দিয়েছিল, সীমান্তে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়, এমন কোনও কাজ করা যাবে না। সোমবার পালটা বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারকে নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রক জানিয়ে দেয়, ভারত যা করছে নিজের ভূখণ্ডে করছে। দু'দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নিয়ম মেনে করছে। যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেখানে তা নির্মাণ করতে ভারত বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার বা সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় সোমবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে দু'দেশের মধ্যে এই টানাপোড়েনের পরিস্থিতিতে সোমবার ভারতের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদীর মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'গত বছর বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের দিন সেদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ জামানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।'

সেনাপ্রধানের কথায়, 'ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সেনা সহযোগিতা আগের মতোই স্বাভাবিক আছে। তবে দু'দেশের সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে যখন বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সরকার আসবে। তবে আজকের তারিখ পর্যন্ত বলতে পারি, ভারত ও বাংলাদেশের একে অপরের দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।' যদিও এই ঘোলাটে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ভারতবিদ্বেষ মাথাচাড়া দিচ্ছেই।

বিএনপি'র অন্যতম শীর্ষ নেতা রুহুল কবীর রিজভি সোমবার অভিযোগ করেন, শেখ হাসিনা সুবিধা দেওয়ায় বাংলাদেশ সীমান্তের ১৬০টি স্থানে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে ভারত। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব দুর্বল করে ওই কাঁটাতার লাগানো হয়েছে। ভারত আন্তর্জাতিক আইন ও দুই দেশের চুক্তি, কিছুই মানছে না। জিরো পয়েন্ট থেকে ১৫০ গজ সীমানার মধ্যে কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে দু'দেশের মধ্যে আলোচনা হওয়া জরুরি।

সোমবারই আবার হাসিনার মোবাইলের কলরেকর্ডের ফরেন্সিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। অন্যদিকে, সেদেশের হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী সরকারকে বৈধ বলে রায় দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের শপথকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা একটি রিট পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট।

এসএফ রোড নিয়ে

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ অবশ্য গৌতমের যুক্তি মানতে রাজি নন, 'উন্নয়নের নামে মেয়র জেদ করে টাকা অপচয় করছেন। রাস্তা চওড়া না হলে থানা, দমকল চোকড হয়ে যাবে এমন দাবি যুক্তিহীন। গাছগুলি উপড়ে ফেলার আগে সমস্ত বড় শাখাপ্রশাখা কেটে ফেলা হচ্ছে। যার ফলে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।' প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে এসএফ রোডের দুই পাশে সার্ভিস রোড তৈরি করা হচ্ছে।

পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটক বললেন, 'শালবাড়িতে গাছ না কেটেই পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তা চওড়া হয়েছে। তবে কেন শহরের ভেতর তা সম্ভব হবে না? এসএফ রোডে যদি সার্ভিস রোড তৈরিই করা হবে, তাহলে সেখানে কেন ফুড স্টল বসানো হল? পরিকল্পনার অভাবটা স্পষ্ট। আমরা সার্বিক উন্নয়ন চাই। সেজন্য আমাদের সকলের মতামত নিয়ে কাজ করা উচিত।'

এদিনের বৈঠকে শহরের বেশ কয়েকটি পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি তথা পরিবেশ কমিটির সদস্য অমিত সরকারের কথায়, 'বুধবার পরিবেশ কমিটির সদস্যরা মিলে শীতলাপাড়া ও সূর্য সেন পার্কের পেছনে দুটি জায়গা ঘুরে দেখব। সেখানে গাছগুলিকে পুনঃস্থাপন করা হচ্ছে। আর কী কী প্রয়োজন রয়েছে তা ঘুরে দেখে জানাব।'

যদিও পরিবেশ কমিটি যে মেয়রের কথার ওপর কথা বলতে পারবে না সে বিষয়ে বাসিন্দারা একরকম নিশ্চিতই। শক্তিগড়ের প্রবীণ বাসিন্দা জগন্নাথ সরকারের কথায়, 'সকলেই জানেন কী ঠিক হচ্ছে আর কী ভুল। কিন্তু মেয়রের যুক্তির বিরোধিতা করার ক্ষমতা ক'জনের আছে? তাই বিরোধীদের রাস্তায় নেমে লাগাতার আন্দোলন চালাতে হবে। আমাদের অভিভাবকরা এই গাছ লাগিয়েছেন। সেখানে সরকার এগুলি উপড়ে ফেলার দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে।'

মানুষই ন্যায়বিচার আনবে : অনিকেত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচার দেবে নাগরিক সমাজ, এমনই দাবি করল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট।

সোমবার শিলিগুড়িতে গণকনভেনশনে বক্তব্য রাখতে দিয়ে ফ্রন্টের নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতো বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই যে তদন্ত করছে, একটা বাচ্চাও তার চেয়ে ভালো তদন্ত করবে। তরুণী চিকিৎসক খুন, রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি আটকাতে রাজ্য সরকার, পুলিশ, সিবিআই, বিচার ব্যবস্থা অভিযুক্তদের শাস্তি না দিলেও নাগরিক সমাজ ন্যায়বিচার দেবে।' মূল বক্তাদের মধ্যে অন্যতম ডাঃ আসফাকুল্লা নাইয়ার বক্তব্য, 'আরজি কর কাণ্ড ধামাচাপা দিতে রাজ্য প্রশাসন সর্বশক্তি দিয়ে দিয়েছে। এখন রাজ্যের আমলাতন্ত্র শাসকতন্ত্রের অংশীদার হয়ে গিয়েছে। আমলারা শুধু স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে যান। সেখানে তাঁরা তিনটি কথাই বলেন, ইয়েস ম্যাম, নো ম্যাম এবং ওকে ম্যাম। এর বাইরে তাঁদের কোনও কিছু করার ক্ষমতাই নেই।' আগামী ১৮ জানুয়ারি আরজি করের ঘটনায় আদালত রায় দেবে। রায় দেখে পরবর্তী কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে তাঁরা জানান।।

আরজি কর কাণ্ডের ১৫০ দিন পরেও বিচার অধরা। ন্যায়বিচারের দাবিতে সোমবার বিকেলে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে গণকনভেনশনের ডাক দিয়েছিল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সিটিজেন ফর জাস্টিস, দ্য নাইট ইজ আওয়ার্স, হোক প্রতিবাদের মতো সংগঠনগুলি। সেই কনভেনশনের মূল বক্তা ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের প্রথম সারির দুই নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতো এবং ডাঃ আসফাকুল্লা নাইয়া। দুজনের সমালোচনার অভিমুখে ছিল রাজ্য প্রশাসন।

সোমবার শিলিগুড়িতে বাঘা যতীন পার্কে বক্তব্য রাখছেন অনিকেত।

অনিকেত তাঁর বক্তব্যে যাঁদের হাতে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে তাদের প্রত্যেককে একসূত্রে বাঁধেন। তিনি বলেন, 'এক বৃন্তে রাজ্য প্রশাসন, মুখ্যমন্ত্রী, সিবিআই, বিচার ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে রয়েছে। যারা এই ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছে। অন্যদিকে আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তার এবং আমজনতা। জয়ী আমরাই হব।' এক সিভিক ভলান্টিয়ারের পক্ষে এমন ঘটনা সম্ভব নয় বলে দাবি করেন তিনি। কেন মামলা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল, সেই প্রশ্ন তোলেন। আসফাকুল্লা বলেন, 'ঘটনার পর প্রচুর নথিপত্র দিয়েছি। সিনিয়ার স্যাররা প্রচুর দুর্নীতি সংক্রান্ত নথি স্বাস্থ্য কর্তাদের দিয়েছেন। কিন্তু কেউই কিছু করছে না। বাঘও ভিমরুলকে ভয় পায়। আমরা এক একজন ভিমরুল যখন একত্রিত হয়ে ধাওয়া করব তখন তথাকথিত বাঘও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।'

এই কনভেনশনে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডাঃ শাহরিয়ার আলম সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে আরএল স্যালাইন প্রসঙ্গে অনিকেত বলেন, 'এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। অনেক প্রসূতি, অনেক মা-বোন হয়তো এর আগেও এই সংস্থার আরএলের জন্যই মারা গিয়েছেন। কিন্তু কোনও তদন্ত হয়নি।'

ছোট্ট তারা

নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়া অরবিন ওরাওঁ শরীরচর্চায় এখনই সকলের নজর কেড়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির এই খুদের আগ্রহ দেখে খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

বিয়ের জন্য কিস্তিতে গয়না কেনা

বছর কয়েক থেকে সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় কাজ করা বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যেই কিস্তিতে সোনা কেনার প্রবণতা বেড়েছে। পারিবারিক প্রয়োজনে অনেকেই একসঙ্গে অনেক টাকা দিয়ে গয়না কিনে উঠতে পারেন না। সেক্ষেত্রে মাসে মাসে টাকা দিয়ে কেনার সুযোগে অনেকেই গয়না কিনে উঠতে পারছেন, আলোকপাত করলেন মিঠুন ভট্টাচার্য

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : গত কয়েক বছরে অনেকটাই বেড়েছে সোনার দাম। ফলে নগদে গয়না কিনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। উপহার দেওয়া, বিপদের দিনের সম্পদ করে রাখার জন্য সোনা কেনার প্রবণতা রয়েছে আমজনতার। তবে মেয়ের বিয়ের কারণেই সোনা কেনা সব থেকে বেশি মাথাব্যথার কারণ বলে জানিয়েছেন অনেকে। এখন দশ গ্রাম গয়নার সোনার দাম কমবেশি ৭৭২৪০ টাকা (জিএসটি সহ)। এরসঙ্গে মজুরি যোগ করতে হবে।

মুশকিল আসানে কিস্তিতে সোনার গয়না কেনার সুযোগ দিচ্ছে শহরের কিছু সোনার দোকান ও শোরুম। অনেকে এখন কিস্তিতে গয়না কিনতে আগ্রহী। সেবক মোড় সংলগ্ন এক দোকানের ডিরেক্টর সুরজিৎ কর্মকারের বক্তব্য, 'এই প্রবণতা অনেকের মধ্যে বেড়েছে।' সেবক রোডের একটি গয়নার শোরুমের এক কর্তার কথায়, 'অনেকেই একসঙ্গে অনেক টাকা দিয়ে গয়না কিনে উঠতে পারেন না। সেক্ষেত্রে মাসে মাসে টাকা দিয়ে কেনার সুযোগে অনেকেই গয়না কিনে উঠতে পারছেন।'

শহরের শোরুমগুলোতে ৬, ১১, ১২, ২০ মাসের কিস্তিতে গয়না কেনা যাচ্ছে। এক হাজার টাকা থেকে শুরু করে বাড়তি বহু হাজার টাকা এমনকি লক্ষ টাকারও কিস্তি হতে পারে। হাকিমপাড়া, হায়দারপাড়া, বাবুপাড়ার পাশাপাশি নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, বাগডোগরা থেকেও গ্রাহকরা কিস্তিতে গয়না কিনতে শিলিগুড়িতে আসছেন, বলছিলেন হিলকার্ট রোডের এক দোকানের মহিলা কর্মী।

কাদের ঝোঁক বেশি রয়েছে এভাবে গয়না কেনার। সেবক রোডের একটি শোরুমের সেলস এগজিকিউটিভ দিয়া দাসের মতে, 'বিভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যেই এই ঝোঁক বেড়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে মহিলা গ্রাহকের সংখ্যাই মনে হয় বেশি।'

দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা ঈপ্সিতা দে সরকার বলেন, 'স্বামী একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। আমি ইদানীং টিউশন পড়ানো শুরু করেছি। একসঙ্গে অনেক টাকা জমিয়ে গয়না কেনা কার্যত অসম্ভব। সেই কারণে একটি শোরুমে মাসে মাসে টাকা দিয়ে কিছু গয়না কিনেছি। কারণ মেয়ে বড় হচ্ছে, বিয়ে দিতে হবে তো।' একই কথা জানিয়েছেন ফুলবাড়ির পূজা রায়। তাঁর মন্তব্য, 'বেশ কিছু শোরুম ও নামী দোকানে মাসে হাজার টাকা থেকেও কিস্তি চালু রয়েছে। আমাদের মতো সাধারণ ঘরের মানুষের এতে সাধ্যের মধ্যে থেকেও সাধ পূরণ সম্ভব।'

ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ঠাকুরনগরের বাসিন্দা রতন মণ্ডল। দিনকয়েক আগে তিনি শিলিগুড়ির একটি গয়নার শোরুমে পরিবার নিয়ে যান। জানালেন, প্রায় দশ বছর থেকে এভাবেই কিস্তিতে মেয়ের বিয়ের জন্য বহু গয়না কিনেছেন তিনি। রতনের ব্যাখ্যা, 'গত ২০১৪ সাল থেকে টোটো চালানোই আমার পেশা। মেয়ের বয়স এখন ১৫ বছর। আগে থেকেই জানতাম বিয়ের জন্য সোনার গয়না প্রয়োজন হবে, কিন্তু একসঙ্গে তা কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিতে দিনে আট-দশ ঘণ্টা টোটো চালিয়ে সংসার খরচ চলে আসে, কিন্তু গয়নার কিস্তি মেটানোর জন্য গত দশ বছর থেকে দিনে ১৩-১৪ ঘণ্টা করে টোটো চালিয়ে যাচ্ছি।'

বছর কয়েক থেকে সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় কাজ করা বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যেই কিস্তিতে সোনা কেনার প্রবণতা বেড়েছে। শিলিগুড়ির এক স্কুল শিক্ষক বলেছেন, 'আমাদের পরিবার থেকে মাসে ২৫ হাজার টাকা গয়নার কিস্তি দেওয়া হয়।' যদিও নাম প্রকাশে আপত্তি রয়েছে সেই শিক্ষকের। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আগে থেকে খোঁজ নিয়ে দেখার পরামর্শও দিয়েছেন ব্যবসায়ীদের অনেকে। কারণ, বুঝতে ভুল হলে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়, বক্তব্য স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের অনেকের।

মুশকিল আসান

- শহরের বিভিন্ন দোকানে ৬, ১১, ১২, ২০ মাসের কিস্তিতে গয়না কেনা যাচ্ছে
- গয়নার কিস্তি এক হাজার টাকা থেকে শুরু করে লক্ষ টাকাও হতে পারে
- শহর ও লাগোয়া এলাকার গ্রাহকরা কিস্তিতে গয়না কিনতে শিলিগুড়িতে আসছেন
- যাঁরা আসছেন তার মধ্যে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন পেশার মানুষ আছেন

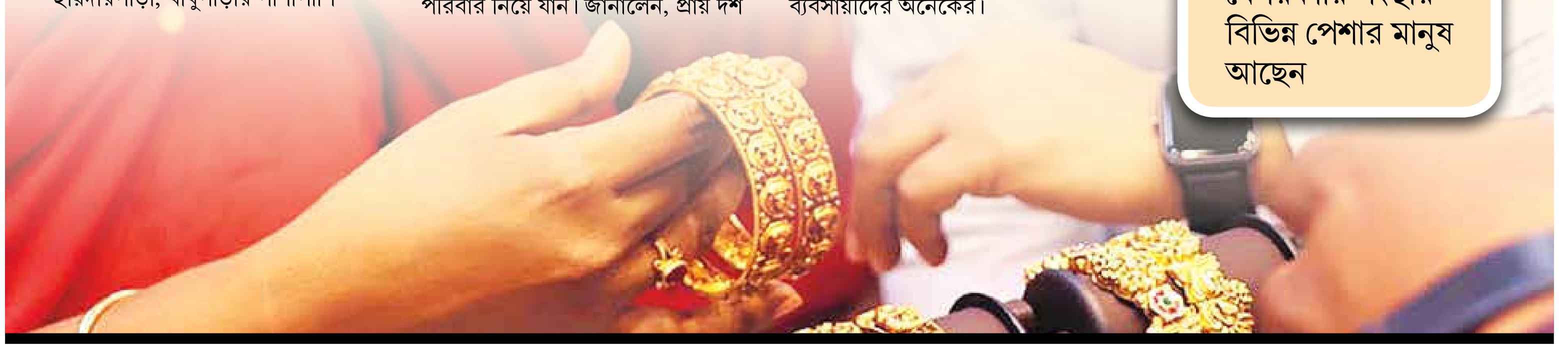

কয়েক দশক আগে চারা রোপণ করে গাছগুলিকে বড় হতে দেখলাম। এখন ওদের ওপর আঘাত যেন বুকে কুঠারের ঘা মনে হচ্ছে। এই কষ্ট তো সন্তান হারানোর থেকেও বেশি। কারণ সন্তানকে তবু ঘরের ভেতর যত্নে পালন করা হয়, কিন্তু অভাগা গাছগুলোকে তো বড় হতে হয়েছে খোলা রাস্তায়, শত আঘাত সহ্য করে, লিখেছেন অসিতবরণ মৈত্র

এসএফ রোডে গাছ কাটা কার স্বার্থে?

খোলা জানালা

কথায় আছে 'একটি গাছ-একটি প্রাণ।' এটা যে শুধুই কথার কথা সেটা সাম্প্রতিককালে বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। তা না হলে শহরের শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী সমাজে এভাবে খামখেয়ালিপনা চলতে পারে? বলছি কারণ, এসএফ রোডের পরিণত গাছগুলির ধ্বংস হৃদয়কে যে বড্ড ব্যথিত করে তুলছে।

শুরুটা হয়েছিল সেই ১৯৯৪ সাল নাগাদ। আমাদের কয়েকজনের প্রচেষ্টায় এসএফ রোডের দুই ধারে একের পর এক জারুল, দেবদারু, কদম, কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা রোপণ করা হতে থাকে। এত বছরের স্নেহে-যত্নে লালিত হয়ে চারাগুলি বড় গাছ হয়ে ওঠে। কিন্তু এবারে রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে একের পর এক গাছের নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এখানেই মনে প্রশ্ন জাগে, কীসের ভিত্তিতে কীসের তাগিদে এভাবে গাছগুলিকে হত্যার পরিকল্পনা হয়েছে? কেউ যদি প্রশ্ন করে হত্যা! আমি বলব, হ্যাঁ, হত্যাই। কারণ জীবনের প্রয়োজনে পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে যখন আরও বেশি গাছ লাগানোর দরকার তখন এভাবে গাছ কাটা হচ্ছে, সেটা হত্যারই শামিল।

যদিও আসল প্রশ্ন কিন্তু অন্য জায়গায়। বলা হচ্ছে, গাড়ি চলাচলে এবং যানজট নিরসনে এসএফ রোড চওড়া করার প্রয়োজন রয়েছে। রাস্তা চওড়া হওয়ার পর আরও বেশি যানবাহন জলপাই মোড়ের দিক থেকে থানা মোড়ে আসবে। কিন্তু সেখান থেকে বাহনগুলি যাবে কোথায়?

আগের সরকারের আমলে যে ফ্লাইওভারটি করা হয়েছে সেটাই তো অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি হয়েছে। ফলে থানা মোড় থেকে ভেনাস মোড় কোথাও যানজট কমেনি, বরং বাড়ছে দিন-দিন। এরপর আরও বেশি যানজট হবে থানা মোড়ে। অবরুদ্ধ হবে আশপাশের মহাবীরস্থান, বাবুপাড়া, দেশবন্ধুপাড়ার রাস্তাঘাট।

দরকার ছিল ফ্লাইওভারটির সম্প্রসারণ। বিগত সরকারের আমলে এবং বর্তমান সরকারের আমলেও এই নিয়ে আমরা শহরের বেশ কিছু সংগঠন ও সাধারণ মানুষ বহুবার নেতাদের কাছে দরবার করেছি। বলেছিলাম, ফ্লাইওভারের মুখটি শিলিগুড়ি থানার সামনে যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে বাড়িয়ে এসএফ রোড়ের তৎকালীন আনন্দলোক সিনেমা হলের কাছে এনে শেষ করা হোক। এতে দক্ষিণ শিলিগুড়ির মানুষের অনেক সুবিধা হবে। ফ্লাইওভার ও আশপাশ এলাকার যানজটের কারণে শহরের দক্ষিণ অংশের মানুষের যেন পঞ্চায়েত এলাকায় থাকার মতো অবস্থা। শহরের উত্তর অংশের মতো উন্নয়নের ছোঁয়া এসে পৌঁছায়নি এদিকে। যদি রাস্তা চওড়া করারই কথা হয় তবে এটুকু তো বলাই যায়, শহরের হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোডের বিষয়ে আগে চিন্তা করা উচিত। সেই তুলনায় এসএফ রোড তো অনেকটাই চওড়া।

মাসখানেক আগে হঠাৎ দেখতে পাই রাস্তার পাশের গাছগুলির ডালপালা কাটা হচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম মনে হয় বিদ্যুতের তার বা অন্য কোনও কারণে গাছের ডাল কাটা হচ্ছে। পরে জানতে পারি না, গাছগুলিকেই কাটার পরিকল্পনা হয়েছে। কয়েক দশক আগে চারা রোপণ করে গাছগুলিকে বড় হতে দেখলাম। এখন ওদের ওপর আঘাত যেন বুকে কুঠারের ঘা মনে হচ্ছে। এই কষ্ট তো সন্তান হারানোর থেকেও বেশি। কারণ সন্তানকে তবু ঘরের ভেতর যত্নে পালন করা হয়, কিন্তু অভাগা গাছগুলোকে তো বড় হতে হয়েছে খোলা রাস্তায়, শত আঘাত সহ্য করে।

অনুলিখন : মিঠুন ভট্টাচার্য

পুরোনো স্মৃতি।। *এসএফ রোডে গাছ লাগানো হচ্ছে। - ফাইল চিত্র*

> সেই ১৯৯৪ সাল নাগাদ আমাদের কয়েকজনের প্রচেষ্টায় এসএফ রোডের দুই ধারে একের পর এক জারুল, দেবদারু, কদম, কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা রোপণ করা হতে থাকে। এত বছরের স্নেহে-যত্নে লালিত হয়ে চারাগুলি বড় গাছ হয়ে ওঠে।

আজ শহরে

- বিকেল পাঁচটায় দীনবন্ধু মঞ্চে কলকাতার শ্যামল মিত্র স্মৃতি সংসদ ও শিলিগুড়ির ওপেন সিক্রেটের যৌথ উদ্যোগে সুরকার ও শিল্পী শ্যামল মিত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি সন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করবেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈকত মিত্র।

বন্ধু খুন, গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : বন্ধুকে খুনের অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল কার্তিক রায় ও সন্তু ওরাওঁ। দুজনই দক্ষিণ পলাশের বাসিন্দা। ঘটনায় মৃতের নাম যোগেশ ওরাওঁ। তিনি উত্তর পলাশের বাসিন্দা ছিলেন।

মৃতের কাকা বিকাশ ওরাওঁ বলেন, 'শনিবার রাতে পেশায় ট্র্যাক্টরচালক কার্তিক ও সন্তু এসে যোগেশকে ডেকে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর কার্তিক ফোন করে জানায়, যোগেশ ট্র্যাক্টর থেকে পড়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গিয়ে দেখি যোগেশের দেহ পড়ে আছে। শুধুমাত্র তার মুখে চোট লেগেছিল। শরীরে কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না।'

রবিবার বিকাশ ওই দুই তরুণের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

বাঁধ টপকে নদীর চর দখলে চক্রের হাত

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি ১৩ জানুয়ারি : শিলিগুলিতে নদীর চর দখল করে বাড়ি, ঘর, খাটাল তৈরি নতুন কোনও ঘটনা নয়। প্রশাসনের তরফে একাধিকবার এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, দখলদারি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এবার বাঁধ টপকে নদীর চর দখল করে দোকান, বাড়ি তৈরি করার অভিযোগ উঠল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রামভজন কলোনি এলাকায়। স্থানীয় একটি চক্রের মদতেই নদীর চর দখল হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকারই কয়েকজন বাসিন্দার।

নদীর চর এলাকায় গিয়ে দেখা যায় প্রায় দশটি গুমটি তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগ, প্রথমে টিন, ত্রিপলের বেড়া দিয়ে ছোট ঘর বানানো হচ্ছে। পরে সুযোগ বুঝে বাড়ানো হচ্ছে ঘরের পরিসর। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সুদিন সাহা বললেন, 'এসব নিয়ে আলাদা করে আর কী বলব। কিছু কিছু মানুষ অনৈতিকভাবে এই ধরনের কাজকর্ম করছে। প্রশাসনের উচিত এই সমস্ত বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করা।' একই কথা শোনা গেল সুরজ ঝা-এর মুখে। তিনি বললেন, 'সামান্য হেলমেট না পরলেই পুলিশ ধরে। তবে এদিকে আস্ত নদীর চর দখল হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কোনও নজর নেই প্রশাসনের।'

এ বিষয়ে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'এই সমস্ত কাজকর্ম বরদাস্ত করা হবে না। বিষয়টিকে খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্থানীয়দের মধ্যে কয়েকজন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় দিন-দিন এই দখলদারি বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত সরকার। তাঁর কথায়, 'স্থানীয়রা এই ধরনের দখলদারি বন্ধ করতে গেলে রোষের মুখে পড়ে। তাই প্রশাসনের এগিয়ে আসা উচিত।'

মহানন্দা নদীর চর দখল করে গজিয়ে উঠেছে ঝুপড়ি। - সংবাদ চিত্র

বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে উচ্ছেদ হওয়া ভেন্ডারদের বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবিতে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানাল দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম। বিষয়টি নিয়ে সোমবার ফোরামের তরফে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। বৈঠকে ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকার বলেন, 'এক বছর আগে রেলের তরফে স্টেশনের ৪০ জন ভেন্ডারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারপর থেকে কর্মহীন হয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন তাঁরা। আমরা জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছি, উচ্ছেদ হওয়া ভেন্ডারদের যাতে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।'

সিপিএমের জনসংযোগ

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : দার্জিলিং জেলা সম্মেলনকে সামনে রেখে জনসংযোগে জোর দিল সিপিএম। আর কয়েকদিন পরেই ওই সম্মেলন তাই প্রচারপত্র বিলি থেকে দেওয়াল লিখন, কর্মীসভা ও ছোট ছোট মিটিংয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। দলের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির ডাকে আগামী ১৯ জানুয়ারি ট্যাবলো সহকারে বাইক মিছিল করা হবে। স্বস্তিকা ক্লাবের সামনে থেকে বিকালে এই র‌্যালি শুরু হবে বলে কমিটির তরফে জানানো হয়েছে।

ইসলামপুরে যানজট সমস্যা। সোমবার তোলা সংবাগচিত্র।

অবৈধ শোরুম বন্ধের ভাবনা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৩ জানুয়ারি : ইসলামপুর শহরে টোটোর যানজটের কারণে জনজীবনের ভোগান্তির কথা কারও অজানা নয়। ট্রাফিক পুলিশও টোটোর অবৈধ পার্কিং এবং যানজট কমাতে একাধিক পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে। যদিও টোটো চালকরা শহরে টোটোর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অবৈধ টোটো শোরুমগুলিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তারই জেরে শহরের যানজট কমাতে এবং টোটোর সংখ্যা হ্রাস করতে অবৈধ টোটো শোরুমগুলিতে টোটো বিক্রি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ইসলামপুর পুরসভা।

পুরসভার চেয়ারম্যান নিজেই শহরের যানজটের কারণ হিসেবে টোটোকেই দায়ী করেছেন। পাশাপাশি এই কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ রয়েছে সেই কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। তারফলেই পুরসভার পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান।

গতবছর ইসলামপুর শহরে প্রায় সাতটি নতুন টোটোর শোরুম খোলা হয়েছে। এই মুহূর্তে শহরে বৈধ এবং অবৈধ মিলিয়ে প্রায় ১৪টি টোটোর শোরুম রয়েছে। এই শোরুমগুলি কলেজ মোড়, তিস্তা মোড়, আশ্রমপাড়া মোড়, অপ্সরা মোড় এবং কৃষক বাজার সংলগ্ন এলাকায় গজিয়ে উঠেছে। ট্রেড লাইসেন্স সহ টোটোর শোরুমের সংখ্যা হাতেগোনা পাঁচ থেকে ছয়টি। বাকি সবকটি শোরুম অবৈধ ভাবে ব্যবসা করছে। কিন্তু বৈধ শোরুমগুলির মধ্যেও বেশিরভাগ শোরুম রেজিস্ট্রেশন এবং ইনসুরেন্স ছাড়াই টোটো বিক্রি করছে বলে অভিযোগ। ফলে দিনের পর দিন শহরে টোটোর সংখ্যা এবং যানজট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কড়া ইসলামপুর

পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'রোজ টোটোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ইসলামপুর শহরের মূল রাজ্য সড়কে যানজটের ৮০ শতাংশ কারণ টোটো। টোটোর সংখ্যা বৃদ্ধিতে মানুষের সমস্যা নিয়ে সকলেরই ক্ষোভ রয়েছে। তাই আমরা চিন্তাভাবনা করেছি শহরে যে অবৈধ টোটো শোরুমগুলি রয়েছে সেখান থেকে দ্রুত টোটো বিক্রি বন্ধ করতে হবে।' তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'বিক্রি হওয়া সব টোটো রাস্তাতেই আসছে। অবৈধ শোরুমগুলিতে নতুন টোটো বিক্রি করা যাবে না।'

আজ শ্যামল মিত্র স্মরণ সন্ধ্যা

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : স্বনামখ্যাত সুরকার ও সংগীতশিল্পী শ্যামল মিত্রের ৯৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দীনবন্ধু মঞ্চে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি সন্ধ্যা হচ্ছে। কলকাতার শ্যামল মিত্র স্মৃতি সংসদ ও শিলিগুড়ির ওপেন সিক্রেট যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। উত্তরবঙ্গের নির্বাচিত তিনজন শিল্পীর সঙ্গে এই আসরে সংগীত পরিবেশন করবেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈকত মিত্র। এই স্মরণ সন্ধ্যার নাম দেওয়া হয়েছে 'তোমায় মনে পড়ে'। শিল্পী সৈকত মিত্র জানিয়েছেন, শ্যামল মিত্রের গানের চর্চা করেন এমন শিল্পীদের আগ্রহেই শিলিগুড়িতে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে।

ট্র্যাক্টর আটক

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : সোমবার তারাবাড়ি থেকে বোল্ডারবোঝাই একটি ট্র্যাক্টর আটক করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ঘটনার সময় অবশ্য ট্র্যাক্টরচালক চম্পট দিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, তারাবাড়ি থেকে বোল্ডারবোঝাই ওই ট্র্যাক্টর মাটিগাড়ার দিকে আসছিল। এমন সময়ই পুলিশ ওই ট্র্যাক্টরটি আটক করে। আটক প্রক্রিয়ার মাঝে চালক সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। ওই চালকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

নতুন কমিটি

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : মহিলা যোগাসন স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের দার্জিলিং জেলার কমিটি গঠিত হয়েছে সম্প্রতি। কমিটির চেয়ারপার্সন বনানী দে এবং সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন পাপিয়া রায়। এই সংস্থা যোগাসনের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে।

মাসাবার মেয়ের নাম মাতারা

নীনা গুপ্তা-কন্যা মাসাবা গুপ্তা ও সত্যদীপ মিশ্র তাঁদের তিন মাসের কন্যাসন্তানের নাম দিলেন 'মাতারা'। ছোট্টো একটি হাতের পাশে 'মাতারা' লেখা ব্রেসলেট পরা মাসাবার বাঁ হাতের ছবি দিয়ে দারুণভাবে মেয়ের নামকরণের কথা জানালেন এই পোশাক শিল্পী। এর সঙ্গে নামের অর্থও জানিয়েছেন মাসাবা। তিনি ছবির সঙ্গে লিখেছেন, ' আমার মাতারা-র সঙ্গে তিন মাস— এই নামের পিছনে আছে নয় হিন্দু দেবীর স্বর্গীয় এনার্জি, তাঁদের শক্তি ও বুদ্ধিকে উদযাপন করছি এই নাম দিয়ে। মাতারা আমাদের চোখের তারাও বটে।' সত্যদীপও এই নাম ও তার অর্থ নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। মাসাবা নামের উচ্চারণ কী হবে, তাও জানিয়েছেন তাঁর পোস্টে। ২০২৩-ও এর জানুয়ারিতে মাসাবা ও অভিনেতা সত্যদীপ বিয়ে করেন। ২০২৪-এর এপ্রিলে তাঁরা সন্তানসম্ভাবনার কথা জানান।

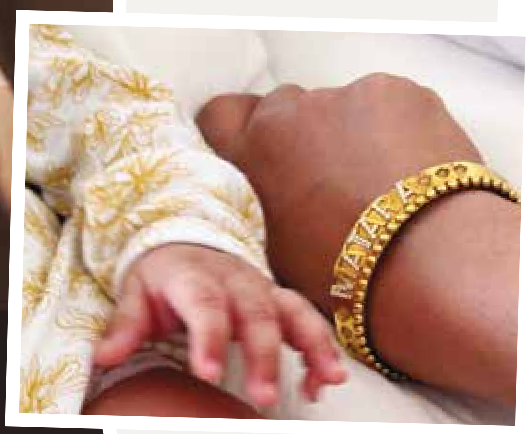

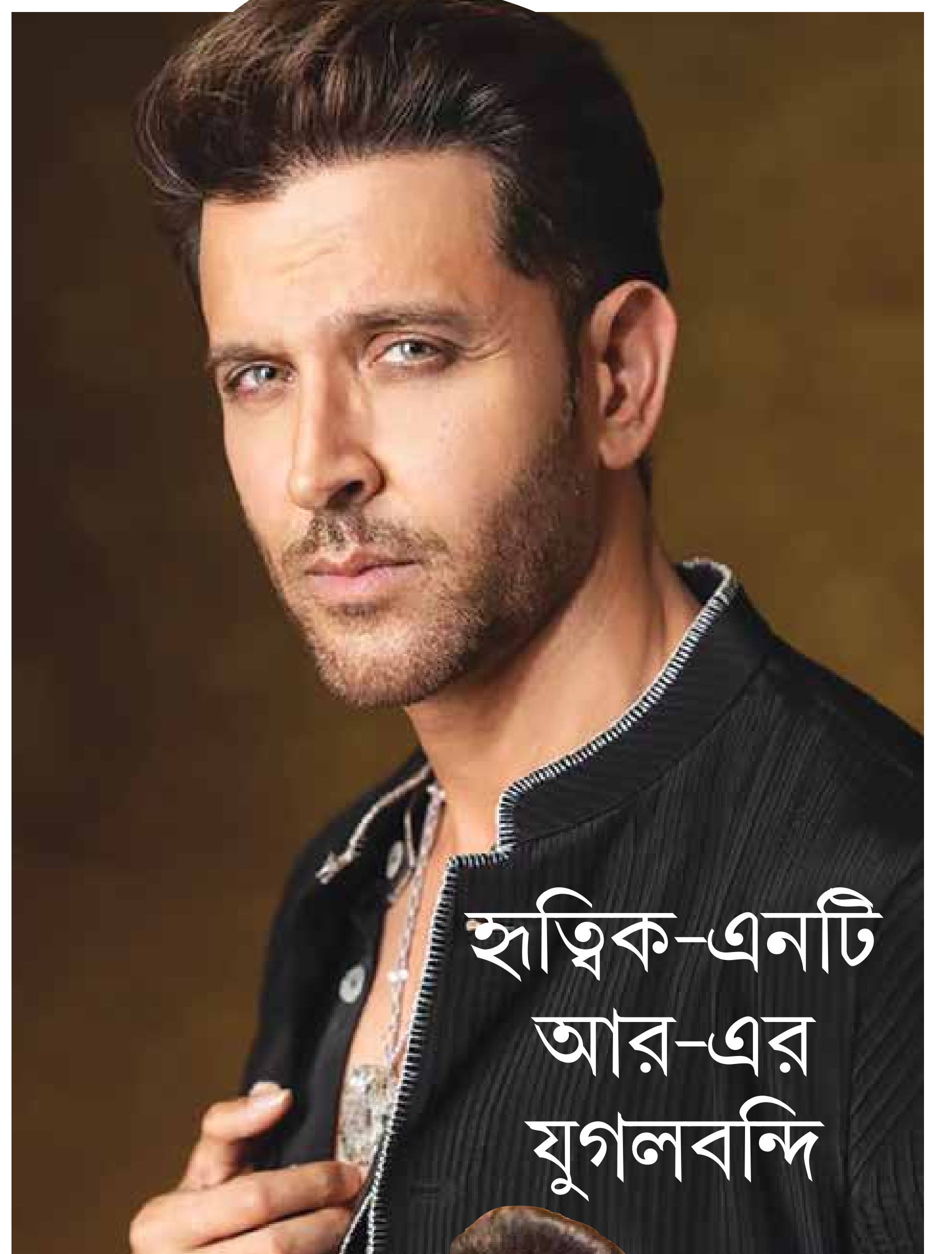

হৃত্বিক-এনটিআর-এর যুগলবন্দি

ওয়ার ২-এর শুটিং চলছে। নায়ক হৃত্বিক রোশন, ভিলেন জুনিয়ার এনটিআর। এই ছবিতেই নায়ক-খলনায়ক একসঙ্গে পা মেলাবেন দারুণ ডান্স নাম্বারে—সে কথা আগে জানা গিয়েছিল, এবার নিজের মুখে সে কথা বললেন হৃতিক। সম্প্রতি ২৫ বছর পার করল কহো না পেয়ার হ্যায়। ছবির বিশেষ স্ক্রিনিং হল, তার সঙ্গে উদযাপন হল হৃত্বিকেরও অভিনয়ে পা রাখার রজত জয়ন্তী। সেইমতো মুম্বইয়ের এক মাল্টিপ্লেক্সে হৃত্বিক হাজির ছিলেন, তাঁর অনুরাগীরাও। তাঁদের সঙ্গে 'এটা অথবা ওটা, কোনটা তাঁর পছন্দ'-- এরকম খেলায় ধুম না ওয়ার কোনটা বেছে নেবেন হৃত্বিক—এই প্রশ্নে হৃত্বিক বলেন, 'ধুম নয়, এখন ওয়ার ২-এর কথা বলাই ভালো। আমি খুব কঠিন একটি ডান্স নাম্বারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আশা করি আমার পা আমার বশে থাকবে। এখন ওয়ার-ই বেছে নেওয়া হোক, কারণ এর জন্য আমাকে তৈরি হতে হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, গত এপ্রিলেই হৃত্বিক ও জুনিয়ার, ওয়ার-এর গান জয় জয় শিবশঙ্কর ও আরআরআর-এর গান নাটু-নাটু-তে একসঙ্গে নাচবেন বলে জানানো হয়, কেম্পাজার প্রীতম। এটা ছবির হাইলাইটও হবে। অনুষ্ঠানে তিনি কহো না পেয়ার হ্যায়, জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা ইত্যাদি নিয়েও কথা বলেন।

তাঁর কেরিয়ারের ২৫ বছরের সেলিব্রশনের কথা বলা হলে তিনি বলেন, ' ভালোবাসায় ভরা ২৫ বছর, যদি আপনারা আমাকে সেলিব্রেট করতে চান, আমি চলে যাচ্ছি! '

একনজরে সেরা ৫

অক্ষয়ের সঙ্গে টাবু

ভূত বাংলা ছবিতে টাবু থাকছেন। অক্ষয় কুমার অভিনীত প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই হরর কমেডিতে যোগ দেবার খবর দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন। ছবির শুটিং চলছে জয়পুরের আকর্ষণীয় লোকেশনে। পরেশ রাওয়ালও ছবিতে আছেন। এই ছবিও ভুলভুলাইয়া ও লক্ষ্মী-র মতোই হবে বলা হচ্ছে। মুক্তি ২ এপ্রিল, ২০২৬।

মেলা-র আসল নায়িকা

ধর্মেশ দর্শনের ছবি মেলা-র নয়িকা ছিলেন টুইঙ্কল খান্না। কিন্তু পরিচালকের পছন্দ ছিলেন ঐশ্বর্য রাই। অ্যাশ তখন মিস ইউনিভার্স হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, মেলা-কে সময় দিতে পারতেন না। ধর্মেশ চেয়েছিলেন এমন একজনকে যিনি পুরো সময়টাই ছবিকে দিতে পারবেন। তাই নায়িকা বদল হয়। অ্যাশ ছবিতে আমির-ভ্রাতা ফয়জল খানের বিপরীতে ক্যামেও করেছিলেন।

অমিতাভর কথায় মুকেশ

মুকেশ খান্নার এক পারফ্যুমের বিজ্ঞাপন দেখে অমিতাভ বলেছিলেন শালা আমার কপি করে! এটি নাকি ছবির নির্মাতাদের প্রভাবিত করে, মুকেশের কেরিয়ার শেষ করে দেয়। এক সাক্ষাৎকারে মুকেশ বলেছেন, এটা একদম বাজে কথা। ওঁর সম্বন্ধে আমার মনে কোনও খারাপ ধারণা নেই... অনেকবার ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে...

মিঠুনের মহত্ত্ব

১৯৯০-এ পরিচালক রাজকুমার সন্তোষী মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে ছবি করবেন, ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সানি দেওলের তখন তেমন সাফল্য নেই। ছেলের জন্য ধর্মেন্দ্র মিঠুনকে এই ছবি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তাঁর সম্মানার্থে মিঠুন তাই করেন। ফলে ঘায়েল ছবির নায়ক হন সানি, প্রযোজনায় ধর্মেন্দ্র। ২.৫ কোটিতে বানানো ছবিটি ২৫ কোটির ব্যবসা করে।

জিতেছিলেন ওয়াহিদা

পরিচালক গুরু দত্তর ছবি ওয়াহিদা রহমানের কেরিয়ার অনেকখানিই গড়েছিল। সেই গুরু দত্তই তাঁর নাম বদলে দিতে চেয়েছিলেন, কারণ নামটি বড়ো, যৌন আবেদন নেই। কিন্তু ওয়াহিদা বলেছিলেন, নামটি আমার বাবা-মায়ের দেওয়া,.... আমি বদলাব না। ১৬ বছরের এক নবাগতার জেদ দেখে সেদিন বিরক্ত হলেও পরিচালকরা তাঁর কাছে হার মানেন।

সরল মুখ নয়, তাই তৃপ্তি বাদ

আশিকি ৩ তৈরি হচ্ছে। নায়ক কার্তিক আরিয়ান, নায়িকা হওয়ার কথা ছিল তৃপ্তি দিমরির ,কিন্তু জানা গিয়েছে তিনি শেষ পর্যন্ত বাদ পড়েছেন। ছবির নির্মাতারা বলেছেন, আশিকি ৩-এর নায়িকা চরিত্রের জন্য সরল, নিষ্পাপ মুখের । এদিকে, ছবির টিম দেখেছে, তৃপ্তির সাম্প্রতিকম ছবিগুলোতে তিনি বড়ো বেশি বোল্ড, তাঁকে রীতিমতো 'সেক্সি' তকমা দেওয়া হয়েছে। আশিকি ৩-এর মতো নরম রোমান্টিক ছবির নায়িকার হওয়ার মানদণ্ডের সঙ্গে তৃপ্তি ম্যাচ করছেন না। তাই তিনি বাদ। এ নিয়ে বেশ লেখালিখিও হচ্ছে। এবার এই প্রশ্ন করা হয়েছে ছবির পরিচালক অনুরাগ বাসুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ' এটা সত্যি নয়। তৃপ্তি সব জানে। ' এ বিষয়ে অনুরাগ আর বেশি কিছু বলতে চাননি। আশিকি ৩-এর জন্য নায়িকা খোঁজা চলছে। অন্যদিকে আশিকি ৩- থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তৃপ্তি গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশাল ভরদ্বাজের ছবি অর্জুন উস্তারা-কে। এই ছবিতেও নায়ক হওয়ার কথা ছিল কার্তিকের, এখন সেই কাজটি করবেন শাহিদ কাপুর। এছাড়া ধর্মা প্রোডাকশনসের ধড়ক ২-তেও তিনি আছেন, তাঁর নায়ক সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। ।

গাল্লি বয় ২-তে ভিকি, অনন্যা

অপেক্ষা ছিলই, এবার অবসান হল। জোয়া আখতার পরিচালিত ছবি গাল্লি বয়-এর সিক্যুয়েল গাল্লি বয় ২ আসছে। তবে এবার প্রথম গাল্লি..র নায়ক-নায়িকা রণবীর সিং ও আলিয়া ভাট থাকবেন না। তাঁদের জায়গায় আছেন ভিকি কৌশল ও অনন্যা পাণ্ডে। জোয়াও পরিচালনা করবেন না। এবার পরিচালক হবেন নেটফ্লিক্সের খো গয়ে হাম কাঁহা ছবির পরিচালক অর্জুন বরেন সিং। এই ছবিতে অনন্যা অর্জুনের সঙ্গে কাজ করেছেন। দ্বিতীয় গাল্লি...তে আলিয়ার থেকে অনন্যা বেশি ভালো বলে মনে করেন অর্জুন। সিক্যুয়েলের জন্য নায়ক হিসেবে ভিকি-র নামও বারবার আসছে। ভিকি-অনন্যা জুটি এখনও পর্দায় আসেনি, এলে তার থেকে নতুন কিছু পাবেন দর্শক, এমনই মনে করছেন পরিচালক ও নির্মাতারা।

পুলের জলে কৃতি-কবীর

দো পাত্তি নয়, কবীর বাহিয়ার সঙ্গে তাঁর 'প্রেমr-ই কৃতি শ্যাননকে এখন খবরে রেখেছে। প্রায়ই দুজন ছুটি কাটাতে যান, তার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, এমনকী কবীরের তুতো ভাইয়ের বিয়েতেও মাথায় দোপাট্টা দিয়ে, সালওয়ার কামিজ পরে কৃতিকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। নতুন বছরের উদযাপনেও দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। সবই ব্যক্তিগত ছবি, তাও প্রকাশিত হয়েছে। বোঝা যায়, সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আরও একবার দুজনকে দেখা গেল—এবার রীতিমতো সুইমিং পুলের জলে! এই ছবি ভাইরাল হয়েছে। যদিও ওঁরা পিছন ফিরে আছেন, মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবে ছবিটি কৃতি ও কবীরতে ট্যাগ করা হয়েছে। এতে ইউজারদের বক্তব্য, ওরা কৃতি-কবীরই। ছবিতে দুজনকে খুবই ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, ছবিতে কৃতির বোন নূপুরও আছেন। এত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেলেও ওরা নিজের সম্পর্ককে অফিশিয়ালিব কনফার্ম করেননি। দেখা যাক, কবে সেটা হয়।

দাবানলে পিছোল অস্কার

দাবানলে জ্বলছে আমেরিকা। হলিউডি তারকাদের বিলাসবহুল বাড়ি পুড়ে গিয়েছে, তাঁরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন কাঁদতে কাঁদতে। এই অবস্থায় বিশ্বের অন্যতম বিরাট অনুষ্ঠান অস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান, গ্র্যামি-র অনুষ্ঠান সবই পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক, তবে আনন্দানুষ্ঠান—এই আপ্তবাক্যেই সবাই বিশ্বাস করছেন এখন। অস্কার পিছিয়ে গিয়েছে দু দিনের জন্য। আগামী ১৭ জানুয়ারি মনোনয়ন পেশ করার কথা ছিল, তা দু দিন পিছিয়ে হয়েছে ১৯ জানুয়ারি। বিখ্যাত ডলবি থিয়েটার ২ মার্চ পুরস্কার প্রদানের কথা ছিল, তাও পিছিয়েছে। সান্টা মনিকায় ক্রিটিক্স চয়েস অ্যাওয়ার্ড-এর অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল ১২ জানুয়ারি, হবে ২৬ জানুয়ারি। গ্র্যামি-র অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল ৩ ফেব্রুয়ারি, সেটিও পিছিয়েছে। তার তারিখ এখনও জানা যায়নি। দুঃস্থ ও ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে থাকতে অভিনেত্রী ও গায়িকা জেনিফার লোপেজ তাঁর সব অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন। অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের অনুষ্ঠানে বহুবার সঞ্চালনা করেছেন বিলি ক্রিস্টাল, তাঁর বাড়ি পুড়ে গিয়েছে দাবানলে। এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া অসম্ভব। ২০২৫-এর অস্কারের অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করবেন টিভি শো-এর জনপ্রিয় সঞ্চালক কোনান ও ব্রায়েন। লস অ্যাঞ্জিলিসে আগুন জ্বলছে। একাধিক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আপাতত বাতিল করা হয়েছে। সকলেরই প্রার্থনা কবে স্বাভাবিক হবে বলিউড।

ধুম শুরু করবেন রণবীর

অ্যানিমাল-এ রণবীর কাপুর কামাল করেছেন, এখন রামায়ণ নিয়ে ব্যস্ত। তারপরই তিনি শুরু করবেন ধুম ৪-এর শুটিং। যশ রাজ ফিলমসের এই ছবিতে রণবীরের বিশেষ ধরনের লুক দরকার। তাই এই ছবির শুটিং শুরু করার আগে রণবীর তাঁর বাকি ছবির কাজ শেষ করে নিতে চান। ধুম ৪ সম্ভবত ২০২৬ সালে শুটিং ফ্লোরে যাবে। তার আগে নির্মাতারা দুজন প্রধান নায়িকা ও এক ভিলেন খুঁজছেন। মনে করা হচ্ছে, ছবির ভিলেন দক্ষিণের কোনও বড়ো অভিনেতা হবেন। এই মহূর্তে রণবীরের হাতে বেশ কয়েকটি বড়ো প্রোজেক্ট আছে। চলতি বছরে অবশ্য তাঁর কোনও ছবিই মুক্তি পাবে না। ২০২৬ সলে তাঁর দুটি বড়ো ছবি আসছে। প্রথমটি সঞ্জয় লীলা বনশালির লাভ অ্যান্ড ওয়ার, এটি মুক্তি পাবে ২০ মার্চ, ২০২৬। রামায়ণ-এর প্রথম ভাগও ২০২৬-এর দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে। ধুম ৪-এ তিনি তো থাকছেনই, এছাড়াও রামাযণ ২,অ্যানিম্যাল পার্ক, ব্রহ্মাস্ত্র ২,ইত্যাদিও তিনি অলংকৃত করবেন। বোঝা যায়, তাঁর কেরিয়ার গ্রাফ বাস্তবিকই এখন উর্দ্ধমুখী।

শ্রেয়স-লোকেশকেই চাইছেন গাভাসকার

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি : আগামী ১৯ জানুয়ারির সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা ভারতের। তার প্রাক্কালে অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির প্রতি সুনীল গাভাসকারের পরামর্শ, ব্যাটিং শক্তিশালী করতে শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল দুইজনকেই দলে রাখা উচিত।

ভারতীয় কিংবদন্তির দাবি, 'আমি যদি ওই চেয়ারে বসতাম (নির্বাচকদের), তাহলে খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক পারফরমেন্সকে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল

গুরুত্ব দিতাম। গত ওডিআই বিশ্বকাপে লোকেশ রাহুল দুর্দান্ত খেলেছে। শ্রেয়স আইয়ারও। শ্রেয়সের পাশে থাকা উচিত টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের। গত কয়েক মাসে যা ও পায়নি। আমি হলে দুইজনকেই রাখব। চারে শ্রেয়স, পাঁচে লোকেশ। ৬ নম্বরে ঋষভ (পন্থ)। কিছুদিন আগে শতরান করেছে সঞ্জু (স্যামসন)। ওকেও অবহেলা করা মুশকিল।'

টপ অর্ডারে শুভমান গিলের চেয়ে যশস্বী জয়সওয়ালই পছন্দ সানির। বলেছেন, 'আমার কাছে অগ্রাধিকার পাবে যশস্বী। কারণ, বাঁহাতি ব্যাটারদের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা থাকে। তবে কে কীভাবে দেখছে, সেটাই মূল কথা। আমি যশস্বীকেই নেব। ডান-বাম কম্বিনেশনে বোলাররা চাপে থাকবে লাইন ঠিক করতে। মাঝে ঋষভও বাঁহাতি, যা গুরুত্বপূর্ণ।'

ইরফান পাঠান আবার বোলিং ব্রিগেড বাছতে বসে স্পিন ব্রিগেডে রবীন্দ্র জাদেজা-কুলদীপ যাদবকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বরুণ চক্রবর্তীর নাম ঘোরাফেরা করলেও ইরফানের পছন্দ দুই অভিজ্ঞ। পেস ব্রিগেডে জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সামির সঙ্গে তৃতীয় পেসার মহম্মদ সিরাজ। প্রাক্তন অলরাউন্ডারের যুক্তি, এর ফলে শুধু বোলিং নয়, ব্যাটিং গভীরতাও বাড়বে। বলেন, 'জাদেজা দলে থাকলে ৮ নম্বরে খেলবে। বাড়বে ব্যাটিং-বোলিং বিকল্প। সঙ্গে একজন পেস বোলিং অলরাউন্ডার প্রয়োজন। নীতীশ কুমার রেড্ডি অস্ট্রেলিয়ায় পারফর্ম করে দেখিয়েছে, যা সহজ নয়।'

ইরফান আশাবাদী, বুমরাহ, সামি, দুজনকেই পাওয়া যাবে। বলেন, 'সিরাজ তৃতীয় পেসার। বুমরাহ-সামি খেললে প্রথম এগারোয় সিরাজের জায়গা নেই। দেখা যাক শেষপর্যন্ত কী হয়। আশা করি বুমরাহর চোট মারাত্মক কিছু হবে না।'

অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শেষে স্ত্রী আথিয়া শেঠির সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন লোকেশ রাহুল।

যশস্বীকে অধিনায়ক পছন্দ কোচ গম্ভীরের

মাত্র ২৩ বছরেই ভারতীয় দলের লিডারশিপ গ্রুপে যশস্বী জয়সওয়ালের নাম উঠে এসেছে।

দ্রুত সাফল্যের আশায় নতুন সচিব

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেটে সমস্যার শেষ নেই। সমাধানের রাস্তাও আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না।

উপরি হিসেবে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ হারের পর দলের অন্দরের নানা বিতর্ক আপাতত সামনে আসছে। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির সম্পর্ক যে ভালো নয়, সেই কথা ভারতীয় ক্রিকেটে সবারই জানা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের বৈঠকের মাধ্যমেও পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার দিশা মেলেনি। বরং 'আরও কয়েক মাস ক্রিকেট চালিয়ে যাব' অধিনায়ক রোহিতের এমন ঘোষণার পর কোচ গৌতম আরও 'গম্ভীর' হয়েছেন।

একইসঙ্গে রোহিতের উত্তরসূরি হিসেবে যশস্বী জয়সওয়ালের নাম তিনি ভেবে ফেলেছেন বলে খবর। সর্বভারতীয় এক দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন সঠিক হলে কোচ গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ও একদিনের দলের আগামীর অধিনায়ক হিসেবে যশস্বীকে চাইছেন। মনে করা হচ্ছে, তরুণ যশস্বীর মধ্যে কোচ গম্ভীর আগামীর নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখেছেন।

শেষপর্যন্ত যশস্বী টিম ইন্ডিয়ার আগামীর অধিনায়ক হবেন কি না, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জয় শা-র উত্তরসূরি হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটকে সঠিক দিশা দিতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না। গতকালই মুম্বইয়ে বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভার আসরে সচিব পদের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। দায়িত্ব পাওয়ার পরই টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে অধিনায়ক রোহিত, কোচ গম্ভীরদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠকও করেছেন তিনি। কীভাবে ভারতীয় ক্রিকেটে হারিয়ে যাওয়া সাফল্য ফেরানো যায়, তা নিয়ে রীতিমতো সচেষ্ট তিনি। বোর্ডের নতুন সচিবের কথায়, 'শেষ দুটো সিরিজে একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি আমরা। দলের অধিনায়ক, কোচদের সঙ্গে আমার এই ব্যাপারে কথা হয়েছে। কিছু খামতির দিক আমরা চিহ্নিত করেছি। আশা করছি, দ্রুত সমাধান পাওয়া যাবে। আর ভারতীয় ক্রিকেটও সাফল্যের পথে ফিরবে।'

> শেষ দুটো সিরিজে একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি আমরা। দলের অধিনায়ক, কোচদের সঙ্গে আমার এব্যাপারে কথা হয়েছে। কিছু খামতির দিক আমরা চিহ্নিত করেছি। আশা করছি, দ্রুত সমাধান পাওয়া যাবে। আর ভারতীয় ক্রিকেটও সাফল্যের পথে ফিরবে।
>
> **দেবজিৎ সইকিয়া,** বিসিসিআই সচিব

২২ জানুয়ারি থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ। তারপরই রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। টিম ইন্ডিয়া ফের দুই প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হলে ভারতীয় ক্রিকেটে সমস্যা আরও বাড়বে। আর দল সফল হলে অতীতের ব্যর্থতা সাময়িকভাবে চাপা পড়ে যাবে।

দুবাই দ্বৈরথে ভারত-বধের হুংকার আমিরের

ইসলামাবাদ, ১৩ জানুয়ারি : মাঝে মাসখানেকের বেশি সময়।

২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেটীয় টক্কর ঘিরে পারদ চড়তে শুরু করেছে। সেজে উঠছে দুবাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম। প্রাথমিকভাবে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে মেগা ডুয়েল হওয়ার কথা ছিল। যদিও ভারতের আপত্তিতে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিটি ম্যাচই সরেছে দুবাইয়ে। তেইশের ভারত-পাক দ্বৈরথও।

দুই দেশের কাছে সম্মানের ম্যাচ। বাড়তি তাগিদ পাকিস্তানের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারতের দাবির কাছে মাথা নত করতে হয়েছে। বাইশ গজে জুতসই জবাব দিতে ফুঁসছে গোটা পাক ক্রিকেটমহলও। সদ্য প্রাক্তন হওয়া মহম্মদ আমিরের কথায় সেই উত্তাপ। কিছুটা হুংকার ছাড়ার ভঙ্গিতেই প্রাক্তন পেসারের দাবি, ২৩-এর 'মহারণে' পাকিস্তানই ছড়ি ঘোরাবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুই দেশ শেষবার মুখোমুখি হয় ২০১৭-এর ফাইনালে। আট বছর পর ফের বসছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। ২০১৭-র ফাইনালের অন্যতম নায়ক আমিরের বিশ্বাস, দুবাইয়ের দ্বৈরথেও জিতবে পাক ব্রিগেড। প্রাক্তন পেসারের যুক্তি, 'অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অজিদের হারিয়েছি আমরা। হারিয়েছি দক্ষিণ আফ্রিকাকেও। বিদেশের মাটিতে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। যা মাথায় রাখলে, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকেই এগিয়ে রাখব।'

বিরাটকে মজাদার 'টোটকা' শোয়েবের

বিরাট কোহলির ভক্ত আমির আরও বলেছেন, 'বড় টুর্নামেন্টে বরাবরই ভারত আমার ফেভারিট। তবে এই মুহূর্তে ভারতীয় দল চাপে রয়েছে। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার কারণে প্রবল সমালোচনার মুখেও পড়েছে। জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়েও সংশয় রয়েছে। ওকে যদি না পায়, তাহলে ভারতের জন্য বিশাল ক্ষতি। দলের মূল বোলার। স্বপ্নের ফর্মেও রয়েছে। বুমরাহকে ছাড়া ভারতের শক্তি কিন্তু ৪০-৫০ শতাংশ কমে যাবে।'

এদিকে বিরাট কোহলিকে ফর্মে ফেরানোর মজাদার টোটকা দিলেন শোয়েব আখতার। প্রাক্তন পাক স্পিডস্টারের মতে, শুধু বিরাটের সামনে বলতে হবে, সামনে পাকিস্তান ম্যাচ রয়েছে। পাকিস্তান নামটা শুনলেই স্বমহিমায় ফিরবেন ভারতীয় রানমেশিন। বলেছেন, 'বিরাটকে জাগাতে চান? তাহলে ওকে গিয়ে বলুন সামনেই পাকিস্তান ম্যাচ রয়েছে। ঠিক জেগে যাবে। মেলবোর্নে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইনিংসটার কথা ভাবুন (২০২২ টি২০ বিশ্বকাপে)। আশা করি, বাবর আজমও পাকিস্তানের ব্যাটিংকে ভরসা জোগাবে। বিরাট-বাবররা রান পাবে, আগুন ঝরাবে শাহিন (আফ্রিদি), জসপ্রীতরা। উপভোগ্য এবং হাড্ডাহাড্ডি একটা ম্যাচ দেখতে পাব আমরা।'

যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়েও উচ্ছাশা পোষণ করলেন। শোয়েবের দাবি, ভারতের তরুণ ওপেনার অত্যন্ত প্রতিভাবান। ক্রিকেটের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রশংসনীয়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রতিকূল পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ যেভাবে সামলেছে, তা কুর্নিশযোগ্য। দুর্দান্ত প্রতিভা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় ওপেনিং কম্বিনেশনে যশস্বীকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তিনি।

নর্তজে-লুঙ্গিকে ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা

চোট-শঙ্কা নিয়েও অজি দলে কামিন্স

সিডনি, ১৩ জানুয়ারি : গোড়ালির চোট নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে প্যাট কামিন্সের।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শুরু থেকে পাওয়া যাবে কি না, নিশ্চিত নয়। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কামিন্সকে অধিনায়ক করেই দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার। ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ক্যাঙারু ব্রিগেড। সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে চোটের তালিকায় (কাফ মাসলে) থাকা জোশ হ্যাজেলউডেরও।

ফর্মের কারণে প্রবল চাপে থাকা মিচেল মার্শের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পেয়েছে। ব্যর্থতার কারণে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির মাঝপথে বাদ পড়েন। চলতি বিগ ব্যাশ লিগেও ব্যর্থতা জারি। গত ম্যাচে জোড়া শূন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। যদিও কিছুটা অবাক করেই মার্শ দলে। নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি জানান, ভারসাম্যের পাশাপাশি অভিজ্ঞতাকেও তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন।

স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেনরা প্রত্যাশামাফিক ব্যাটিং ব্রিগেডের অন্যতম ভরসা। তবে নেই উঠতি ওপেনার জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক। সম্প্রতি পাকিস্তান সিরিজ খুব একটা ভালো যায়নি। বিবিএলের ব্যর্থতাও তাঁর বিপক্ষে গিয়েছে। দুই পেসার স্পেনসার জনসন, সিন অ্যাবোটেরও জায়গা হয়নি। জোশ ইনগ্লিশের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি।

কামিন্সকে প্রথম থেকে পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে জর্জ বেইলির আশা, ২২ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগেই ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন। মেডিকেল টিম সর্বক্ষণ নজর রাখছে। কামিন্স নিজেও বদ্ধপরিকর আইসিসি টুর্নামেন্টে নামতে। ম্যাকগার্ককে নিয়ে বেইলির দাবি, ব্যাটিং স্কিল প্রশংসনীয়। বয়স অল্প। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে বাদ পড়লেও আগামীতে ম্যাকগুর্ককে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকাও। চোট সারিয়ে দলে ফিরলেন দুই অভিজ্ঞ পেস তারকা আনরিচ নর্তজে ও লুঙ্গি এনগিডি। প্রথমবার কোনও আইসিসি টুর্নামেন্টের দলে ডাক পেলেন উইয়ান মুল্ডার, টনি ডি জর্জি, রায়ান রিকেলটন। সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট ফরম্যাটে রিকেলটনের আগ্রাসী ব্যাটিং নজর কেড়েছে। আইসিসি টুর্নামেন্টে যে আগ্রাসনে আস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার।

'বি' গ্রুপে আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২১ ফেব্রুয়ারি করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে রশিদ খানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বাধীন প্রোটিয়া ব্রিগেড। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে যথাক্রমে ২৫ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ।

অস্ট্রেলিয়া দল

প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, নাথান এলিস, অ্যারন হার্ডি, জোশ হ্যাজেলউড, ট্র্যাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিশ, মার্নাস লাবুশেন, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টোয়িনিস ও অ্যাডাম জাম্পা।

দক্ষিণ আফ্রিকা দল

টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), টনি ডি জর্জি, মার্কো জেনসেন, হেনরিক ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, আইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, উইয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, আনরিচ নর্তজে, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, তাবরেইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস ও রাসি ভ্যান ডার ডুসেন।

গুয়াহাটিতে ফিরে সংবর্ধিত হলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া। অসমিয়া রীতিতে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। সোমবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

কিছু প্রমাণের নেই : লিটন

ঢাকা, ১৩ জানুয়ারি : গতকাল বাদ পড়েছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাংলাদেশ দল থেকে। আজ মাঠে নেমেই ৪৪ বলে সেঞ্চুরি। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে যা দ্রুততম শতরানে নির্বাচকদের বার্তা দিলেন। যদিও লিটন দাসের দাবি, কারওর কাছে কিছু প্রমাণ করার নেই তাঁর। কাউকে কোনও বার্তাও দিতে চান না। বরং নির্বাচকদের পাশে দাঁড়িয়ে সাফ জবাব, 'গত কয়েক মাস ভালো খেলতে পারিনি। নির্বাচকরা মনে করেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে উপযুক্ত নই। আগামী দিনে যদি মনে করেন আমি যোগ্য, তাহলে জাতীয় দলে ফিরব। আপাতত বিপিএলে মনোনিবেশ করতে চাই।'

'নিজেকে দশে দশ দেব আমি'

প্রীতিদের মর্যাদারক্ষায় মরিয়া অধিনায়ক শ্রেয়স

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি : অধিনায়ক হিসাবে আইপিএল জিতেছেন ২০২৪-এ।

তারপরও কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে রাখেনি। নিলামেও আগ্রহ দেখায়নি। ঠিকানা বদলে এবার পাঞ্জাব কিংস পরিবারে শ্রেয়স আইয়ার। পকেটে ২৬.৭৫ কোটি টাকা। মাথায় নেতৃত্বের মুকুট। রবিবার রিয়েলিটি শো 'বিগ বস'-এ সবাইকে চমকে দিয়ে শ্রেয়সের নাম পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা করেন সলমন খান। শ্রেয়সের সঙ্গে যেখানে উপস্থিত ছিলেন কিংসের দুই সতীর্থ যুযবেন্দ্র চাহাল ও শশাঙ্ক সিং।

প্রীতি জিন্টাদের দেওয়া আস্থার মর্যাদা রাখাই পাখির চোখ শ্রেয়সের। পঞ্চনদের আইপিএল দলের ট্রফির খরা কাটাতে মরিয়া শ্রেয়সের সাফ কথা, তিনি হারকে ঘৃণা করেন। রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে (হেডকোচ) জুটি বেঁধে কিংস সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চান। শ্রেয়সের কথায়, 'অধিনায়ক-কোচের বোঝাপড়া সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে একসঙ্গে কাজ করেছি (দিল্লি ক্যাপিটালস)। ওর মানসিকতা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। খেলোয়াড়দের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রিকি। তবে স্বাধীনতা মানে বাড়তি দায়িত্ব। যা পালন করতে বদ্ধপরিকর আমি।'

গতবার সম্মিলিত প্রয়াসে নাইটদের তৃতীয়বার খেতাব এনে দিয়েছেন। অধিনায়ক হিসাবে প্রথমবার ট্রফি জয়ের স্বাদ। শ্রেয়সের কথায়, আটজন আইপিএল ট্রফি জয়ী অধিনায়কের অন্যতম হতে পারা তাঁর কাছে গর্বের। একইসঙ্গে বলেন, 'দলগত প্রয়াসের সুফল। গৌতম গম্ভীর, অভিষেক নায়ার, থিংকট্যাংক প্রচুর সাহায্য করেছে আমাকে। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত স্যর (কেকেআর হেডকোচ) ছিলেন। দলের মধ্যে উনি শৃঙ্খলা এনেছিলেন। দুর্দান্ত সেটআপ। সবাই যখন একই লক্ষ্যে নামে, তখন ঠিক সাফল্য মেলে। এবার আমাদের লক্ষ্য সেটাই।'

ভারতীয় দলের বাইরে বেশ কিছুদিন হল। শ্রেয়স আশাবাদী, শুধু ওডিআই নয়, টি২০-তেও প্রত্যাবর্তন করবেন। আত্মবিশ্বাস নিয়েই পাঞ্জাব কিংসের নতুন অধিনায়কের দাবি, কুড়ির ফরম্যাটেও নিজেকে দশে দশ দেবেন। নিজের দক্ষতা নিয়ে কোনওরকম সন্দেহ নেই। ফরম্যাট যাই হোক, যে কোনও পজিশনে খেলার জন্যও সর্বদা প্রস্তুত। দল কী চাইছে, সেটাই মূল কথা।

বিগ বসে শ্রেয়স আইয়ারকে পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক ঘোষণার সময়।

> দলগত প্রয়াসের সুফল। গৌতম গম্ভীর, অভিষেক নায়ার, থিংকট্যাংক প্রচুর সাহায্য করেছে আমাকে। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত স্যর (কেকেআর হেডকোচ) ছিলেন। দলের মধ্যে উনি শৃঙ্খলা এনেছিলেন। দুর্দান্ত সেটআপ। সবাই যখন একই লক্ষ্যে নামে, তখন ঠিক সাফল্য মেলে।
>
> **শ্রেয়স আইয়ার**

রনজির বাকি ম্যাচে অনিশ্চিত সুদীপ

বোলিং নিয়ে দুশ্চিন্তায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : সময়টা ভালো যাচ্ছে না বাংলা ক্রিকেটের। সর্বভারতীয় স্তরে সাফল্য নেই। সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনাল থেকেই বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে বাংলা দলের।

সামনে এখন শেষ সম্বল রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্বে বাকি থাকা দুই ম্যাচ। হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে জোড়া ম্যাচের লক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকেলে সিএবি-তে বাংলার দল নির্বাচনি বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকের আগে বঙ্গ ক্রিকেট সংসারে দুশ্চিন্তায় কালো মেঘ। দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। বিজয় হাজারে প্রতিযোগিতার শেষ ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন সুদীপ। পরে ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, চোট গুরুতর। রনজির বাকি দুই ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা বেশ কম।

সুদীপের চোটের পাশে দলের পেস আক্রমণ নিয়েও দুশ্চিন্তা রয়েছে বাংলা শিবিরে। অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝেই চোট পেয়েছিলেন আকাশ দীপ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশে আপাতত পূর্ণ বিশ্রামে আকাশ। রনজির বাকি দুই ম্যাচেও তাঁকে পাবে না বাংলা। শাহবাজ আহমেদেরও খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাঁর হার্নিয়া অস্ত্রোপচার হয়েছে। মহম্মদ সামি টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন। মুকেশ কুমার বাংলা দলে থাকলেও তাঁর সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নয় বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। আগামীকাল বিকেলে রনজির বাকি দুই ম্যাচের জন্য দল নির্বাচনের আগে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'চোটআঘাত খেলার অঙ্গ। সেই চোটের কারণে আকাশ, শাহবাজকে পাচ্ছি না আমরা। সামিও ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছে। এমন অবস্থায় রনজির বাকি দুই ম্যাচের দল নিয়ে আমাদের অনেক কিছু ভাবতে হবে।'

সামি-আকাশ-শাহবাজরা না থাকায় বাংলার বোলিং কি দুর্বল হয়ে গেল? এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনও জবাব দেননি বাংলার কোচ। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'এভাবে বলা যায় না কিছু। একটু সমস্যা নিশ্চিতভাবেই হবে। কিন্তু বাকি যারা রয়েছে, তাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। দেখা যাক কী হয়।' মাস দুয়েক পর রনজির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন ঋদ্ধিমান সাহাও। ৫ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'সি'তে তিন নম্বরে থাকা বাংলা দলের হয়ে রনজির প্রথম পর্বে শেষবার কোনও ম্যাচ খেলেছিলেন পাপালি। মাঝের সময়ে ক্লাব ক্রিকেটও খেলেননি তিনি। এমন অবস্থায় ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার আগে ঋদ্ধিমানকে নিয়ে বাংলার ক্রিকেট সংসারে চর্চা চলছে। যদিও তাঁর রনজির স্কোয়াডে থাকা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

আজ শুরু টিকিট বিক্রি

ইডেন টি২০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কুড়ির ক্রিকেট অভিযানে নেমে পড়বে সূর্যকুমার যাদবের ভারত।

ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে আগামী ২২ জানুয়ারির ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচকে কেন্দ্র করে এখনও তেমন আগ্রহ তৈরি হয়নি। সেই আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যেই কাল থেকে ইডেনের চার নম্বর গেট থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে। সিএবির তরফে আজ সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই খবর জানানো হয়েছে। অনলাইন টিকিট বিক্রি আজই শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম দিনে টিকিট বিক্রিতে তেমন সাড়া পাওয়া গিয়েছে বলে খবর নেই এখনও। এর মধ্যেই গতকাল মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভা শেষে আজ কলকাতায় ফিরেই সিএবির শীর্ষকর্তারা রাতের দিকে জরুরি বৈঠকে বসেন। ২২ জানুয়ারির আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ সফলভাবে পরিচালনার পাশে ২১ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএল আয়োজন নিয়েও আজ বাংলার ক্রিকেটকর্তারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জানা গিয়েছে, সফলভাবে ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে সিএবি কর্তারা মরিয়া। এদিকে, আগামী ২২ জানুয়ারি ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টি২০ ম্যাচের আসরে কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামীর নামের স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হবে।

ফের বোমা ফাটালেন উথাপ্পা

রায়াড়ুর ছাঁটাইয়ে বিরাট-যোগের দাবি

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : যুবরাজ সিং প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগে বিরাট কোহলিকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন রবিন উথাপ্পা। ক্যানসার থেকে সদ্য ফিরে আসা যুবিকে কঠিন ইয়ো ইয়ো টেস্টে নাকি কোনওরকম রেয়াত করেননি বিরাট। এবার আম্বাতি রায়াড়ুর বিশ্বকাপ স্বপ্নভঙ্গের পিছনেও বিরাট-যোগের অভিযোগ উথাপ্পার।

২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপজয়ী দলে বিরাটের সতীর্থ ছিলেন উথাপ্পা। আইপিএলেও একই দলে খেলেছেন। সেই রায়াড়ুর দাবি, চার নম্বর ব্যাটার হিসেবে টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনা ছিল রায়াড়ুকে ঘিরেই। কিন্তু রাতারাতি মতবদল। যার নেপথ্যে বিরাট! উথাপ্পার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, 'কাউকে যদি পছন্দ না হত, তাহলে তাঁকে ছেঁটে দিতে কার্পণ্য করত না বিরাট। আম্বাতি রায়াড়ু এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ থাকে। কিন্তু তুমি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাউকে বাতিল করে দিতে পারো না।'

উথাপ্পার আরও দাবি, 'বিশ্বকাপের পোশাক পেয়ে গিয়েছিল। বিশ্বকাপের কিটব্যাকও। বাড়িতেই সবকিছু চলে আসে। এরপর একজন খেলোয়াড় ভাবতেই পারে সে বিশ্বকাপ খেলতে যাবে। কিন্তু হঠাৎই ওর (রায়াড়ু) সামনে দরজা যদি তুমি বন্ধ করে দাও, তা মোটেই সঠিক নয়।' রায়াড়ুর বদলে শেষপর্যন্ত সবাইকে অবাক করে বিশ্বকাপগামী বিমানে ওঠেন বিজয় শংকর।

জসপ্রীতের সঙ্গে তুলনায় নারাজ কপিল

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে নিজের তুলনায় নারাজ কপিল দেব। ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের যুক্তি, দুইজনে দুই প্রজন্মের ক্রিকেটার। তুলনা তাই অযৌক্তিক। এক প্রশ্নের জবাবে কপিল বলেছেন, 'দয়া করে আমার সঙ্গে বুমরাহর তুলনা করবেন না। দুটি পৃথক প্রজন্মের মধ্যে তুলনা চলে না। এখন টেস্টে একদিনে তিনশো রানও হচ্ছে। আমাদের সময় হত না। তুলনা তাই চলে না।'

বুমরাহর ওয়ার্কলোড নিয়ে কয়েকদিন আগে কপিলের উদাহরণ টানেন ১৯৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য বলবিন্দার সিং সান্ধু। বলেছেন, 'বুমরাহ কত ওভার বল করেছে? গোটা সিরিজ সম্ভবত ১৫০ ওভারের মতো। সেক্ষেত্রে ইনিংসে কত ওভার। পাঁচ ম্যাচে ৯ ইনিংস। ইনিংস পিছু ১৬ ওভার। এতেই ধকল! আমাদের সময়ে দিনে ২৫-৩০ ওভার বল করতাম। কপিল গোটা কেরিয়ারে লম্বা স্পেল করেছে। বুমরাহর ওয়ার্কলোডের দাবি মানতে পারছি না।'

বুমরাহকে নিয়ে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের উচ্ছ্বাসে ভাটা নেই। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির সময় তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। এদিন চাঞ্চল্যকর দাবি, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের উইকেটও ছিটকে দিতেন বুমরাহ। ৯৯.৯৪ ব্যাটিং গড়ের মালিকের রক্ষণও ভেঙে যেত বুমরাহ-মিসাইলে। বুমরাহকে রেটিং দিতে নারাজ। গিলির মতে, নিজেদের সেরা সময়ে ব্র্যাডম্যান-বুমরাহ মুখোমুখি হলে রং ছড়াতেন।

বার্সা ঝড়ে আত্মসমর্পণ রিয়ালের

বার্সেলোনা-৫ (রাফিনহা-২, ইয়ামাল, লেওয়ানডস্কি, বালডে)
রিয়াল মাদ্রিদ-২ (এমবাপে, রডরিগো)

জেড্ডা, ১৩ জানুয়ারি : প্রথমার্ধেই পাঁচ গোল।

স্কোরলাইন দেখে মনে হবে একতরফা খেলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ম্যাচটা ছিল স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনাল। যেখানে বার্সেলোনা ৫-২ গোলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে উড়িয়ে খেতাব জিতে নিয়েছে। এটা তাদের ১৫তম স্প্যানিশ সুপার কাপ।

লা লিগার এল ক্লাসিকোতে ৪ গোল হজম করেছিল রিয়াল। ফলে ফাইনাল ম্যাচটা ছিল কিলিয়ান এমবাপেদের কাছে প্রতিশোধের ম্যাচ। কিন্তু তারা যে এইভাবে আত্মসমর্পণ করবে, তা বোধহয় অতি বড় রিয়াল সমর্থকও কল্পনা করেনি। প্রথমার্ধে রাফিনহা, লামিনে ইয়ামালরা কার্যত বুলডোজার চালিয়ে দিলেন লস ব্ল্যাঙ্কোস রক্ষণে।

ম্যাচের শুরু থেকেই রিয়াল রক্ষণের ওপর চেপে বসে হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সা। তাও প্রথম গোলটা রিয়াল মাদ্রিদ করেছিল। ম্যাচের ৫ মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পাস ধরে গোলের খাতা খোলেন ফরাসি মহাতারকা এমবাপে। কিন্তু তারপরই শুরু বার্সা ঝড়।

২০ মিনিটে রবার্ট লেওয়ানডস্কির পাস ধরে ফারল্যান্ড মেন্ডি ও অরেলিয়েন চৌয়ামেনিকে কাটিয়ে গোল শোধ করে স্পেনের 'বিস্ময় বালক' ইয়ামাল। ৩৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান পোলিশ গোলমেশিন লেওয়ানডস্কি। মিনিট পাঁচেক পরেই জুলস কুন্দের লম্বা ক্রস থেকে হেডে বিনা বাধায় তৃতীয় গোলটি করে যান ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা। এখানেই রিয়ালের দুর্ভোগের শেষ হয়নি। সংযোজিত সময়ে ফেডেরিকো ভালভার্দেকে কাটিয়ে বালডেকে বল বাড়িয়ে দেন রাফিনহা। ব্রাজিলিয়ান তারকার পাস থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি আলেজান্দ্রো বালডে। প্রথমার্ধে ৪-১ গোলে এগিয়ে থেকে কার্যত ট্রফি জয় নিশ্চিত করে ফেলেছেন হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা।

দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রটা বদলায়নি। ৪৮ মিনিটে রাফিনহা গোল করে রিয়াল কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন। ৫৬ মিনিটে এমবাপেকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন বার্সার গোলরক্ষক ওজসিয়েচ সেজনি। ফ্রি কিক থেকে রিয়ালের দ্বিতীয় গোলটি করেন রডরিগো। তারপর দশজনের বার্সাকে পেয়েও মহাকাব্যিক কোনও প্রত্যাবর্তনের চিত্রনাট্য লিখতে পারেননি ভিনি-এমবাপেরা।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্ছ্বসিত বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, 'বড় ক্লাবের মূল লক্ষ্য থাকে ট্রফি জয়। দলের পারফরমেন্সে গর্বিত। বিশেষ করে দশজনে হওয়ার পর ছেলেরা যেভাবে খেলেছে তা প্রশংসনীয়।' অন্যদিকে বিধ্বস্ত রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির মন্তব্য, 'বার্সেলোনার জয়টা প্রত্যাশিত। ওরা আমাদের থেকে অনেক ভালো ফুটবল উপহার দিয়েছে। আমাদের দলে এমবাপে ছাড়া বাকিরা ভালো খেলতে পারেনি।'

স্প্যানিশ সুপার কাপ
ফাইনাল

জোড়া গোল করে বার্সেলোনার জয়ের নায়ক রাফিনহা (বাঁয়ে)। স্প্যানিশ সুপার কাপ ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশনে কোচ হ্যান্সি ফ্লিক সহ বার্সেলোনার ফুটবলাররা।

পেনাল্টি না দেওয়া ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত : কেটেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলকে পেনাল্টি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, জানিয়ে দিলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের রেফারিজ কমিটির প্রধান ট্রেভর কেটেল।

গত কয়েকদিনে বেশ কিছু অভিযোগ উঠে এসেছে আইএসএল-এর বিভিন্ন ক্লাবের তরফে রেফারিং নিয়ে। দিন কয়েক আগে ফেডারেশনকে এই বিষয়ে কড়া চিঠি দেয় পাঞ্জাব এফসি। একইসঙ্গে গত শনিবার ডার্বি ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গলের তরফে অভিযোগ ছিল, রেফারি তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে একটি পেনাল্টি দেয়নি। যেখানে আপুইয়ার হাতে বল লাগে বলে অভিযোগ ছিল। ওই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে ক্লাব সমর্থকদের তরফে। কিন্তু এদিন ট্রেভর যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে দেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রতি ম্যাচে 'কি ম্যাচ ইন্সিডেন্স' বলে একটি বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। যেখানে ম্যাচের পর রেফারি অ্যাসেসরদের একটি প্যানেল ম্যাচের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত বিশ্লেষণ করেন। এই প্যানেলে সাধারণত তিনজন করে প্রাক্তন ফিফা রেফারি যাঁরা এখন রেফারি অ্যাসেসরের কাজ করেন, তাঁদের রাখা হয়। কিন্তু ডার্বি ম্যাচের গুরুত্ব অনুধাবন করে ওইদিন পাঁচজন ফিফা প্যানেলের প্রাক্তন রেফারি রাখা হয়েছিল। ওই ঘটনা বিশ্লেষণ করার সময় পাঁচজনই একযোগে জানিয়ে দেন পেনাল্টি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক। কারণও ব্যাখ্যা করেন তিনি। ট্রেভর বলেছেন, যে কোনও সময়ই হাতে বল লাগার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ছোটখাটো বিতর্ক হয়ে থাকে। তাঁর মন্তব্য, 'কারণ ওটা কাছে থাকার ফলে একমাত্র রেফারিই বুঝতে পারেন সংশ্লিষ্ট ফুটবলার ফুটবলারের হাত শরীর থেকে কতটা দূরে ছিল বা তিনি হাতটা সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কি না। এক্ষেত্রে আপুইয়ার হাত শরীর থেকে দূরে এবং অনেকটা পিছনে ছিল। ফলে ডার্বি ম্যাচে পেনাল্টি না দেওয়ার সিদ্ধান্তে কোনও বিতর্ক নেই।' তবে ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে জিকসন সিংকে লাল কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্ত যে পুরোপুরি সঠিক ছিল না, সেই কথা মেনে নেন রেফারিজ কমিটির প্রধান। সেদিন প্রতিপক্ষ ফুটবলার রেফারিকে ভুল করতে কিছুটা হলেও বাধ্য করেন বলে মনে করছেন তিনি।

ট্রেভর জানিয়ে দিয়েছেন, বিদেশি রেফারি এনে খেলানোর পক্ষে তিনি নন। কারণ তাতে এদেশের রেফারিদের মান বাড়বে না। রেফারি যত বেশি ম্যাচ খেলাবেন তত তাঁদেরও মান ভালো হবে বলে মনে করেন তিনি। তাছাড়া কোনও দেশেরই ফেডারেশন রেফারিদের অন্য দেশে পাঠাতে রাজি হয় না বিতর্কের ভয়ে। ভার প্রয়োগ নিয়ে তিনি নিজের রিপোর্ট ফেডারেশনকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন এআইএফএফ-কে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ইস্টবেঙ্গলের পিভি বিষ্ণুর শট বক্সের মধ্যে হাতে লাগিয়েছিলেন আপুইয়া।

> কাছে থাকার ফলে একমাত্র রেফারিই বুঝতে পারেন সংশ্লিষ্ট ফুটবলার ফুটবলারের হাত শরীর থেকে কতটা দূরে ছিল বা তিনি হাতটা সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিনা। এক্ষেত্রে আপুইয়ার হাত শরীর থেকে দূরে এবং অনেকটা পিছনে ছিল। ফলে ডার্বি ম্যাচে পেনাল্টি না দেওয়ার সিদ্ধান্তে কোন বিতর্ক নেই।
>
> **ট্রেভর কেটেল**
> অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের রেফারিজ কমিটির প্রধান

ডেভেলপমেন্ট লিগ শুরু আজ

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট লিগের আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলা। প্রথম দিনে মোহনবাগান খেলবে ওড়িশার বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ডায়মন্ড হারবার। মহমেডান স্পোর্টিং মুখোমুখি হবে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের। ১৯ জানুয়ারি নৈহাটি স্টেডিয়ামে ডার্বিতে মোহনবাগান-মহমেডান মুখোমুখি হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলবে সাদা-কালো শিবির। ২৯ জানুয়ারি নৈহাটি স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান মুখোমুখি হবে।

অনুশীলনে মহমেডান

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : সোমবার থেকে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বেঙ্গালুরু ম্যাচে খেলা ফুটবলাররা এদিন রিকভারি সেকশনে অংশ নেন। বাকিদের নিয়েই অনুশীলন করেন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। সোমবার প্রথমে অনুশীলন করলেও বাকি সময়টা ফিজিওর সঙ্গেই কাটালেন আর্জেন্টিনার অ্যালেক্সিস গোমেজ। বুধবার চেন্নাইয়ান ম্যাচ তাদের।

মারের কোচিংয়ে প্রথম জয় জকোর

মেলবোর্ন, ১৩ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিশেষ বাসবারেড্ডিকে ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন। প্রথম সেটে পরাজিত হওয়ার পর পরের সেটেই দারুণভাবে ফিরে আসেন তিনি। নয়া কোচ অ্যান্ডি মারের অধীনে এটাই জকোভিচের প্রথম ম্যাচ ছিল।

স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াও জয় দিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সূচনা করেছেন।

বিদায় সিতসিপাসের

তিনি কাজাখস্তানের আলেকজান্ডার শেভচেঙ্কোকে ৬-১, ৭-৫, ৬-১ গেমে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন। প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই ইয়ানিক সিনারের জয়টা অবশ্য সহজে আসেনি। চিলির নিকোলাস জেরির বিরুদ্ধে তিনি ৭-৬ (৭/২), ৭-৬ (৭/৫), ৬-১ গেমে জেতেন তিনি।

তবে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন গ্রিক তারকা স্টেফানোস সিতসিপাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালেক্স মিচেলসেনের কাছে ৭-৫, ৬-৩, ২-৬, ৬-৪ গেমে তিনি হেরে যান। প্রথম দুই সেটে পরাজিত হওয়ার পর তৃতীয় সেট জিতে আশার আলো দেখিয়েছিলেন সিতসিপাস। তবে চতুর্থ সেটে শেষরক্ষা করতে পারেননি তিনি।

মহিলাদের সিঙ্গলসে জয় পেয়েছেন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই ইগা সোয়াইতেক। তিনি চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যাটেরিনা সিনিয়াকোভাকে ৬-৩, ৬-৪ ফলে হারিয়েছেন।

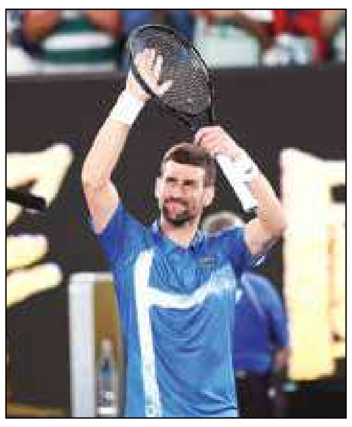

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জিতে নোভাক জকোভিচ। সোমবার।

ইউস্তের বদল প্রায় নিশ্চিত ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : খুব সম্ভবত বিদায় করা হচ্ছে হেক্টর ইউস্তেকে। তাঁর পরিবর্তে ইস্টবেঙ্গলে নতুন বিদেশি নেওয়া প্রায় পাকা।

হিজাজি মাহেরকে অপছন্দ হলেও তাঁর লম্বা চুক্তির জন্য তাঁকে বিদায় করা যাচ্ছে না। তাছাড়া একসঙ্গে দুইজনকে বিদায় করতে যে পরিমাণ অর্থ দরকার, সেই পরিমাণ খরচ আর এই মুহূর্তে করতে চাইছে না বিনিয়োগকারী সংস্থা। কারণ এই মরশুমে যে আইএসএলে আর ভালো কিছু করা সম্ভব নয়, এটা পরিষ্কার। তাই আপাতত সুপার কাপ ও এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে মনোনিবেশ করা হচ্ছে। আর তার জন্যই অন্তত একজন বিদেশি বিদায় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী মরশুমেও অস্কার ব্রুজোঁকে কোচ রেখেই দল গোছানোর ভাবনা ইস্টবেঙ্গলের। তাই তাঁর পরামর্শমতোই হয়তো হবে পরবর্তী দল গঠন।

জামশেদপুর ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু দিমিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ডার্বি এখন অতীত। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লক্ষ্য এখন জামশেদপুর এফসি ম্যাচ। খালিদ জামিলের দল শেষ তিনটি ম্যাচে জয় পেয়েছে। ১৪ ম্যাচ খেলে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে তারা। শীর্ষে থাকা মোহনবাগানের থেকে ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে। যদিও দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা এক ম্যাচ বেশি খেলেছেন। তাই ইস্পাতনগরীর দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

রবিবার শহরে ফিরেছে মোহনবাগান। সোমবার সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে জামশেদপুর ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল তারা। প্রথমদিনের বেশিরভাগ সময়টা রিহ্যাব করেই কাটালেন বাগান ফুটবলাররা। চোট থাকায় এদিন অনুশীলন করেননি মিডিও অনিরুদ্ধ থাপা। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। দলের আরেক মিডিও আপুইয়ার হাতে হালকা চোট রয়েছে। তাই তাঁকে এদিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন বাগান কোচ মোলিনা।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে রক্ষণ কিছুটা হলেও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বাগান কোচের কপালে। ডার্বির ভুলত্রুটি নিয়ে ইতিমধ্যে তিনি খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। খালিদের দলের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় রাখাই লক্ষ্য সবুজ-মেরুন শিবিরের।

রায়াডুর ছাঁটাইয়ে বিরাট-যোগের দাবি
-খবর তেরোর পাতায়

লিগ নিয়ে ডায়মন্ডের প্রস্তাব

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : কলকাতা লিগ এখনও শেষ হয়নি। তবে চলতি মাসেই কলকাতা লিগ শেষ করতে চাইছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। এদিকে ডায়মন্ড হারবারের পক্ষ থেকে তাদের ম্যাচগুলি ১৫, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি, তিনটি তারিখের মধ্যে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আমরা ডায়মন্ড হারবারের প্রস্তাব পেয়েছি। আইএফএ সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' ডায়মন্ড হারবারের তরফে এদিন সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলকে সংবর্ধিত করা হয়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন করণ মুন্ডা।

করণের গোলে জয় সুকনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : সুকনা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সুকনা গোল্ড কাপ ফুটবলে সোমবার সুকনা ইউনাইটেড ১-০ গোলে হারিয়েছে এনবিএফএ-কে। ম্যাচের সেরা করণ মুন্ডা ৭ মিনিটে গোল করেন।

হার কলকাতার

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : সাইয়ের আন্তঃ কোচিং ফুটবলে কলকাতা ওয়ানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দেয় গুয়াহাটি। স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে কলকাতার মীর আলি গোল করেছে। প্রতিযোগিতার প্রথম হ্যাটট্রিক করে তন্ময় জয় এনে দেয় গুয়াহাটিকে।

উত্তরের খেলা

সফট বলে তৃতীয় জলপাইগুড়ি

বেলাকোবা, ১৩ জানুয়ারি : রাজ্য সিনিয়ার সফট বল চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে জলপাইগুড়ি জেলা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। জলপাইগুড়ি পুরুষ বিভাগে সেমিফাইনালে নদিয়ার কাছে ৬-১১ ব্যবধানে হেরে যায়। মহিলা দল ২-৪ ব্যবধানে নদিয়ার কাছে হেরেছে। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে প্রথম এবং দ্বিতীয় হয়েছে নদিয়া এবং বীরভূম জেলা। ১১-১২ জানুয়ারি নদিয়াতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ১৪টি জেলা ও মহিলা বিভাগে ১৩টি জেলা অংশ নিয়েছিল।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে ৫ উইকেট নেওয়া কার্নান আগরওয়াল।

সেমিতে সেন্ট মাইকেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : দাত্তু ফাদকার ট্রফি আন্তঃমহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ স্কুল ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল সেন্ট মাইকেল স্কুল। চাঁদমণি মাঠে সোমবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১ উইকেটে হারিয়েছে বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলকে। টসে জিতে বিড়লা ৩৭.২ ওভারে ১০৫ রানে অল আউট হয়। সর্বাধিক ৩৯ রান উমঙ্গ গোয়েলের। নৈতিক আগরওয়াল ২৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে। ১৬ রানে ঋদ্ধিমান দাস পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে সেন্ট মাইকেল ২৯ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৬ রান তুলে নেয়। রণবীর সিং করেছে ১৫ রান। ম্যাচের কার্নান আগরওয়াল ৩৫ রানে ৫ উইকেট ফেলে দেয়। দেবাংশ মুন্ডা ১০ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট।

ভলিবলে সেরা কদম সংঘ

বাগডোগরা, ১৩ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আঠারোখাই অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের (গ্রামীণ) ব্যবস্থাপনায় আঠারোখাই সর্বজনীন খেলার মাঠে আয়োজিত ১২ দলীয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল চৈতন্যপুর কদম সংঘ। তারা পেয়েছে প্রদীপকুমার খাসনবিশ ট্রফি। রানার্স সুপার সিক্স টিমের হাতে উঠেছে সুশীলকুমার নিয়োগী ট্রফি।

জয়ী পান্ডাপাড়া

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে পান্ডাপাড়া বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব ১৩৮ রানে হারিয়েছে সুভাষ সংঘকে। প্রথমে পান্ডাপাড়া ৫ উইকেটে ২৪৪ রান করে। রণবীর ভট্টাচার্য ৪৬ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে সুভাষ সংঘ ১০৬ রানে অল আউট হয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সজল বাউরি - কে 17.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46G 13167 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এক স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের কোটিপতি হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। খুব স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে কোটিপতি বানানোর এই প্রকল্প প্রদানের জন্য ডিয়ার লটারি সত্যি প্রশংসনীয়। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে জানাই। আমার আনন্দের পরিমাণ শব্দে ব্যক্ত করা খুবই কঠিন যা আমার পরিবারের সমস্ত সদস্য উপভোগ করছে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শালবাড়ি মাঠে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স।

চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : অল ইন্ডিয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের এনজেপি সার্কেলের উদ্যোগে রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শালবাড়ি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স। রানার্স হয় সিকিম ড্রাগনস।